

লন্ডনে ৪০ শতাংশ বাংলাদেশ-পাকিস্তানি কর্মহীন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বর্তমানে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অবস্থান করা ৪০ শতাংশ বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি নাগরিক কর্মহীন। অন্য যেকোনো জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় এই হার ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা 'সংকটময়'



বিশেষ প্রতিনিধি: বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি। তিনি আগের মতোই 'সংকটময় মুহূর্তে' রয়েছেন বলে জানা গেছে তাঁর চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ড ও বিএনপি সূত্রে।

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

The Weekly **বাংলা পত্রিকা** Bangla Patrika

পথচলায় ৩০ বছর

■ Vol. 30 ॥ Issue 14 / December 29, 2025, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ৩০ ॥ সংখ্যা ১৪ ॥ সোমবার, ডিসেম্বর ২৯, ২০২৫, পৌষ ১৪, ১৪৩২ ॥ রজব ০৮, ১৪৪৭

যুদ্ধ, সংকট আর উৎকণ্ঠার ২০২৫

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ২০২৫ সাল, বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ, সংকট আর উৎকণ্ঠার এক নজিরবিহীন অধ্যায় হিসেবে ইতিহাস হয়ে থাকবে বছরটি। ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধে শিশু নারীসহ হাজার হাজার ফিলিস্তিনীর প্রাণহানি সহ মানবিক সংকট, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে উদ্বেগ, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক দূর্যোগে রেকর্ড সংখ্যক বিপর্যয় ও প্রাণহানী ছিলো বছর জুড়ে। ২০২৫ সালটি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অভিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠার। বছরের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে হোয়াইট হাউসে ফিরে কঠোর অভিবাসন নীতি, অনথি ভুক্ত অভিবাসী ধরপাকড় আর বিতাড়ন, বিভিন্ন দেশের প্রতি নিষেধাজ্ঞায় লাখো লাখো মানুষ অনিশ্চয়তায় পড়েছেন। নতুন বছরেও অনিশ্চয়তায় দিন কাটাতে হবে অভিবাসীদের। কারণ বছরের শেষ দিকে এসে অভিবাসন বিরোধী নীতি কার্যকর করতে ট্রাম্প প্রশাসনের একাধিক নতুন পরিকল্পনা ও রেকর্ড সংখ্যক অনথিভুক্ত অভিবাসী

ঘটনাবহুল ২০২৫

গ্রেপ্তার আর বহিষ্কার এবং সেই সাথে গ্রিনকার্ডধারী এমনকি ন্যাচারালাইজড সিটিজেনশীপ বাতিলের ঘটনায় সেই উদ্বেগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের দীর্ঘতম শাটডাউনে দেশজুড়ে অর্থনৈতিক চাপে চাকুরিচ্যুত ও পদত্যাগ করেছেন হয়েছেন হাজার হাজার ফেডারেল কর্মী। ব্যাহত হয় বিমান ফ্লাইটসহ বিভিন্ন সেবা। ফেডারেল ফান্ড না থাকায় আটকে যায় ফুড স্ট্যাম্প বা স্ন্যাপ কার্যক্রম। অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্টের ভর্তুকী নবায়ন না করায় নতুন বছরে স্বাস্থ্য বীমা হারাবেন কোটি আমেরিকান। সিনেট-কংগ্রেসে অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্টের ভর্তুকী, অভিবাসন নীতি, ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন সহ ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিষয় নিয়ে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের পাল্টাপাল্টি অবস্থানে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ ছিলো পুরো বছর। এছাড়াও বেশ কয়েকটি বন্দুক হামলার ঘটনায়ও ঘটেছে।

বছরের অন্যতম রাজনৈতিক আলোচিত নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে প্রথমবারের মতো অভিবাসী মুসলিম হিসেবে জোহরান মামদানী বিজয়ী হয়ে আমেরিকাসহ বিশ্বজুড়ে চমক সৃষ্টি করেন।

এদেশের রাজনীতি সহ বিভিন্ন কার্যক্রমে ইতিবাচক বাংলাদেশিদের উপস্থিতি ও অর্জন, বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত এনওয়াইপিডি কর্মকর্তা দিদারুল ইসলামের আত্মত্যাগ আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। দেশীয় রাজনীতির প্রভাবে কমিউনিটিতে দ্বিধাবিভক্তি ও ১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

শুনানী ছাড়াই আশ্রয় মামলা খারিজের উদ্যোগ

আশ্রয় প্রার্থীদের ৩য় দেশে পাঠানো পরিকল্পনা ট্রাম্প প্রশাসনের

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন আদালতে চলমান বা পেন্ডিং হাজার হাজার আশ্রয় আবেদন বাতিল করতে উদ্যোগ নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। অভ্যন্তরীণ সরকারি তথ্যের বরাতে সিবিএস নিউজ জানিয়েছে, প্রশাসনের দাবিএই আশ্রয়প্রার্থীদের নিজ দেশে নয়, বরং তৃতীয় কোনো দেশে পাঠানো সম্ভব, সেখানেই তারা আশ্রয় চাইতে পারবেন।

আটলান্টা, নিউইয়র্ক, মায়ামি, লস অ্যাঞ্জেলেস, সান ফ্রান্সিসকো ও টেক্সাসসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের ইমিগ্রেশন আদালতে চলমান মামলাগুলোকে খারিজ বা "প্রিটারমিট মোশন" এর জন্য একের পর এক আবেদন দাখিল করছে সরকারপক্ষ। সিবিএস এর তাদের কাছে পাওয়া অপ্রকাশিত সরকারি তথ্য'র বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলছে, ডিসেম্বরের শুরু পর্যন্ত আইসের আইনজীবীরা ৮ হাজারের বেশি এমন আবেদন দাখিল করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন আদালতগুলো বিচার বিভাগের অধীন নয়; এগুলো বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের অংশ, যা পরিচালিত হয় বিচার মন্ত্রণালয়ের ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

জারি একাধিক সতর্কতা

নিউ ইয়র্কের উত্তরাঞ্চলে আবারো বরফবৃষ্টি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম উপশহরগুলোতে রবিবার রাত থেকে আবারো বরফবৃষ্টি শুরু হয়েছে।

বরফবৃষ্টির আশঙ্কায় সোমবার ২টা পর্যন্ত 'ফার্স্ট অ্যালার্ট ওয়েদার ডে' জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি, উত্তর নিউ জার্সি ও হাডসন ভ্যালির বিভিন্ন অংশে জারি থাকা 'উইন্টার ওয়েদার অ্যাডভাইজরি' সোমবার ভোরের আগেই ধাপে ধাপে প্রত্যাহার করা হবে।

এদিকে, সোমবার সকাল ১০টা থেকে মঙ্গলবার দুপুর ১টা পর্যন্ত নিউ জার্সির বেশিরভাগ এলাকা ও সুলিভান কাউন্টিতে 'উইন্ড অ্যাডভাইজরি' জারি করা হয়েছে। এই সময়ে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ মাইল বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার কথা ভাবছেন আতঙ্কিত শিক্ষকেরা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্কুলে পড়ান সুজানা। গত দুই বছরে সপ্তাহের প্রতিটি দিন সুজানার কেটেছে শিশুদের জিনিসপত্র সযত্নে সাজানো, ছবি ও বইয়ের মাধ্যমে শেখানো এবং গানের চর্চা করিয়ে। কিন্তু গত অক্টোবরে পাল্টে গেল তাঁর এই জীবন। খবর পেলেন, শিশুদের শিক্ষক হিসেবে যে উপভোগ্য সময় তিনি কাটাতেন, সেই কাজের অনুমতি তবা ওয়ার্ক পারমিট নবায়নের আবেদন বাতিল হয়েছে। প্রায় এক দশক আগে গুয়াতেমালার সহিংসতা থেকে পালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন সুজানা।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১০ শতাংশ শিক্ষক অভিবাসী, যাদের মধ্যে একজন সুজানা। আর তাঁর এই পরিচয়ই এখন আবারও ঠেলে দিয়েছে অনিশ্চিত ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যে কোন ইন্স্যুরেন্স পেতে আজই যোগাযোগ করুন



EXIT LUXURY INC.
BASE NO. 803152
APOLLO
INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
▪ TAX Liens Charge Offs ▪ Inquiries ▪ Collections
▪ Garnishment ▪ Bankruptcy ▪ Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

কঠোর হচ্ছে 'ভাওয়া' ইমিগ্রেশন আবেদন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার অভিবাসীদের বর্তমানে কঠিন বাস্তবতায় দাঁড় করিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ট্রাম্প প্রশাসন 'ভায়োলেন্স অ্যাগেইনস্ট উইমেন অ্যাক্ট' (ভি এ ডব্লিউ এ বা ভাওয়া) -এর আওতায় ইমিগ্রেশন আবেদনের নিয়ম আরও কঠোর করার ঘোষণা দিয়েছে। নতুন এই সিদ্ধান্তে হাজারো ভুক্তভোগীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় পড়েছে।

'ভি এ ডব্লিউ এ' বা ভাওয়া ১৯৯৪ সালে কংগ্রেসে পাস হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন, যা পারিবারিক সহিংসতা, মারধর বা চরম নির্যাতনের শিকার অভিবাসীদের নির্যাতনকারীর ওপর ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
▸ প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
▸ পাবলিক অকশনের বাড়ি
▸ ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
▸ শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO



জামায়াত নেতৃত্বে জোটে ৮ দলের সঙ্গে যুক্ত হলো এনসিপি এলডিপি

জামায়াতে ইসলামী | এনসিপি | এলডিপি

এমপি হতে জামায়াত জোটে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: 'রাজনীতিতে শেষ কথা বলতে কিছু নেই' এটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের মুখেই বেশি শুনে থাকেন সাধারণ মানুষ। নেতাদের মুখে বেশি শোনা এ লাইনটি রাজনীতিবিদরাই বারবার এটিকে সত্য বচন বলে প্রমাণ করেন। লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) জামায়াতের সঙ্গে জোট বেঁধে আবারও প্রমাণ করেছেন, রাজনীতিতে শেষ কথা বলতে কিছু নেই।

জানা গেছে, জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির জোটে যোগ ১৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বড় দলে বিলীন ছোটরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নির্বাচন কমিশনের ভোটের হুইসেল বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে রাজনীতির নানান হিসাবনিকাশ। আসন ছাড়ের নিশ্চয়তা ও জয়ের সম্ভাবনা বাড়াতে কেউ কেউ দল বিলুপ্ত করে, আবার কেউ দলের শীর্ষ পদ ছেড়ে যোগ দিচ্ছেন বড় দলে।

রাজনীতিবিদদের এমন আচরণকে ক্ষমতার দৌড়ে টিকে থাকার অভিনব পন্থা বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। অন্যদিকে যোগ দেওয়া নেতারা বলছেন, আদর্শগত মিল ও ভোটের কৌশল বিবেচনায় বড় দলের প্রতীকে নির্বাচন করার জন্যই যোগ দিচ্ছেন তাঁরা।

দেশে ভোটের রাজনীতিতে দলবদল নতুন নয়। নানান সমীকরণে বড় দলগুলো আসন ছাড় দিলেও মাঠপর্যায়ের সাংগঠনিক দুর্বলতা, সীমিত ভোটব্যাংকের কারণে তাঁরা নির্বাচনে কঠিন চ্যালেঞ্জে পড়েন। অন্যদিকে আগামী সংসদ নির্বাচনের পরে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (পিআর) ভিত্তিতে সংসদের উচ্চকক্ষ গঠন করা হবে। সে কারণে বড় দলগুলোও আসন ছাড়তে নানান হিসাব কষছে। এ পরিস্থিতিতে বড় দলের ছায়াতলে গিয়ে নির্বাচনী সমীকরণে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কৌশল বেছে নিচ্ছেন ছোট দলের নেতারা। কিন্তু এটা করতে গিয়ে বিলীন হচ্ছে তাঁদের নিজেদের দলগুলোই।

সম্প্রতি তিনটি অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রধান দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা হলেন, বাংলাদেশ এলডিপির চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন সেলিম, জাতীয় দলের চেয়ারম্যান সৈয়দ এহসানুল হুদা, এনপিপির চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান ফরহাদ।

আর এনডিএমের চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ, এলডিপির মহাসচিব রেদোয়ান আহমেদ দলীয় পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। সর্বশেষ গত শনিবার বিএনপিতে যোগ দেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।

দল বিলুপ্ত করে অন্য দলে যোগদানকে 'অভিনব' বলে মন্তব্য করেছেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। তিনি বলেন, 'এটা তো অভিনব। তোরা যে যা বলিস ভাই, আমাদের এমপি হওয়া চাই। যেকোনো মূল্যে, যেকোনো শর্তে। কারণ এমপি হওয়ার সঙ্গে মধু যুক্ত আছে। ক্ষমতার সঙ্গে জাদুর কাঠি যুক্ত।'

যদিও কৌশলগত কারণেই দল থেকে পদত্যাগ করে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন ববি হাজ্জাজ। তিনি জানান, দুটো কারণে জোটের শরিকেরা ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ববি হাজ্জাজ বলেন, 'নতুন বা ছোট দলের জন্য নিজস্ব প্রতীক পরিচিত করার সময় কম থাকায় ধানের শীষে নির্বাচন করলে জয়ের সম্ভাবনা বাড়ে।

পাশাপাশি নির্বাচনের পর পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ গঠনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম পাঁচ শতাংশ ভোটের শর্ত থাকায় এক বা দুই আসনে নির্বাচন করা দলগুলোর সেই সুযোগ পাওয়া কঠিন।'

ভোটের রাজনীতিতে এত দিন বড় দলের প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিত জোটের ছোট দলের প্রার্থীরা। কিন্তু ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ভোটের রাজনীতি

- দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে তিনটি দলের প্রধান
- আরও তিন নেতা গেছেন দলের শীর্ষ পদ ছেড়ে
- রাজনীতিতে মতাদর্শ ফাঁকা বুলি: ইফতেখারুজ্জামান

> এটা তো অভিনব। তোরা যে যা বলিস ভাই, আমাদের এমপি হওয়া চাই। যেকোনো মূল্যে, যেকোনো শর্তে।
>
> **বদিউল আলম মজুমদার**
> সম্পাদক, সুজন



জামায়াতের সঙ্গে সমঝোতা; সংকটে এনসিপি

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আসন সমঝোতা করতে গিয়ে সংকটে পড়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের একটি অংশ তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। দলের নীতিনির্ধারণী ফোরাম রাজনৈতিক পর্ষদের একজন সদস্য ইতিমধ্যে পদত্যাগপত্রও জমা দিয়েছেন।

জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির সমঝোতার বিষয়টি অনেকটাই চূড়ান্ত হওয়ার পর গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় দল থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন তাসনিম জারা। তিনি দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব ও রাজনৈতিক পর্ষদের সদস্য ছিলেন। এর আগে গত বৃহস্পতিবার দলটি থেকে পদত্যাগ করেন এনসিপিতে জামায়াতবিরোধী অংশের নেতা হিসেবে পরিচিত মীর আরশাদুল হক।

শনিবার সন্ধ্যায় দলের ৩০ জন নেতা এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামকে 'সম্ভাব্য জোট বিষয়ে নীতিগত আপত্তি' বিষয়ে একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন। তাতে তাঁরা বলেছেন, জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে কোনো ধরনের জোট এনসিপির নৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করবে এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এ ধরনের জোট এনসিপির বহু কর্মী, সমর্থক এবং বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মসহ নতুন ধারার রাজনীতিকে সমর্থন করা বহু সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও হতাশা তৈরি করবে। এর মাধ্যমে এনসিপির নিজস্ব মধ্যপন্থী রাজনৈতিক এজেন্সি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

নাহিদ ইসলামকে অনুরোধ জানিয়ে ওই ৩০ নেতা বলেন, 'জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক জোটে না যাওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করা হোক। আমরা মনে করি, নীতিগত অবস্থানের ভিত্তিতে কৌশল নির্ধারিত হওয়া উচিত। কৌশলগত কারণে নীতিগত অবস্থান বিসর্জন দেওয়া উচিত নয়।'

এই চিঠিতে স্বাক্ষরকারী নেতাদের মধ্যে আছেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহ, নুসরাত তাবাসসুম, যুগ্ম সদস্যসচিব মুশফিক উস সালেহীন, এস এম সাইফ মোস্তাফিজ, যুগ্ম মুখ্য সংগঠক সাদিয়া ফারজানা দিনা, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল্লাহ আল ফয়সাল, উত্তরাঞ্চলের সংগঠক দ্যুতি অরণ্য চৌধুরী, সদস্য তাওহীদ তানজীম ও সৈয়দা নীলিমা দোলা।

'মধ্যপন্থী রাজনীতির' কথা বলে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি এনসিপির আত্মপ্রকাশ ঘটে। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকেন্দ্রিক আলোচনা শুরু হলে গত অক্টোবর থেকে তারা প্রথমে বিএনপির সঙ্গে আসন সমঝোতার আলোচনা শুরু করে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র থেকে জানা গেছে, বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে এনসিপির শীর্ষ নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একাধিকবার আলোচনা হয়। তবে চাওয়া-পাওয়া নিয়ে শেষ পর্যন্ত বোঝাপড়া হয়নি। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফেরার পর তাঁর সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করা যায় কি না, সে চেষ্টাও ছিল। তবে সেটা আর হয়ে ওঠেনি।

এরই মাঝে ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার ৯০ শতাংশে একমত জেলেনস্কি

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার ৯০ শতাংশ বিষয়ে একমত হওয়ার কথা জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের মার-এ-লাগো অবকাশযাপনকেন্দ্রে রোববার ট্রাম্পকে পাশে নিয়ে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন জেলেনস্কি। এর আগে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে বৈঠক করেন এই দুই নেতা।

যুক্তরাষ্ট্র সফররত ইউক্রেনের প্রতিনিধিদলকে আতিথেয়তা দিতে পারাকে সম্মানের বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প। তিনি ইউক্রেনের প্রতিনিধিদলের সদস্যদের 'দৃঢ়চেতা মানুষ' বলে অভিহিত করেন।

এ সময় জেলেনস্কি একটি 'দুর্দান্ত' বৈঠকের জন্য ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানান।

জেলেনস্কি বলেন, বৈঠকে তাঁরা শান্তিকাঠামোর সব দিক নিয়েই আলোচনা করেছেন। ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার ৯০ শতাংশ বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। অন্যদিকে ইউক্রেনকে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চয়তার বিষয়ে শতভাগ একমত হওয়া গেছে।

এই নিরাপত্তা নিশ্চয়তাকে 'টেকসই শান্তি অর্জনের' জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেন জেলেনস্কি। তিনি বলেন, এ বিষয়ে ইউক্রেন ও ইউরোপীয় মিত্ররা কাজ চালিয়ে যাবে। আলোচিত সব বিষয় চূড়ান্ত করতে 'আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে' তারা বৈঠকে বসবে।

আগামী জানুয়ারিতে ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই পক্ষগুলোকে নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করবেন বলে জানান জেলেনস্কি।

রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হতে পারে কি না, এমন প্রশ্নে ট্রাম্প বলেন, 'সঠিক সময়ে' তা সম্ভব।

সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামবে কি না, তা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বোঝা যাবে।

এই যুদ্ধ থামাতে একটি শান্তিচুক্তির জন্য ওয়াশিংটনে ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের ইঙ্গিতও দিয়েছেন ট্রাম্প।

যুদ্ধ বন্ধে একটি সমঝোতার 'খুব কাছাকাছি' ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'সবকিছু ভালোভাবে এগোলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে (চুক্তি) হয়ে যাবে। আর খারাপভাবে এগোলে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে।'

খালেদা জিয়ার আসনগুলোতে বিকল্প প্রার্থী প্রস্তুত রাখা হয়েছে

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার যে তিনটি আসনে নির্বাচন করার কথা, সব কটিতে বিকল্প প্রার্থী প্রস্তুত রেখেছে দলটি। বগুড়া, দিনাজপুর ও ফেনীর তিনটি আসনে তাঁর জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলো আজ জমা দেওয়ার কথা।

এদিকে নির্বাচন সামনে রেখে এ পর্যন্ত অন্তত ১৫টি আসনে প্রার্থিতায় রদবদল এনেছে বিএনপি। মাঠপর্যায়ের জরিপ, অসন্তোষ ও রাজনৈতিক সমীকরণ বিবেচনায় নিয়ে 'ধানের শীষের বিজয়' নিশ্চিত করতে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে। আজ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন।

খালেদা জিয়া মারাত্মক অসুস্থ হয়ে ২৩ নভেম্বর থেকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তিনি সংকটময় মুহূর্ত পার করছেন বলে জানিয়েছে বিএনপি।

দলের দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানিয়েছে, এ অবস্থায় খালেদা জিয়ার তিনটি আসনেই বিকল্প প্রার্থী প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ফেনী-১ (ফুলগাজী-পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া) আসনে আজ সোমবার খালেদা জিয়ার মনোনয়নপত্র জমা দেবেন ওই আসনের নির্বাচন সমন্বয়ক ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক রফিকুল আলম (মজনু)। খালেদা জিয়া নির্বাচন করতে না পারলে তিনি বিএনপির প্রার্থী হতে পারেন।

খালেদা জিয়ার পক্ষে বগুড়া-৭ (গাবতলী) আসনে উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোরশেদ আলম এবং দিনাজপুর-৩ (সদর) আসনে সাবেক পৌর মেয়র সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম মনোনয়নপত্র নিয়েছেন।

মোরশেদ আলম ও জাহাঙ্গীর আলম প্রথম আলোকে বলেছেন, দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের নির্দেশনায় তাঁরা নিজেদের জন্যও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। চূড়ান্ত নির্দেশনা পাওয়ার তাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দেবেন।



প্রার্থী পরিবর্তন

এ পর্যন্ত অন্তত ১৫টি আসনে প্রার্থী পরিবর্তন করা হয়েছে। একই সঙ্গে ফ্যাসিবাদবিরোধী যুগপৎ আন্দোলনের শরিক ও মিত্রদের জন্য ১৫টি আসন ছেড়েছে বিএনপি। তবে দলের প্রার্থী বদল বা নতুন করে যাঁদের মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে, তাঁদের নাম গণমাধ্যমকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, আজ সোমবার দলীয় প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ নামের তালিকা ঘোষণা করা হতে পারে।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বগুড়া-৬ (সদর) আসনের পাশাপাশি ঢাকা-১৭ (গুলশান-বনানী-ক্যান্টনমেন্ট) আসনেও নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। গতকাল রোববার দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আবদুস সালামকে ওই আসনের নির্বাচনের প্রধান সমন্বয়ক করা হয়েছে।

ঢাকা-১৭ আসনে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান আন্দালিভ রহমান পার্থ বিএনপি জোটের প্রার্থী ছিলেন। তিনি প্রচারও শুরু করেছিলেন। পার্থ এখন ভোলা সদর আসনে নির্বাচন করবেন।

ঢাকা-১২ (তেজগাঁও-হাতিরঝিল-শেরেবাংলা নগর) আসনে সাইফুল আলম নীরবকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছিল। পরে আসনটি যুগপৎ আন্দোলনের মিত্র দল বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হককে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি 'কোদাল' প্রতীকে লড়বেন।

নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনে মনোনয়ন পেয়েছিলেন ব্যবসায়ী মো. মাসুদুজ্জামান। তিনি নির্বাচন করতে অনীহা প্রকাশের পর সেখানে নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি আবুল কালামকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

ঢাকায় প্রার্থী পরিবর্তনের পাশাপাশি চট্টগ্রামেও একাধিক আসনে প্রার্থী বদল হয়েছে। চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) আসনে গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছিল। তাঁকে বাদ দিয়ে গোলাম আকবর খন্দকারকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি দুই নেতার সমর্থকদের মধ্যে রাউজানে ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

অর্ধশত আসনে বিদ্রোহী প্রার্থী নিয়ে চিন্তিত বিএনপি

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরায় উজ্জীবিত দলের নেতাকর্মীরা। তবে সারাদেশে প্রায় অর্ধশত আসনে বিদ্রোহী প্রার্থীর তৎপরতা এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনের ঘোষণায় হিমশিম খাচ্ছে দলটি। এ পরিস্থিতিতে ১৭টি আসনে মনোনয়ন পরিবর্তন করলেও বাকিগুলোর সমস্যা রয়েই গেছে। খুব শিগগির দ্বিধাবিভক্ত তৃণমূলকে ঐক্যবদ্ধ না করলে অনেক আসনে ফল বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন অনেকে।

বিএনপি নেতারা বলছেন, তারেক রহমানের ফেরার মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সরাসরি নেতৃত্বের যে শূন্যতা ছিল তা কেটে গেছে। নেতাকর্মীদের মধ্যে তারেক রহমানকে নিয়ে যে উদ্দীপনা সেটি ভোটের মাঠে বড় সহায়ক ভূমিকা রাখবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীরাও বেশ উচ্ছ্বসিত। তবে কিছু আসনে প্রার্থী জটিলতা আর কোন্দল ভোগাচ্ছে দলটিকে।

গত ৩ নভেম্বর বিএনপি প্রথম পর্যায়ে ২৩৭ আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে। একদিন পরেই মাদারীপুর-১ আসনের ঘোষিত প্রার্থী কামাল জামাল মোল্লার নাম স্থগিত করা হয়। পরে ৪ ডিসেম্বর আরও ৩৬টি আসনে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করে দলটি। পরবর্তী ২৮ আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা না করলেও চূড়ান্ত মনোনয়ন দিয়েছে। এর মধ্যে মনোনয়ন নিশ্চিত হয়েছে ৮ জোট নেতার। এর বাইরে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করবেন আরও ৫ নেতা।

বিএনপি নেতাকর্মীরা জানান, বিএনপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকে বিভিন্ন আসনে বিদ্রোহ শুরু করেন মনোনয়নবঞ্চিত নেতা ও তাদের অনুসারীরা। কোনো কোনো স্থানে এই বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ লাভ করে। হতাহতের ঘটনাও ঘটে।

মনোনয়নবঞ্চিত নেতাদের অভিযোগ, বিগত দিনের আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা, জনপ্রিয়তাকে মাপকাঠি হিসেবে না নিয়ে কতিপয় সিন্ডিকেটের তল্পিবাহকদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এতে ত্যাগী আর যোগ্যরা উপেক্ষিত হয়েছেন আর নব্য ও হাইব্রিডদের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

যদিও বিএনপির পক্ষ থেকে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার সময়েই বলা হয়েছিল, ঘোষিত তালিকা প্রাথমিক কিংবা সম্ভাব্য। এই প্রার্থীরা চূড়ান্ত নন এবং প্রয়োজনে যে কোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে। দলের স্থায়ী কমিটি মনে করে, পার্লামেন্টারি বোর্ড যদি মনে করে, তারা কোনো আসনে পরিবর্তন আনবে, সেটি নিঃসন্দেহে নিয়ম মেনে পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

তারই ধারাবাহিকতায় ১৬টি আসনে রদবদল করেছে ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

The Weekly Bangla Patrika

Editor: **Abu Taher**
Tel : 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

২০২৫ : যুদ্ধ আর সহিংসতা ও সংকটের ভারে বিধ্বস্ত বিশ্ব

২০২৬ হোক শান্তি ও মানবতার

২০২৬ সাল শুরু হচ্ছে এমন এক সময়ে, যখন বিদায়ী ২০২৫ সালে বিশ্বব্যবস্থা গভীর যুদ্ধ-সংকট ও অস্থিরতায় আচ্ছন্ন। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে চলমান যুদ্ধ, সামরিক আগ্রাসন, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা গোটা মানবসভ্যতাকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে অগ্রগতির দাবি করা এই বিশ্ব আজও যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি–এটাই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

যুদ্ধ মানেই শুধু সামরিক সংঘর্ষ নয়; যুদ্ধ মানে মানবিক বিপর্যয়। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে জনপদ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, কোটি কোটি মানুষ শরণার্থী হতে বাধ্য হচ্ছে। নারী ও শিশুরা হারাচ্ছে নিরাপত্তা, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বেড়ে উঠছে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে। খাদ্যসংকট, জ্বালানি সংকট ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল হিসেবে পুরো বিশ্বকে গ্রাস করছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমান বৈশ্বিক রাজনীতি ক্রমেই মানবিক মূল্যবোধ থেকে সরে গিয়ে শক্তি প্রদর্শন ও আধিপত্য বিস্তারের দিকে ঝুঁকছে। আন্তর্জাতিক আইন ও নৈতিকতার প্রতি অবজ্ঞা বাড়ছে, কূটনীতির পরিবর্তে অস্ত্র হয়ে উঠছে সমস্যার তথাকথিত সমাধান। এর ফলে শুধু যুদ্ধরত দেশগুলোই নয়, শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রগুলোকেও এর ভয়াবহ প্রভাব বহন করতে হচ্ছে।

নতুন বছরের প্রাক্কালে তাই শান্তির প্রশ্নটি আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বনেতাদের উপলব্ধি করতে হবে–যুদ্ধ কখনোই টেকসই সমাধান নয়। সংলাপ, সমঝোতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার মাধ্যমেই সংকট নিরসন সম্ভব। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কার্যকারিতা বাড়ানো, যুদ্ধবিরতি ও শান্তি আলোচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।

একই সঙ্গে বিশ্বজনমতও শক্তিশালী হওয়া জরুরি। যুদ্ধের বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও তরুণ প্রজন্মকে সোচ্চার হতে হবে। মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও শান্তির পক্ষে ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠই পারে ক্ষমতার রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে।

২০২৫ সাল যদি কেবল উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও সংঘাতের ধারাবাহিকতা বহন করে, তবে তা মানবসভ্যতার জন্য এক ভয়াবহ পরাজয় হবে। নতুন বছর হোক আত্মসমালোচনার বছর, মানবিক চেতনায় ফেরার বছর।

২০২৬ সাল: নতুন বছরে বিশ্বে শান্তি আসুক, মানবতার দ্বার উন্মোচিত হোক–এই প্রত্যাশা যেন শুধু প্রার্থনায় সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তব পদক্ষেপে রূপ নেয়। যুদ্ধের অন্ধকার পেরিয়ে আলোয় ফেরার দায়িত্ব আজ সমগ্র মানবজাতির।

সফলতার ২৮ বছরে
বাংলা পত্রিকা
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির মুখপাত্র সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লেখুন ও আপনার ব্যবসার প্রসারে বিজ্ঞাপন দিন
এ ছাড়াও দেশ ও প্রবাসে সর্বশেষ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পেতে চোখ রাখুন আমাদের অনলাইন এবং ফেসবুক পেইজে
www.banglapatrikausa.com
Gmail banglapatrikausa@gmail.com

আব্রাহাম লিংকন ও মার্টিন লুথার কিং-এর দেশে এক মাস





শেষ পৃষ্ঠায় পর

চুপচাপ। এমনকি বেটি মুরও। হয়তো এই ভাবনা কারো কারো মধ্যে সওয়ার হতে পারে যে, আমরা না এলে আমাদের জন্যে তৈরি করা খাবারগুলো নষ্ট হয়ে যেত। আমরা হয়তো একটা ভুল বার্তা দিয়ে যেতাম – এই ভদ্রলোককে এবং সর্বোপরি বেটি মুরকে। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর অভ্যন্তরীণ নিজস্ব প্রতিবেদনে আজকের ঘটনার উপর আলোকপাত করবেন।

একদিন পরেই আমরা যাত্রা শুরু করলাম সাউথ ক্যারোলাইনে। আকাশপথে প্রায় একঘন্টার পথ। রাজধানী শহর কলাম্বিয়া আমাদের গন্তব্যস্থল। এক লাখের কিছু বেশি জনঅধ্যুষিত রাজধানী শহরে আমরা একটা কম ব্যস্ত এবং মাঝারি আকারের হোটেল বেছে নিলাম। এই রাজ্যে আমাদের সফরের মূল উদ্দেশ্য বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে অবহিত হওয়া। কারণ বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিপণ্য এখন এই বস্ত্রশিল্পকেন্দ্রিক। দক্ষিণ ক্যারোলাইনা এক সময় বস্ত্রশিল্পের প্রধান পাদভূমি ছিল, কিন্তু কি করে তার বিনাশ বা পতন হল – জানার কৌতূহলও ছিল তীব্র।

সপ্তদশ বা অষ্টাদশ দশকের শুরুর দিকের কথা। দক্ষিণ ক্যারোলাইনা তখন সূতা আর বস্ত্র বুনন শিল্পের পদভূমি। এর প্রধান কারণ, এই রাজ্যে এন্তার কৃষিকাজের সুযোগ বিদ্যমান। তার সঙ্গে এই রাজ্যে সস্তায় এবং বলতে গেলে একরকম বিনামূল্যে শ্রমিকদের সহজ লভ্যতা। বিস্তীর্ণ মাঠ, ফসলি জমি। তুলার মতো ফসল ফলানো ছিল বেশ লাভজনক। তথাপি বেশকিছু বিষয় বস্ত্রশিল্পের উত্থানের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে এই শিল্পের বিকাশ ছিল দীর্ঘসময়ের ব্যাপার।

যুগ যুগ ধরে দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় ইংল্যান্ড এই শিল্পের স্বত্বাধিকারী ছিল। সে কারণে উত্তর আমেরিকার উপনিবেশসমূহ তাদের ফসল ইংল্যান্ডে পাঠাতে বাধ্য হতো। আর এই তুলা দিয়ে তখন সেখানে কাপড় তৈরি হতো। অবশেষে একদিন বস্ত্রশিল্পের প্রযুক্তি জ্ঞান যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের করায়ত্ত হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের এই নিউ ইংল্যান্ড উপনিবেশসমূহ তাদের প্রযুক্তিজ্ঞান দক্ষিণের বাসিন্দাদের কাছে গোপন করেই রাখে।

ইতিহাস সম্পর্কে জানেন এমন এক ব্যক্তিত্বের সাথে আমাদের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা ছিল সফরের দ্বিতীয় দিনে সকাল ১০টায়। আমরাও বেশ আগ্রহ নিয়ে তাঁর কর্মস্থলে গিয়ে হাজির হলাম নির্দিষ্ট সময়ে। চারতলা ভবনের দ্বিতলায় বসার ঘর। শহরের প্রাণকেন্দ্রেই তাঁর অফিস। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বুঝলাম তিনি একরকম প্রস্তুতি নিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে বৈঠকের আগে। বাংলাদেশ, বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প তথা তৈরি পোশাক শিল্প নিয়ে বেশ পড়াশুনা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রই যে এখন একক দেশ হিসেবে আমাদের পোশাক পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ তা তিনি অবগত। বললেন, তাঁদের এই শিল্পের শুরুর দিকের কথা। দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গরা বস্ত্রশিল্পকে বেছে নিলেন অর্থ উপার্জনের অন্যতম প্রধান অবলম্বন হিসেবে। আর এই দক্ষিণে তখনও দাসপ্রথা বিদ্যমান ছিল। তাদের সহজেই হাতের নাগালে পাওয়া যেত এবং কাজেও লাগানো যেত। ভদ্রলোক বললেন, তবে তখন খুব একটা বেশি মানুষ পাওয়া যেত না। কারণ নিজেরাই নিজেদের ছোট ছোট কারখানা পরিচালনা করতে পারতেন। এ রকম শিল্পোদ্যোক্তার সংখ্যা ছিল নগণ্য।

১৮০০ শতাব্দীর শুরুর দিকে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ক্ষুদ্র মালিকরা ব্যক্তি মালিকানায় দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় মিল-কারখানা প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। খ্যাতিমান শিল্পপতি উইলিয়াম গ্রেগ অবশ্য মানচিত্রে এই রাজ্যকে এবং সামগ্রিকভাবে গোটা দক্ষিণাঞ্চলকে বস্ত্রশিল্পের প্রস্তুতকারক হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হন। তাঁকে দক্ষিণের তুলা চাষের জনক বলে স্বীকৃতিও দেয়া হয়। তিনি ছিলেন মূলত এই শিল্প বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু।

গ্রেগ ১৮৪৪ সালে নিউ ইংল্যান্ডে যান। উদ্দেশ্য ছিল বস্ত্র কারখানার উপর গবেষণা করে তথ্য অনুসন্ধান করা এবং সেভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ করা। এরপর তিনি দক্ষিণে ফিরে এসে ১৮৪৫ সালে গ্রানিটভিললে (Graniteville) কোম্পানি গঠন করেন। এই কারখানা যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও সচল ছিল। এই সময় যুক্তরাষ্ট্রে ভয়ানক অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি হয়। ১৯৮০-র দশকে এই কোম্পানির মালিকানা হাতবদল হয়ে এভনডেইল (Avondale) মিলের কাছে চলে যায়। এবং তারা ১৯৯০ দশক অবধি এটি পরিচালনা করেন।

এছাড়া অন্যান্য বৃহদাকারের বস্ত্র কারখানা গোটা দক্ষিণে বিশেষ করে দক্ষিণ ক্যারোলাইনার উপকূলীয় অঞ্চলে পরিচালিত হতো। ১৯৪৮ সালের দিকে সারাদেশে প্রায় ১৩ লাখ লোক এই শিল্পে কর্মরত ছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সস্তায় শ্রমিকদের প্রাপ্যতা, প্রযুক্তি, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি এবং অন্যান্য কারণে দক্ষিণ ক্যারোলাইনে বস্ত্রশিল্পের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে যোগ হয় এই শিল্পের আধুনিকায়ন, শ্রমিকদের বেতন ও মজুরি ইস্যু, শিক্ষা বা অর্থনীতির বহুমুখীকরণ। ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত এই পতন অব্যাহত থাকে।

তিনদিনের সংক্ষিপ্ত সফর আমাদের শেষ হয়ে যায়। প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত দক্ষিণ ক্যারোলাইন ছেড়ে আসার সময় কেন যেন মনের গভীর থেকে একটা বেদনা উত্থিত হয়ে ওঠে এবং প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। চারদিকটা কত সবুজ। ঘন। জনবসতির চাপ কম। বিশাল বিশাল সড়ক কোথায় যেন সুদূরে মিলিয়ে গেছে। হতে পারে আমাকে এই ভাবনা উদ্বেলিত করে যে, আমার এই সংক্ষিপ্ত এবং পূর্বনির্ধারিত জীবনে দ্বিতীয়বার এখানে আর আসা হবে না।

এরপর আমাদের যাত্রা নেবরাসকা রাজ্যে। আবার সেই বিমানপথের যাত্রী। বিমানবন্দরের ঝক্কিতে আমরা সবাই বিরক্ত। ভ্রমণের আনন্দ আর আনন্দ থাকে না। বাদামি রঙের মানুষ বলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। রাষ্ট্রীয় অতিথি আমরা – কিন্তু জাতীয় নিরাপত্তার নিরিখে এর কোন গুরুত্ব নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত নেবরাসকা রাজ্য। আমাদের গন্তব্য এই রাজ্যের রাজধানী লিংকন। আব্রাহাম লিংকনের নামানুসারে রাজধানীর নাম। বিভিন্ন আদিবাসী এবং উপজাতির বাস এই রাজ্যে। রাজ্যের সবচেয়ে বড় শহর ওমাহা। লিংকন রাজধানী হলেও আয়তন এবং জনবসতির নিরিখে এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। প্রদেশটির আয়তন ৭৭ হাজার ২২০ বর্গমাইল। নেবরাসকা যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের দুই বছর পর ১৮৬৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়। রাজ্যে রয়েছে পাহাড়-পর্বত আর সমতল ভূমির অপূর্ব সমাহার।

নেবরাসকা বহুলাংশে কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। এই রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে চতুর্থ স্থানে অবস্থিত। কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নেবরাসকার অবস্থান চতুর্থ। অপর তিনটি প্রধান রাজ্য হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সস এবং আইওয়া। কৃষি অর্থনীতিনির্ভর নেবরাসকা রাজস্ব আয়ের বিবেচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশজুড়ে রয়েছে মার্কিন অর্থনীতিতে। রাজ্যের প্রধান কৃষিপণ্য হচ্ছে গবাদিপশু, নানা রকম শস্যদানা, সয়াবিন এবং গম। ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য এই রাজ্যে কৃষিপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। গোটা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সয়াবিন, গম এবং ভোজ্য তেলের বীজ উৎপাদনে অগ্রগণ্য। গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির খামারও এই রাজ্যে উল্লেখ করার মতো। তাই গোটা যুক্তরাষ্ট্রে মাংস এবং ডিম সরবরাহের ক্ষেত্রে দেশটির অন্যান্য অংশ এই রাজ্যের উপর নির্ভরশীল।

নেবরাসকায় প্রাকৃতিক কারণে পর্যাপ্ত পানির সরবরাহ রয়েছে। ভূমিতলের এই পানি সুপেয় এবং সেচের জন্যে ব্যবহার করা হয়। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হিসেবী এবং মিতব্যয়ী। এর প্রমাণ পেলাম আমরা যে হোটেলে উঠেছিলাম সেখানকার লোকদের আচরণে। মাত্র একবার ব্যবহার করা যায় এ রকম বাসন-কোসন ব্যবহার করা হয় এই হোটেলে – যাতে পানির কোন অপচয় না হয়। আহারের পর এসব বাসন-কোসন পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্যের পাত্রে রাখা হত। সেখান থেকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট লোকজন সেগুলো তুলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট কারখানায় পুনঃপ্রস্তুত করার পর বাজারজাত করা হত। পুরো প্রক্রিয়াটাই ছিল বিজ্ঞানসম্মত এবং অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যনীতির বিবেচনায় একটি আদর্শ পন্থা। পৌরসভা থেকে পানির সতর্ক ব্যবহারের জন্যে নির্দেশ আসতো। অর্থাৎ পানির কতোটা ব্যবহার করা যাবে তা বলা হতো এই নির্দেশমালায়। আমি অবাক হলাম পানির এই সতর্ক ব্যবহারে। হোটেলের ব্যবস্থাপক বললেন, ভূতলে পানির মজুত তো অফুরন্ত নয়। তাই আমরা প্রকৃতির দেয়া এই বিরল কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য খুব যত্নসহকারে ব্যবহার করি। তাঁরা পানিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং জীবন ধারণের অন্যতম অনিবার্য পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করছেন। আমি আমাদের নিজেদের দিকে তাকালাম। কি অমিতব্যয়ী আমরা পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে। আর সে কারণে রাজধানী ঢাকায় পানির স্তর ক্রমাগত নিচে নেমে যেতে যেতে বিপদের পর্যায়ে চলে গেছে।

নেবরাসকায় আমাদের জন্য একজন কৃষকের বাড়িতে গমন এবং সংশ্লিষ্ট কৃষকের সঙ্গে কথোপকথনের কর্মসূচি রয়েছে। দ্বিতীয় দিনে আমাদের সেই কৃষকের বাড়ি যাওয়ার দিন-ক্ষণ স্থির হল। সকাল সকাল যাত্রা। কিছুটা দূরের পথ। মাইক্রোবাসে সবাই উঠলাম। শহর ছাড়িয়ে গ্রামের পথ। রাস্তার দু'পাশে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। দুই প্রান্তে শুধু ফসলের মনোরম শোভা। দু'দিকের এই মাঠ চিরে প্রশস্ত পিচঢালা রাস্তা। মসৃণ। সোজা চলে গেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে মিল পেলাম না। জনবহুল বাংলাদেশে এ রকম বিস্তীর্ণ মাঠ পাওয়ার জো নেই। আমাদের গ্রামগুলোর রাস্তা কখনো গ্রামের মধ্য দিয়ে কখনো খাল-বিল পেরিয়ে বিস্তীর্ণ হয়েছে লক্ষস্থলে। এখানে দু'দিকের আকাশটাও বেশ বড়, নির্মল।

নির্বাচনী জোটে এনসিপির লাভ-ক্ষতি



সাজ্জাদ সিদ্দিকী

> ...জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে এনসিপির জোটের গুঞ্জন সত্য হলে ঝুঁকি আরও গভীর। জামায়াত নিজেই অন্তত দুই ধরনের স্বচ্ছতাভিত্তিক পরিচয় সংকটের কারণে জনপরিসরে হিমশিম খায়; প্রথমত, ধর্মীয় আকিদাগত বিভাজনের কারণে অপরাপর ধর্মীয় দলগুলোর সঙ্গে; দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধকালে ভূমিকার কারণে। ধর্মভিত্তিক বিতর্ক ও মুক্তিযুদ্ধের ট্যাগিং মিলিয়ে দলটির সঙ্গে জোট গঠনে এনসিপির বিকাশ যে বাধাগ্রস্ত হবে, সহজেই অনুমেয়। এনসিপির জন্য এই জোট বুমেরাং হয়ে জামায়াতের সঙ্গে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিও তৈরি করতে পারে...

স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনৈতিক বাস্তবতায় নির্বাচন হয়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনায় বৈধ এজেন্সি তৈরির একমাত্র মাধ্যম। কিছু ব্যতিক্রম বাদে তৃতীয় বিশ্বের গণতন্ত্রকামী রাষ্ট্রগুলো প্রায়ই সাময়িক বা অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য অনির্বাচিত সরকার, সেনাশাসন কিংবা সিভিল কর্তৃত্ববাদী সরকারের হাতে চলে যায়। এর ফলে কেবল রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাই ব্যাহত হয় না, রাজনৈতিক নেতৃত্বে দেখা দেয় আত্মবিশ্বাসের সংকট। নির্বাচনের আগে আগে কেবল নির্বাচনী সুবিধা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় আদর্শ আপস করে 'জোট' বাঁধা এই আত্মবিশ্বাসহীনতার লক্ষণ।

অবশ্য কোনো সরকারের মধ্যে যখন স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা দেয় কিংবা সামরিক শাসন চলতে থাকে, তখন সরকারের বাইরের রাজনৈতিক দলগুলোর জোটবদ্ধ আন্দোলন আত্মবিশ্বাসহীনতা নয়; বরং কৌশলগত ঐক্যের জন্য প্রয়োজনীয়। একই সঙ্গে অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচনের অনেক আগে থেকে জোটও দোষণীয় নয়।

এ ক্ষেত্রে ১৯৫৩ সালে পাঁচটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট খুব ভালো উদাহরণ। এই জোটের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলিম লীগকে পরাজিত করে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিরোধ গড়ে তোলা। আদর্শিকভাবে এই জোটের সাফল্য ছিল সুদূরপ্রসারী ও স্থায়ী। ১৯৫২ সালের সফল ভাষা আন্দোলনের পরপরই এই জোট গঠন এবং এর কাঙ্ক্ষিত বিজয় নিঃসন্দেহে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের শক্ত গাঁথুনি হিসেবেই ইতিহাসে পাঠ হয়ে আসছে। যুক্তফ্রন্ট ছিল মূলত ক্ষমতার অপব্যবহার ও অভ্যন্তরীণ উপনিবেশায়নের বিরুদ্ধে অধিকারভিত্তিক গণমুক্তির জোট। যুক্তফ্রন্টের প্রতিবাদী চরিত্র একে কেবল ভোটের কৌশলে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং তা নিপীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসমর্থন সৃষ্টি করেছিল।

এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নব্বইয়ের দশকের সামরিক শাসনবিরোধী তিন জোটের সমন্বিত আন্দোলনই ছিল অত্যাবশ্যক, যা দীর্ঘ ৯ বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় গত বছর জুলাই গণঅভ্যুত্থানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অঘোষিত জোট দেড় দশকের কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসান ঘটায়।

এসব ঐতিহাসিক ঘটনা প্রমাণ করে, যখন ক্ষমতালিপ্সু সামরিক ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিগ্রহণ করে কিংবা কোনো সিভিল সরকার কর্তৃত্ববাদী রূপ ধারণ করে গণআকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে তখন সময়ের প্রয়োজনেই সংগঠিত জোটভিত্তিক আন্দোলন সেই স্বৈরাচারী শাসকের উৎখাতের উত্তম কার্যকর উপায় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ গণঐক্য ও সংগঠিত প্রতিরোধ সময়ের প্রয়োজনে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, যা কার্যকর শক্তি হিসেবেই উদ্ভব হয়।

কিন্তু গণতান্ত্রিক ও দায়বদ্ধ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ার বদলে কেবল ভোট সংকলনকে কেন্দ্র করে হিসাব-নিকাশের ক্ষতিকর দিকগুলো বারবার প্রমাণ করেছে। এই চর্চার মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদে অপেক্ষাকৃত ছোট সম্ভাবনাময় দলগুলো নিজেদের সৃষ্ট ফাঁদে পড়ে যাচ্ছে। অনেক সময় ছোট দলগুলো নিজস্ব নির্বাচনী দলীয় প্রতীক বিসর্জন দেয় কেবল নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে। তবে সাম্প্রতিক উচ্চ আদালতের একটি রায়ের আলোকে বলা যায়, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটবদ্ধ হলেও প্রতিটি দলকে নিজ নিজ রাজনৈতিক প্রতীকে নির্বাচন করতে হবে, যা এ ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রশংসনীয় অগ্রগতি।

বাংলাদেশে জোটভিত্তিক আন্দোলনের সুফল থাকলেও নির্বাচনের আগে কেবল সুবিধাভিত্তিক জোটের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিই বেশি। জাতীয় রাজনীতিতে বিএনপি-জামায়াত বা আওয়ামী লীগ-জাতীয় পার্টি জোটগুলো মূলত নির্বাচনমুখী স্বার্থভিত্তিক গড়ে উঠেছিল, যার ফলে এই দুই দলের বাইরে এসে বৃহৎ কোনো দলের আবির্ভাব হয়নি। অধিকন্তু, এ দুটি দলকে অনেক সময় অগণতান্ত্রিক হয়ে উঠতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে এদের শরিক দলগুলো। এ ক্ষেত্রে জোটগুলোর চরিত্র হয় অস্থায়ী, উদ্দেশ্যনির্ভর এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পরিবর্তে পরিচালিত হয় ভোটকেন্দ্রিক হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে। এই ধরনের জোট-রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো একে অন্যকে দ্রুতই একই খাঁচার অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে; শুরু হয় 'ট্যাগিং'। এর ফলে রাজনীতিতে পারস্পরিক বিষোদ্গার ও প্রতিহিংসা বাড়ে, এমনকি জিঘাংসাও তীব্র হয়; পাশাপাশি ভোটের বাইরে থাকা নীতিনির্ধারণী সংলাপ, আন্দোলনের বৈচিত্র্য ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম গঠনের সম্ভাবনাও ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে।

উদাহরণ হিসেবে, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকার কারণে দলটির দীর্ঘদিনের জোটসঙ্গী বিএনপিকেও বিরোধী শিবির থেকে নানা 'তকমা' আরোপ করা হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধার দল হয়েও বিএনপিকে জামায়াতকেন্দ্রিক নেতিবাচক বয়ানের অংশীদার হতে হয়েছে। অথচ পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাস্তবতায় বর্তমানে এই দুই দল প্রায়ই সরাসরি সংঘর্ষে পর্যন্ত জড়িয়ে পড়ছে আদর্শিক অবস্থানের নামে।

আদর্শিক নৈকট্যের বদলে শুধু নির্বাচনী সুবিধার জন্য বড় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট অপেক্ষাকৃত ছোট রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য আত্মঘাতীও হতে পারে। যেমন আওয়ামী লীগের পতনের পর জাতীয় পার্টির স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে তুলতে কষ্ট হচ্ছে।

এসব উদাহরণ সামনে থাকা সত্ত্বেও জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী বাস্তবতায় তরুণদের নেতৃত্বে গঠিত নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টিও (এনসিপি) সম্ভবত একই ভুল করতে যাচ্ছে। নানা সমালোচনার মধ্যেও দলটি যে সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছিল, সাময়িক নির্বাচনী সুবিধার জন্য জোটের রাজনীতিতে যেতে গিয়ে সেই সম্ভাবনা সম্ভবত অংকুরেই বিনষ্ট হতে যাচ্ছে।

ক্ষণস্থায়ী লাভ কিংবা অজানা ভয় থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় যে কোনো বৃহৎ দলের সঙ্গে জোট গঠন এনসিপির বড় রাজনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠার সম্ভাবনাকে সমস্যায় পরিণত করার আশঙ্কাই বেশি; তা হোক বিএনপি কিংবা জামায়াতের সঙ্গে। এতে হতাশ হবে তরুণদের একটি বড় অংশ। হতাশ হবে সেই সামাজিক শক্তি, যারা আওয়ামী লীগ-বিএনপির পরিবারতন্ত্রের বাইরে বিকল্প খুঁজছে।

জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে এনসিপির জোটের গুঞ্জন সত্য হলে ঝুঁকি আরও গভীর। জামায়াত নিজেই অন্তত দুই ধরনের স্বচ্ছতাভিত্তিক পরিচয় সংকটের কারণে জনপরিসরে হিমশিম খায়; প্রথমত, ধর্মীয় আকিদাগত বিভাজনের কারণে অপরাপর ধর্মীয় দলগুলোর সঙ্গে; দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধকালে ভূমিকার কারণে। ধর্মভিত্তিক বিতর্ক ও মুক্তিযুদ্ধের ট্যাগিং মিলিয়ে দলটির সঙ্গে জোট গঠনে এনসিপির বিকাশ যে বাধাগ্রস্ত হবে, সহজেই অনুমেয়। এনসিপির জন্য এই জোট বুমেরাং হয়ে জামায়াতের সঙ্গে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিও তৈরি করতে পারে। বড় দলের সঙ্গে ছোট সম্ভাবনাময় দলের নির্বাচনী জোট নেতৃত্ব ও আদর্শ বিকাশের অন্তরায়। এনসিপি তার নিজস্ব ইশতেহার, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভোটারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ হারাতে পারে। বাস্তবে বড় দলই রাজনীতির ফ্রেম নির্ধারণ করে। ফলে দলীয় সমর্থক ও ভোটারের মতামত উপেক্ষিত হয়, এলিট সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং তৃণমূলে শক্ত ভিত্তি গড়ে ওঠে না। দীর্ঘ মেয়াদে রাজনীতি দ্বিদলীয় কাঠামোয় আবদ্ধ থাকে, নতুন রাজনৈতিক বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা সংকুচিত হয়, যা গণতন্ত্রের মৌলিক স্পৃহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এসব কারণে গণতান্ত্রিক রূপান্তর বারবার ব্যাহত হয় এবং অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে জোটভিত্তিক আন্দোলনও শক্তি হারায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বিকল্প পথ কী? বিকল্প পথ হলো, নির্বাচনকেন্দ্রিকভাবে কাছাকাছি আদর্শের ছোট দলগুলোর মধ্যে জোট গড়ে তোলা, যার লক্ষ্যই হবে দ্বিদলীয় বাইনারির বাইরে একটি গ্রহণযোগ্য তৃতীয় বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তির উত্থান। একই সঙ্গে বড় দলগুলোর নেতিবাচক চর্চা সম্পর্কে জনপরিসরে সচেতনতা তৈরি করা। এভাবেই সম্ভাবনাময় এনসিপিসহ ছোট দলগুলো দায়বদ্ধ, স্বচ্ছ ও নীতিভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিকশিত হয়ে বৃহৎ রাজনৈতিক দলে রূপ নেওয়ার সুযোগ পেতে পারে।

অধ্যাপক ড. সাজ্জাদ সিদ্দিকী: চেয়ারম্যান, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংবর্ধনার 'সং' ও গুণীজনের আকাল: নিউইয়র্ক টু ঢাকা একই সামাজিক ব্যাধি



শাহ্ বদরুজ্জামান রুহেল

অভিধান বলছে, 'সংবর্ধনা' শব্দটির উৎপত্তি 'বর্ধন' থেকে, যার অর্থ বৃদ্ধি বা সম্যক সমাদর। কোনো মহৎ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে কাউকে যখন সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানানো হয়, তখন তাকেই বলা হয় সংবর্ধনা। কিন্তু বর্তমান সময়ে দেশ এবং প্রবাসের প্রেক্ষাপটে এই সংবর্ধনা শব্দটি তার আভিধানিক গাম্ভীর্য হারিয়ে এক অদ্ভুত 'সার্কাসে' পরিণত হয়েছে। সংবর্ধনার প্রথম অংশ 'সং'-এর আক্ষরিক অর্থ হলো কৌতুককর বেশধারী বা ভাঁড়। বর্তমানের যত্রতত্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানগুলো দেখলে মনে হয়, আয়োজকরা যেন সচেতনভাবেই গুণীজনকে সম্মান জানানোর বদলে 'সং' সাজানোর উৎসবে মেতেছেন।

নিউইয়র্কের 'ক্রেস্ট বাণিজ্য' ও সংবর্ধনা সংস্কৃতি

প্রবাসের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্কে এখন মানুষের চেয়ে সংবর্ধনার সংখ্যা বেশি। বিশেষ করে জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা কিংবা ব্রঙ্কসের রেস্টুরেন্টগুলোতে প্রতি উইকেন্ডে কোনো না কোনো 'গণসংবর্ধনা' বা 'সম্মাননা প্রদান' অনুষ্ঠানের আয়োজন চলে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, বাংলাদেশ থেকে কোনো মাঝারি সারির রাজনীতিবিদ, অখ্যাত কোনো ব্যবসায়ী কিংবা নিছক বেড়াতে আসা কোনো ব্যক্তিকেও 'বিশিষ্ট' তকমা দিয়ে মঞ্চে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সবচেয়ে লজ্জাজনক অধ্যায় হলো 'স্পন্সরড অনার' বা টাকার বিনিময়ে সম্মাননা কেনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, সংবর্ধিত ব্যক্তি নিজেই অনুষ্ঠানের খরচ বহন করছেন। অর্থাৎ নিজের পকেটের টাকায় ফুলের মালা আর ক্রেস্ট কিনে তিনি নিজেকেই জনসমক্ষে 'পূজনীয়' হিসেবে জাহির করছেন। এই যে কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে মঞ্চে বসে থাকা, তা অনেকটা মেকি অভিনয়ের মতোড়্যা দর্শক মনে শ্রদ্ধার বদলে করুণা আর হাসির উদ্রেক করে।

বাংলাদেশ: সংবর্ধনার নতুন গিনিস বুক

দেশের চিত্রও খুব একটা ভিন্ন নয়। এখন ক্লাব, সামাজিক সংগঠন এমনকি পাড়া-মহল্লার মোড়ে মোড়ে সংবর্ধনার জোয়ার বইছে। বাংলাদেশের এই সংস্কৃতি এখন সহজেই গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান পেতে পারে। কারণ, এখানে 'প্রাণঢালা সংবর্ধনা' এখন একটি বহুল ব্যবহৃত ক্লিশে বাক্য। এই 'প্রাণঢালা' মানে কি সত্যিই হৃদয় থেকে ঢেলে দেওয়া সম্মান, নাকি স্রেফ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঢেলে দেওয়া চাটুকারিতাড়া তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ রয়েছে। অপাত্রে মালা পরানোর এই হিড়িক মূলত তোষামোদকারীর দল আর আত্মপ্রচারে মত্ত ব্যক্তিদের এক নোংরা আঁতাত।

গুণীজনের অবমূল্যায়ন ও মেধার আকাল

একটি জাতির মেধা ও মননের বিকাশে সংবর্ধনা অপরিহার্য। প্রাচীন প্রবাদ আছেড়ে 'গুণীজন ছাড়া গুণী জন্মায় না'। যখন একজন নিঃস্বার্থ শিক্ষক, একজন গবেষক, একজন সৃজনশীল শিল্পী কিংবা একজন সফল উদ্যোক্তাকে সমাজ সম্মান জানায়, তখন শত শত তরুণ সেই পথে হাঁটার অনুপ্রেরণা পায়। কৃতী ছাত্র বা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে সংবর্ধনা দেওয়ার দীর্ঘ ঐতিহ্য আমাদের ছিল, যা মূলত ভালোকে আরও ভালো করার প্রণোদনা দিত।

কিন্তু যখন অর্থের জোরে একজন বিতর্কিত ব্যক্তি 'দানবীর' বা 'সমাজসেবক' উপাধি পেয়ে মঞ্চ আলোকিত করেন, তখন নিভৃতচারী প্রকৃত গুণীজনেরা অভিমানে আড়ালে চলে যান। প্রকৃত মেধা ও যোগ্যতা তখন সস্তা প্রচারের কাছে হার মানে। এর ফলে সমাজ এক গভীর নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হয়। তরুণ প্রজন্ম শিখছে যে, সাধনা বা মেধা নয়ড়অর্থ ও লবিং থাকলেই যেকোনো সম্মাননা বগলদাবা করা সম্ভব।

'সং' বনাম সম্মানের লড়াই

নিবন্ধের শুরুতে উল্লেখিত 'সং' শব্দটির সার্থকতা এখনকার সংবর্ধিত ব্যক্তিদের চেহারায় ফুটে ওঠে। হাস্যকর সব উপাধি আর প্লাস্টিকের ক্রেস্টের নিচে চাপা পড়ে যায় প্রকৃত বীরদের অবদান। নিউইয়র্কের মতো বিশ্বনাগরিক শহরে যখন এই সস্তা সংস্কৃতি ভালপালা মেলে, তখন বিশ্বদরবারে আমাদের সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্বই প্রকাশ পায়।

অপরিহার্য যখন সংবর্ধনা

একটি জাতির মেধা ও মননের বিকাশে সংবর্ধনা অপরিহার্য। একজন বিজ্ঞানী যখন গবেষণাগারে রাত জাগেন, একজন চিকিৎসক যখন নিভৃতে প্রাণ বাঁচান, কিংবা একজন কৃতী ছাত্র যখন দারিদ্র্য জয় করে সাফল্যের শিখরে পৌঁছানড়তখন তাদের স্বীকৃতি দেওয়া সমাজের নৈতিক দায়িত্ব। এই সম্মাননা কেবল সেই ব্যক্তিকে ঋদ্ধ করে না, বরং পুরো প্রজন্মকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে। গুণীজনকে সম্মান ছাড়া গুণী জন্মায় নাড়এই চিরন্তন সত্যকে ধারণ করেই প্রকৃত সংবর্ধনার চর্চা হওয়া উচিত।

মেধার অপমান ও সামাজিক অবক্ষয়

যখন টাকার জোরে অযোগ্য ব্যক্তি 'বিশিষ্ট সমাজসেবক' বা 'মনীষী' উপাধি পান, তখন নিভৃতচারী প্রকৃত সৃজনশীল মানুষেরা অভিমানে আড়ালে চলে যান। এই সংস্কৃতি তরুণ প্রজন্মকে শিখিয়ে দিচ্ছে যে, যোগ্যতা নয় বরং প্রচার ও পকেট ভারী থাকলেই সম্মান কেনা সম্ভব। এতে সমাজ থেকে প্রকৃত মেধার অবমূল্যায়ন ঘটছে এবং জাতিগত রুচিবোধ ধ্বংস হচ্ছে।

উপসংহার

সংবর্ধনা হোক গুণের কদর করার মাধ্যম, কোনো ব্যক্তিস্বার্থের হাতিয়ার নয়। আমাদের বুঝতে হবে, টাকার বিনিময়ে 'উপাধি' কেনা যায়, কিন্তু 'শ্রদ্ধা' নয়। অপাত্রে মালা পরানো বন্ধ না করলে সমাজ থেকে প্রকৃত সৃজনশীল মানুষেরা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। প্রবাসে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে এবং দেশে মেধার মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে সংবর্ধনাকে 'সং-এর সাজ' থেকে মুক্ত করে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনা সময়ের দাবি। গুণী ব্যক্তিদের যথাযথ সম্মান জানিয়ে তাদের অনুপ্রাণিত করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি সস্তা 'সং' সাজানো বন্ধ করাও আমাদের জাতীয় দায়বদ্ধতা।

নিউ ইয়র্কের উত্তরাঞ্চলে আবারো বরফবৃষ্টি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রবিবার রাতের পূর্বাভাস

রবিবার রাতে অঞ্চলে বরফবৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে এবং সোমবার ভোর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এখনও পর্যন্ত বেশিরভাগ এলাকায় বরফের আস্তরণ খুবই হালকাড় মূলত পাতলা একটি প্রলেপ। রাতের দিকে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়ায় বরফ জমার ঝুঁকি ধীরে ধীরে কমবে এবং বৃষ্টি সাধারণ বৃষ্টিতে রূপ নেবে।

তবে উত্তর-পশ্চিমের দূরবর্তী উপশহরগুলোতে মাটির কাছের ঠান্ডা বাতাস সহজে সরে না যাওয়ায় সেখানে বরফবৃষ্টির প্রভাব কিছুটা বেশি সময় থাকতে পারে। এসব এলাকায় বরফ জমার পরিমাণ এক-দশমাংশ থেকে এক-চতুর্থাংশ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে, যা পিচ্ছিল রাস্তা, গাছ ভেঙে পড়া ও বিদ্যুৎ লাইনের ক্ষতির কারণ হতে পারে।

সোমবারের আবহাওয়া

সোমবার ভোরের মধ্যে তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রির ঘর থেকে বেড়ে ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছাবে। ফলে সকালের মধ্যেই সব এলাকায় বরফবৃষ্টি পুরোপুরি সাধারণ বৃষ্টিতে পরিণত হবে। দুপুরের দিকে কিছু সময়ের জন্য ভারী বৃষ্টি হতে পারে, এরপর ধীরে ধীরে আকাশ পরিষ্কার হবে।

আকাশ পরিষ্কার হওয়ার আগে তাপমাত্রা অল্প সময়ের জন্য ৫০ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে, ফলে জমে থাকা তুষার গলে যাবে।

তবে সোমবার সন্ধ্যার পর আবারও আর্কটিক ঠান্ডা বাতাস এর সঙ্গে বাড়বে ঝোড়ো হাওয়া। সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত দফায় দফায় ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৫০ মাইল বেগে হাওয়া বইতে পারে। ফলে তীব্র শীত অনুভূত হবে, উইন্ডচিল নেমে যেতে পারে কিশোর ও এক অঙ্কের তাপমাত্রায়।

এই তীব্র শীত নতুন বছরের শুরু পর্যন্ত বজায় থাকতে পারে।

শুনানী ছাড়াই আশ্রয় মামলা খারিজের উদ্যোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অধীনে। এসব আদালতে সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস)।

প্রশাসনের নতুন কৌশলের অংশ হিসেবে আইসের আইনজীবীরা বিচারকদের কাছে অনুরোধ করছেন, আশ্রয় আবেদনের মূল বিষয় শুনানি ছাড়াই মামলা খারিজ করতে। এসব আবেদনকে বলা হচ্ছে "প্রিটারমিট মোশন"। এতে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যেসব আশ্রয়প্রার্থী নিজ দেশে নিপীড়নের আশঙ্কার কথা বলেছেন, তারা চাইলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে করা "সেফ থার্ড কান্ট্রি" চুক্তির আওতায় অন্য দেশে গিয়ে আশ্রয় চাইতে পারেন।

আদালত নথি ও অভিবাসন আইনজীবীদের সাক্ষাৎকার অনুযায়ী, আইস ইতোমধ্যে গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, ইকুয়েডর ও উগান্ডার মতো দেশে আশ্রয়প্রার্থীদের পাঠানোর নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেছে। এসব আবেদন মঞ্জুর হলে সংশ্লিষ্ট আশ্রয় মামলা বাতিল হয়ে যাবে এবং আপিল না হলে দ্রুত বহিষ্কারের পথ খুলে যাবে।

ট্রাম্প প্রশাসনের ভাষ্য, এই উদ্যোগের লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রয় ব্যবস্থার অপব্যবহার ঠেকানো। প্রশাসনের দাবিড়বাইডেন প্রশাসনের সময় দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে প্রবেশ করা অনেক অভিবাসী মূলত অর্থনৈতিক কারণে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন এবং আশ্রয় ব্যবস্থাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছেন।

এ বিষয়ে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এক বিবৃতিতে বলেছে, "যুক্তরাষ্ট্র থেকে অবৈধ অভিবাসীদের দ্রুত অপসারণই আমাদের লক্ষ্য, তবে একই সঙ্গে নিশ্চিত করা হচ্ছে যে তারা আইনের আওতায় সব প্রক্রিয়া ইমিগ্রেশন জজের শুনানিসহ পাচ্ছেন।"

তবে অভিবাসন আইনজীবীরা বলছেন, এই পদক্ষেপে প্রকৃত রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার আশ্রয়প্রার্থীরাও মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়ছেন। ইরান, নিকারাগুয়া ও রাশিয়া থেকে আসা একাধিক আশ্রয়প্রার্থীর মামলা এই নীতির আওতায় বাতিলের মুখে পড়েছে বলে অভিযোগ।

হিউস্টনের অভিবাসন আইনজীবী পল পিরেলা বলেন, "প্রশাসনের দৃষ্টিতে পুরো আশ্রয় ব্যবস্থা একটি সমস্যা, কারণ এটি দ্রুত বহিষ্কারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষকে এমন দেশে আশ্রয় চাইতে বাধ্য করা হচ্ছে, যেখানে তারা কখনোই যাননি। কার্যত বলা হচ্ছে 'হাল ছেড়ে দাও।"

আটলান্টার আইনজীবী আদ্রিয়ানা হেফলি জানান, তার এক ইরানি মক্কেলকে শুনানির মাত্র চার দিন আগে উগান্ডায় পাঠানোর আবেদন জানানো হয়। শেষ মুহূর্তে তাকে প্রমাণ করতে হয়, উগান্ডাতেও তিনি নিরাপদ নন। শেষ পর্যন্ত বিচারক সরকারের আবেদন নাকচ করেন।

নিউইয়র্কের আইনজীবী ডেভিড ট্রাইস্টার জানান, "তার এক রুশ মক্কেল ও তার চার বছরের শিশুকে উগান্ডায় পাঠানোর চেষ্টা চলছে। যারা নিয়ম মেনে আদালতে হাজির হচ্ছেন, কাগজপত্র জমা দিচ্ছেনড় তাদেরই এখন ন্যায্য প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।"

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা 'সংকটময়'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

খালেদা জিয়া গত ২৩ নভেম্বর থেকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গত শনিবার দিবাগত রাতে মেডিকেল বোর্ডের সদস্য ও বিএনপি নেতা এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছিলেন, খালেদা জিয়া সংকটময় মুহূর্ত পার করছেন। রোববার জানতে চাইলে মেডিকেল বোর্ড সূত্র একই কথা বলেছে।

এদিকে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে দলের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ও চিকিৎসক রফিকুল ইসলাম বলেন, 'ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) অবস্থা আগের মতোই; তিনি দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকায় তাঁর "হসপিটাল ওরিয়েন্টেড ইনফেকশন" (সংক্রমণ) নিয়ন্ত্রণ করতে চিকিৎসকেরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন।'

৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনির জটিলতাসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে গত ২৩ নভেম্বর দ্রুত তাঁকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। মেডিকেল বোর্ডের দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসা চলছে। চলতি মাসের শুরুর দিকে খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো না থাকায় বিদেশ নেওয়া সম্ভব হয়নি।

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে শনিবার মধ্যরাতে করা ব্রিফিংয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য জাহিদ হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, 'স্বাভাবিকভাবেই ওনার (খালেদা জিয়া) অবস্থার উন্নতি হয়েছে, এ কথা বলা যাবে না।...ওনার (খালেদা জিয়া) অবস্থা অত্যন্ত জটিল এবং উনি একটা সংকটময় মুহূর্ত পার করছেন।'

এই চিকিৎসক বলেন, 'সত্যিকার অর্থে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২৩ নভেম্বর এখানে (এভারকেয়ার হাসপাতাল) ভর্তি হয়েছেন; ভর্তি হওয়ার পরবর্তীতে ওনার (খালেদা জিয়া) শারীরিক অবস্থার বেশ অবনতি হয়েছিল।' তিনি জানান, শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণে খালেদা জিয়াকে কেবিন থেকে সিসিইউ (করোনারি কেয়ার ইউনিট) এবং সেখানে থেকে পরে আইসিইউতে (নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্র) নেওয়া হয়।

দেশি-বিদেশি চিকিৎসকেরা বিএনপির চেয়ারপারসনকে চিকিৎসা দিচ্ছেন উল্লেখ করে চিকিৎসক জাহিদ হোসেন আরও বলেন, খালেদা জিয়ার পুত্রবধূ চিকিৎসক জুবাইদা রহমান তাতে যুক্ত রয়েছেন।

এদিকে জুবাইদা রহমান রবিবার রাত আটটার কিছু পরে খালেদা জিয়াকে দেখতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান। এর কিছুক্ষণ পর যান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমানের শাশুড়ি ইকবাল মান্দ বানু। খালেদা জিয়ার বড় বোন সেলিনা ইসলামও গতকাল তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান।

মাকে দেখতে হাসপাতালে তারেক রহমান

খালেদা জিয়াকে দেখতে রবিবার রাত ১০টা ৫৭ মিনিটে হাসপাতালে যান তাঁর ছেলে ও দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। মাকে দেখে ও তাঁর চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়ে রাত ১২টা ৯ মিনিটে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যান তিনি। তারেক রহমান ১৭ বছর পর গত বৃহস্পতিবার লন্ডন থেকে দেশে ফেরেন। ওই দিনই মাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন তিনি। এরপর গত শনিবারও হাসপাতালে গিয়েছিলেন তারেক রহমান।

বড় দলে বিলীন ছোটরা

২-এর পৃষ্ঠায় পর

সংশোধন করেছে নির্বাচন কমিশন। সে অনুযায়ী, অন্য দলের সঙ্গে জোট করলেও নিজের দলের প্রতীকে নির্বাচন করতে হবে প্রার্থীকে।

পুরোনো সুযোগ বহাল রাখার জন্য ইসিতে চিঠি দিয়েছিল বিএনপিসহ তাদের শরিকেরা। কিন্তু কাজ হয়নি। অনড় থাকে ইসি। ফলে ছাড় দেওয়া আসনে ধানের শীষ না থাকলে বিরোধীদের বিজয়ের সম্ভাবনা থাকায় শরিকদের আসন ছাড়ে অনমনীয় হয় বিএনপি। এ কারণে আসন ছাড়ের নিশ্চয়তার জন্যই বিএনপিতে যোগ দিয়ে ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন ছোট দলের নেতারা।

কিন্তু এভাবে নিজের দল বিলুপ্ত করে বড় দলে যোগ দেওয়াকে নিন্দনীয় বলে মনে করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আল মাসুদ হাসানুজ্জামান। তিনি বলেন, জনগণের কাছে তাঁদের যে একটা অঙ্গীকার ছিল, মতাদর্শ ছিল, সেগুলোকে উপেক্ষা করে তাঁরা এমনটা করছেন। তাঁদের সাংগঠনিক দৃঢ়তার অভাবে এমনটা হতে পারে। আবার একধরনের জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন বলেই এ ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন। জনগণ এসব উদ্যোগ পছন্দ করবে না।

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সৈয়দ সিরাজুল হুদা জাতীয় দল গঠন করেছিলেন। ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনও করেছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পরে দলের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন ছেলে সৈয়দ এহসানুল হুদা। তিনি দাবি করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে ছাত্রদলের রাজনীতি করতেন। এহসানুল হুদা বলেন, 'আমার রাজনীতি শুরু বিএনপি থেকে। এখন ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে এলাম। মাঝখানে কিছুটা দিন আমি বাবার দলটা করেছি।'বাংলাদেশ এলডিপির চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন সেলিমের দাবি, নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেই দল বিলুপ্ত করে তিনি বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'নেতা-কর্মীরা বলছেন, আমি বিএনপিতে যোগ দিলে তাঁরাও যোগ দেবেন। সবাই আগ্রহ প্রকাশ করায়, আর দলে বিকল্প নেতৃত্ব না থাকায় বিলুপ্ত করেছি।'

জানতে চাইলে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'এসব ঘটনায় অবাক হওয়ার মতো কিছু দেখি না। আমাদের রাজনীতিতে রাজনৈতিক দর্শন বা মতাদর্শ কখনো কাগুজে ফাঁকা বুলির ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি।'

সর্বশেষ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৪ দলীয় জোটের শরিকদের ছয়টি আসনে ছাড় দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। হাসানুল হক ইনুর নেতৃত্বাধীন জাসদ তিনটি, ওয়ার্কার্স পার্টি দুটি এবং জাতীয় পার্টি (জেপি) একটি আসনে নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করেছিল। কিন্তু সেখানে নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করেও হাসানুল হক ইনু, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, ফজলে হোসেন বাদশা আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। নৌকা নিয়ে রাশেদ খান মেনন ও জাসদের রেজাউল করিম তানসেন বিজয়ী হয়েছিলেন। বাকিটাতেও নৌকা নিয়ে হেরেছিলেন জাসদের প্রার্থী। গত চারটি জাতীয় সংসদে দলগুলোর প্রতিনিধি থাকলেও সাংগঠনিকভাবে শক্তি অর্জন করতে পারেনি।

জামায়াতের সঙ্গে সমঝোতা; সংকটে এনসিপি

৩-এর পৃষ্ঠায় পর

বিএনপি ও জামায়াতের বাইরে আলাদা জোট গঠনের চিন্তা থেকে মধ্যপন্থী আলাদা জোট করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই উদ্যোগে গণতন্ত্র মঞ্চকে যুক্ত করার প্রচেষ্টা ছিল। পরে কেবল এনসিপি, এবি পার্টি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়ে জোট হয়। 'গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট' নামে ৭ ডিসেম্বর এই ত্রিদলীয় জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

কিন্তু ভোটের রাজনীতির হিসাব-নিকাশ মেলাতে গিয়ে এনসিপি বড় দুই দলের কোনো একটির সঙ্গে আসন সমঝোতাকে গুরুত্ব দেয়। বিএনপির সঙ্গে সমঝোতার সম্ভাবনা কমে আসার পর সম্প্রতি এনসিপি জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হয়। এরপর সদ্য গঠিত ত্রিদলীয় জোটও ভাঙনের মুখে পড়েছে। বিএনপি ও জামায়াতের সঙ্গে আসন সমঝোতার এই প্রচেষ্টায় এনসিপির পাশাপাশি এবি পার্টির নামও আলোচনায় এসেছে। কিন্তু তাদের জোটের আরেক শরিক রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জামায়াত বা বিএনপির সঙ্গে যেতে রাজি নয়।

সমঝোতা প্রায় চূড়ান্ত : এদিকে জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির সমঝোতা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে বলে জানিয়েছেন দলটির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের দুজন নেতা। তাঁরা বলেন, বিএনপির সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। জামায়াতের সঙ্গেও বিভিন্ন সময়ে কথা হয়েছিল। তবে সম্প্রতি জামায়াতের সঙ্গে সমঝোতার আলোচনা একটা উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে আসে। ভোটের রাজনীতির নানা দিক বিবেচনা করে এনসিপির শীর্ষ নেতৃত্ব জামায়াতের সঙ্গেই সমঝোতায় যাওয়ার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেন।

এনসিপির নেতা ও আগামী নির্বাচনে একজন সম্ভাব্য প্রার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ইতিমধ্যে তাঁকে জানিয়েছেন, জামায়াতের সঙ্গে সমঝোতায় যাওয়ার বিষয়টি প্রায় চূড়ান্ত।

সংশ্লিষ্ট অপর একটি সূত্র জানায়, আসন সমঝোতা নিয়ে গত শুক্রবার রাতেও ঢাকায় জামায়াতের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের সঙ্গে এনসিপির প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। সেখানে আসন বণ্টন নিয়েও আলোচনা হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেন, 'সংস্কার বাস্তবায়নকে প্রধানত গুরুত্ব দিয়ে এনসিপি ও জামায়াতের সমঝোতার আলোচনা চলমান। কিছু রাজনৈতিক প্রশ্ন, করণীয় ও পারিপার্শ্বিক বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছে। এ ছাড়া সম্ভাব্য আসনবিন্যাস নিয়েও আলোচনা হচ্ছে।'

৩০ আসন নিয়ে আলোচনা : দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এনসিপির পক্ষ থেকে জামায়াতের কাছে ৫০টি আসন চাওয়া হয়েছিল। জামায়াত ৩০টি আসনে ছাড় দেওয়ার কথা বলেছে। আলোচনার পর এনসিপি বিষয়টি অনেকটা মেনে নিয়ে সম্ভাব্য ৩০ জন প্রার্থীর একটি খসড়া তালিকাও তৈরি করে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, সমঝোতা আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত হলে ঢাকা-১১ আসনে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও রংপুর-৪ আসনে দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেন ছাড় পাবেন। কেন্দ্রীয় অন্য নেতাদের মধ্যে কুমিল্লা-৪ আসনে হাসনাত আবদুল্লাহ, পঞ্চগড়-১ আসনে সারজিস আলম, ঢাকা-১৬ আসনে আরিফুল ইসলাম আদীব, ঢাকা-১৮ আসনে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এবং নোয়াখালী-৬ আসনে আবদুল হান্নান মাসউদ জামায়াতের সমর্থন পেতে পারেন। আরও যেসব আসনে জামায়াতের সঙ্গে সমঝোতা চূড়ান্ত হতে যাচ্ছিল, তার মধ্যে ঢাকা-৯ আসনে তাসনিম জারার নামও ছিল। এরই মধ্যে তাসনিম জারা গতকাল সন্ধ্যায় দল থেকে পদত্যাগ করে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করার ঘোষণা দেন। একই সময়ে ৩০ নেতা জামায়াত প্রশ্নে দলীয় প্রধানকে স্মারকলিপি দেন। এর মধ্য দিয়ে জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা প্রশ্নে এনসিপিতে নতুন সংকটের প্রকাশ পায়।

আসিফের নাম আছে, মাহফুজের নেই

এদিকে এনসিপির একজন দায়িত্বশীল নেতা জানান, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার এনসিপিতে যোগদান নিয়ে আলোচনা চলছে। গত ৯ নভেম্বর তিনি ঢাকা-১০ সংসদীয় আসনের ভোটার হওয়ার জন্য আবেদন করেন। ২২ ডিসেম্বর তিনি এই আসনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। গতকাল শনিবার কুমিল্লা-৩ আসন থেকেও তাঁর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন এক ব্যক্তি। জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির সম্ভাব্য সমঝোতার আলোচনায় প্রার্থী হিসেবে আসিফ মাহমুদের নামও রয়েছে বলে জানা গেছে।

তবে এই আলোচনায় মাহফুজ আলমের নাম নেই। সদ্য পদত্যাগ করা এই উপদেষ্টা নির্বাচন করবেন কি না, করলে কোনো দল থেকে করবেন নাকি স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেনড়এসব বিষয়ে গতকাল পর্যন্ত নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

১০ ডিসেম্বর এনসিপি ১২৫টি সংসদীয় আসনে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করেছিল। বাকি আসনগুলোতে এনসিপি প্রার্থী দেয়নি। তবে জামায়াতের সঙ্গে আসন সমঝোতায় গেলে নির্ধারিত ৩০টির বাইরে অন্যান্য আসনে এনসিপি প্রার্থী দেবে না বলে দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা জানিয়েছেন।



তাসনিম জারা, তাজনূভা জাবীন ও মনিরা শারমিন (ওপরে বাঁ থেকে) এবং সামান্থা শারমিন, নুসরাত তাবাসুম ও নাহিদা সারোয়ার নিভা (নিচে বাঁ থেকে)

অভ্যুত্থানের নারী মুখগুলো কেন এনসিপি নিয়ে ক্ষুব্ধ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন জোটে যাওয়ার বিষয়ে আপত্তি থাকায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্য সচিব তাসনিম জারার পর এবার দল ছেড়েছেন যুগ্ম আহ্বায়ক তাজনূভা জাবীন। তাসনিম জারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোটে লড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তবে তাজনূভা নির্বাচন করবেন না বলে জানিয়েছেন।

আবার দল ছাড়ার ঘোষণা না দিলেও নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন। এ ছাড়া নির্বাচনকালে দলীয় কার্যক্রমে নিষ্ক্রিয় থাকার ঘোষণা দিয়েছেন আরেক যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুম। আর জামায়াতের সঙ্গে আসন সমঝোতার সিদ্ধান্তকে আত্মঘাতী বলে মন্তব্য করেছেন দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্থা শারমিন। এই তরুণ নারীরা জুলাই গণঅভ্যুত্থান থেকে উঠে আসা মুখ। জামায়াত নিয়ে তাদের এই অবস্থান জুলাইয়ের তরুণদের নেতৃত্বে গড়া নতুন দল এনসিপির জন্য বড় ধাক্কা। আগামী ফেব্রুয়ারির ভোট দলটির জন্য প্রথম জাতীয় নির্বাচন।

এনসিপি সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের বাসায় বৈঠকে অংশ নেন ছয় নেত্রী। তারা হলেন জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্থা শারমিন, যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন, নুসরাত তাবাসুম, তাজনূভা জাবীন, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্য সচিব তাসনিম জারা ও নাহিদা সারোয়ার নিভা। বৈঠকে তারা প্রায় চূড়ান্ত হওয়া জামায়াত-এনসিপি আসন সমঝোতা নিয়ে আপত্তি জানান।

বৈঠক সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এনসিপির শীর্ষ কয়েকজন নেত্রী জামায়াতের সঙ্গে জোটের বিষয়ে সরাসরি বিরোধিতা করেন। বৈঠকে তারা জামায়াতের সঙ্গে জোট হলে একযোগে পদত্যাগের হুমকি দেন। তারা বিএনপির সঙ্গে জোট করা অথবা এককভাবে নির্বাচনের জন্য চাপ দেন।

গত শনিবার জামায়াতের সঙ্গে জোটে আপত্তি জানিয়ে নাহিদ ইসলামকে চিঠি দেন এনসিপির ৩০ নেতা। এর মধ্যে কয়েকজন নারীও রয়েছেন। চিঠিতে নেতারা তাদের আপত্তির ভিত্তি হিসেবে এনসিপির ঘোষিত আদর্শ, জুলাই গণঅভ্যুত্থান-সম্পর্কিত ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা এবং গণতান্ত্রিক নৈতিকতার কথা তুলে ধরেন। অভিযোগ করা হয়, জামায়াত এবং তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির এনসিপির নারী সদস্যদের বিরুদ্ধে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে চরিত্র হননের চেষ্টা করে আসছে। পাশাপাশি চিঠিতে বলা হয়, 'জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ইতিহাস, বিশেষ করে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকা, গণহত্যায় সহযোগিতা এবং সে সময় সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধ প্রশ্নে তাদের অবস্থান বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চেতনা ও আমাদের দলের মূল্যবোধের সঙ্গে মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক।'

এনসিপির কয়েকজন নেতা জানান, নারীদের কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, জামায়াতের সঙ্গে জোট হলে ভবিষ্যতে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ আরও কঠিন হয়ে যাবে। এরই মধ্যে গতকাল সংবাদ সম্মেলন করে জামায়াতের সঙ্গে তাদের আসন সমঝোতার বিষয়টি জানান নাহিদ ইসলাম।

রাজনীতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, নারীদের বিষয়ে জামায়াতের দলগত অবস্থান নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। এনসিপির নারী নেত্রীদের বর্তমান অবস্থান জামায়াতকে আবার প্রশ্নের মুখে ফেলল।

পদত্যাগ করে ভোটে তাসনিম জারা

গত শনিবার রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এনসিপি থেকে পদত্যাগের কথা জানান তাসনিম জারা। এর আগে সন্ধ্যা ৭টার দিকে দলটির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তথ্যটি জানান তিনি। তবে কী কারণে তিনি পদত্যাগ করছেন, সে বিষয়ে কিছু বলেননি। এ বিষয়ে সমকাল জানতে চাইলেও তিনি মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এনসিপি সূত্র জানায়, জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনী জোট করায় অসন্তুষ্ট হয়ে তাসনিম জারা পদত্যাগ করেছেন। তিনি ঢাকা-৯ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন। এই লক্ষ্যে গতকাল তিনি তাঁর পক্ষে ওই আসনের ভোটারদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন।

তাজনূভা জাবীনের পদত্যাগ

গতকাল সকালে দল থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন যুগ্ম আহ্বায়ক তাজনূভা জাবীন। তিনি নির্বাচনে অংশ নেবেন না বলেও জানান। তাঁর ঢাকা-১৭ আসন থেকে এনসিপির হয়ে নির্বাচন করার কথা ছিল। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে দীর্ঘ পোস্ট দিয়েছেন তাজনূভা। সেখানে বলেছেন, এনসিপিকে বিদায় জানালেও রাজনীতি ছাড়বেন না তিনি।

সরে গেলেন মনিরা শারমিন

দল থেকে পদত্যাগ না করলেও নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন। রোববার সন্ধ্যায় ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ ঘোষণা দেন। মনিরা শারমিন সমকালকে বলেন, একটি মধ্যপন্থি রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা বলার পর এ ধরনের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার মতো নয়। এটি সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণার শামিল। তিনি বলেন, 'আমি দলের সঙ্গে এখনও আছি, পদত্যাগের সিদ্ধান্ত আপাতত নেই।'

নিষ্ক্রিয় থাকার ঘোষণা নুসরাত তাবাসসুমের

নির্বাচনের সময় দলীয় কার্যক্রমে নিষ্ক্রিয় থাকার ঘোষণা দিয়েছেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুম। গতকাল রাত ১০টার দিকে ফেসবুক পেজে তিনি এ সিদ্ধান্তের কথা জানান। নুসরাত কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনে এনসিপি থেকে প্রার্থী হয়ে নির্বাচন করতে দলীয় মনোনয়ন কিনেছিলেন। তাঁর বাড়ি দৌলতপুর উপজেলায়।

ফেসবুকে নুসরাত লিখেছেন, 'জামায়াতে ইসলামীসহ ১০-দলীয় জোটে শর্তসাপেক্ষে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমি মনে করি এনসিপির সর্বোচ্চ নেতা এবং নীতিনির্ধারকরা দলের মূল বক্তব্য ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ঢাকা-১৭ আসনে নির্বাচন করবেন তারেক রহমান



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৭ আসন থেকে নির্বাচন করবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ জন্য তাঁর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

রোববার বেলা ১১টা ২৬ মিনিটে বিএনপির মিডিয়া সেলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এই তথ্য জানানো হয়।

ফেসবুক পোস্টে বলা হয়, রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় থেকে বেলা ১১টায় তারেক রহমানের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়। মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন বিএনপির চেয়ারপারসনের একান্ত সচিব এ বি এম আবদুস সাত্তার।

ঢাকার ২০টি আসনের মধ্যে যে ৩টি বিএনপি ফাঁকা রেখেছিল, তার মধ্যে ঢাকা-১৭ আসনও ছিল।

গুলশান-বনানী, বারিধারার মতো অভিজাত এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা-১৭ আসন। এই আসনে বিএনপির জোটসঙ্গী হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান আন্দালিভ রহমান পার্থের নির্বাচন করার কথা শোনা যাচ্ছিল।

বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার ঢাকা-১৭ আসনের ভোটার হওয়ার জন্য আবেদন করেন তারেক রহমান। এর মধ্যে বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতারা তাঁকে ঢাকা-১৭ আসন থেকে নির্বাচন করার জন্য অনুরোধ করেন। বিষয়টি জানার পর তারেক রহমানকে সম্মান জানিয়ে ঢাকার এই আসন ছেড়ে ভোলা-১ আসন থেকে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান আন্দালিভ রহমান পার্থ।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বগুড়া-৬ সংসদীয় আসন থেকেও নির্বাচন করবেন।

তারেক রহমানের ওপর সবার দৃষ্টি

জনগণের প্রত্যাশা পাহাড়সম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক কূটনীতিক ও মানবাধিকারকর্মী এলিয়ানর রুজভেল্টের মতে, 'একজন ভালো নেতা মানুষকে নেতার ওপর আস্থা রাখতে অনুপ্রাণিত করেন। কিন্তু একজন মহান নেতা মানুষকে নিজের ওপর আস্থা রাখতে অনুপ্রাণিত করেন।' সাবেক মার্কিন ফার্স্ট লেডির এই উক্তির সূত্র ধরেই বলতে হয়, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফেরার পর জনমনে এক ধরনের ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে। মানুষ তার ওপরে আস্থা রেখেছেন। অনেকেই তাকে এই মুহূর্তে দেশের রাজনীতিতে একমাত্র বিকল্প হিসাবেই দেখছেন। কারণ ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগ পালিয়ে গেছে। দলটির কার্যক্রমও নিষিদ্ধ। অন্যদিকে জামায়াত বড় দল হলেও নির্বাচনে তারা ক্ষমতায় আসতে পারবেন কিনা-তা নিশ্চিত নয়। বরং কোনো কোনো ইস্যুতে দলটিকে নিয়ে জনমনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় দল হিসাবে বিএনপি ও তারেক রহমানকে ঘিরেই প্রত্যাশা বেশি। তবে তিনি কতখানি সক্ষম হবেন সেই প্রত্যাশা পূরণে ইতোমধ্যেই সে আলোচনা শুরু হয়েছে।

ইংরেজ কবি ও নাট্যকার শেকসপিয়ার বলেছেন, প্রত্যাশা সব মর্মবেদনার কেন্দ্রবিন্দু। তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, দেশে দীর্ঘদিন ধরে চলা রাজনৈতিক শূন্যতার মধ্যে তারেক রহমানের দেশে ফেরা মানুষের মধ্যে নতুন করে আশার সঞ্চার করেছে। তিনি রাজনৈতিক নেতা হিসাবে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য। রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ মনে করেন, তারেক রহমানকে তার পিতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং মা বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শের প্রতি অটল থেকে কাজ করতে ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



খালেদা জিয়ার আসনগুলোতে বিকল্প প্রার্থী প্রস্তুত রাখা হয়েছে

৩-এর পৃষ্ঠায় পর

রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। এরপর কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরীর পদ স্থগিত করা হয়। একই সঙ্গে গোলাম আকবর খন্দকারের নেতৃত্বাধীন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়। গোলাম আকবর এ কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন।

বিএনপির দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানিয়েছে, সম্প্রতি দলীয় প্রার্থীদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মতবিনিময় সভায় গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে ডাকা হয়নি। ২০ ডিসেম্বর ওই মতবিনিময় সভা হয়।

চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া) আসনটি ফাঁকা রাখা হয়েছিল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান অলি আহমদের ছেলে ওমর ফারুকের জন্য। গতকাল অলি আহমদের দল জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন জোটে যুক্ত হয়েছে। আসনটিতে বিএনপি সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জসিমউদ্দিনকে প্রার্থী করেছে। এর আগে চট্টগ্রাম-৪ আসনে কাজী সালাহউদ্দিনের পরিবর্তে আসলাম চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

এ ছাড়া চট্টগ্রাম-১০ আসন থেকে সরিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে চট্টগ্রাম-১১ (ডবলমুরিং, পাহাড়তলী, হালিশহর ও খুলশী) আসনে প্রার্থী করা হয়েছে। চট্টগ্রাম-১০ আসনে (বন্দর-পতেঙ্গা) বিএনপির প্রয়াত ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমানের ছেলে সাঈদ আল নোমানকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

গতকাল বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসনে বিএনপির নেতা মীর শাহে আলমকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এই আসন গণতন্ত্র মঞ্চের শরিক দল নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমানকে দেওয়া হয়। তাঁর ঋণখেলাপি-সংক্রান্ত জটিলতা রয়েছে, যা এখনো আদালতে বিচারাধীন।

এ ছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (আখাউড়া-কসবা), মুন্সিগঞ্জ-২ (টঙ্গিবাড়ী-লৌহজং) ও মুন্সিগঞ্জ-৩ (সদর ও গজারিয়া) আসনেও প্রার্থী পরিবর্তন করা হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনে সাবেক সচিব মুশফিকুর রহমানের পরিবর্তে কবির আহমেদ ভূঁইয়াকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তিনি তারেক রহমানের একান্ত সহকারী আবদুর রহমান সানির ভাই। মুন্সিগঞ্জ-২ আসনে এক্মি গ্রুপের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান সিনহাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। তাঁর পরিবর্তে বিএনপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব আবদুস সালাম আজাদকে প্রার্থী করা হয়েছে।

অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান গত শনিবার পদত্যাগ করেছেন। তাঁকে ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। আসনটি ফাঁকা রাখা হয়েছিল। নড়াইল-২ আসনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলামের পরিবর্তে ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান ফরহাদকে প্রার্থী করা হয়েছে।

এ ছাড়া যশোর-১ (শার্শা), যশোর-৫ (মনিরামপুর) ও যশোর-৬ (কেশবপুর) আসনের প্রার্থী পরিবর্তন করা হয়েছে। এর মধ্যে যশোর-১ আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় সাবেক দপ্তর সম্পাদক মফিকুল হাসানকে বাদ দিয়ে শার্শা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান লিটনকে, যশোর-৫ আসনে ইকবাল হোসেনের পরিবর্তে বাংলাদেশ জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব মুফতি রশীদ বিন ওয়াক্কাসকে, যশোর-৬ আসনে ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি কাজী রওনকুল ইসলামের পরিবর্তে কেশবপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেনকে আজাদ মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

মাদারীপুর ১ আসনে (শিবচর) কামাল জামাল মোল্লার পরিবর্তে নাদিরা আক্তারকে মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি।

১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি দুই দফায় ২৭২ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে। পরে মিত্র ও শরিকদের আরও ১৫টি আসন ছাড় দেওয়া হয়। বাকি ১৩টি আসনেও মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়। কিন্তু তাঁদের নাম ঘোষণা করা হয়নি।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী গত রাতে প্রথম আলোকে বলেন, 'আমার জানামতে ৩০০ আসনের মনোনয়নই চূড়ান্ত। প্রতিদিন একজন-দুজন করে মনোনয়ন দেওয়ার কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা যায়নি।'

প্রার্থী পরিবর্তনের বিষয়ে আমীর খসরু বলেন, এটা নতুন কিছু নয়। সব নির্বাচনেই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগমুহূর্তেও পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন কারণে এ পরিবর্তন করতে হয়।

কঠোর হচ্ছে 'ভাওয়া' ইমিগ্রেশন আবেদন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্ভর না করেই যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ স্থায়ী বসবাসের আবেদন করার সুযোগ দেয়। এতদিন এই আইনের আওতায় ভুক্তভোগীরা তুলনামূলকভাবে নমনীয় প্রমাণ উপস্থাপন করেই 'সেল্ফ-পিটিশন' করতে পারতেন।

কিন্তু হঠাৎ করেই ট্রাম্প প্রশাসন এই কর্মসূচির নিয়মে বড় পরিবর্তন এনেছে। ফেডারেল সরকারের নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, 'ভি এ ডব্লিউ এ' আবেদনে এখন আরও কঠোর ও 'প্রাইমারি এভিডেন্স' অর্থাৎ শক্ত প্রমাণ জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এর মধ্যে থাকতে পারে ফোন রেকর্ড, একসঙ্গে বসবাসের প্রমাণ হিসেবে লিজ বা ভাড়ার চুক্তি, ছবি কিংবা অন্যান্য নথি।

অভিবাসন আইনজীবীরা বলছেন, এই পরিবর্তন শুধু নতুন আবেদনকারীদের জন্য নয় এর প্রভাব পড়বে ইতোমধ্যে জমা দেওয়া এবং প্রক্রিয়াধীন হাজার হাজার মামলার ওপরও।

দক্ষিণ ফ্লোরিডার অভিবাসন আইনজীবী প্যাট্রিসিয়া এলিজে বলেন, "অনেক ভুক্তভোগীর পক্ষেই এসব কাগজপত্র জোগাড় করা সম্ভব নয়। অনেক সময় নির্যাতনকারীই এসব নথি নিজের কাছে রেখে দেয় বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুক্তভোগীকে সেগুলো থেকে বঞ্চিত করে।"

সিবিএস নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এক ভুক্তভোগী নারী যিনি নিরাপত্তার কারণে নিজের পরিচয় গোপন রেখে বলেছেন, তিনি ২০১৮ সালে একজন আমেরিকান নাগরিককে বিয়ে করেছিলেন। তবে সেই সম্পর্ক দ্রুতই ভয়াবহ নির্যাতনে রূপ নেয়। তার ভাষায়, "সে আমাকে বারবার হুমকি দিত ইমিগ্রেশনে রিপোর্ট করলে আমাকে দেশছাড়া করা হবে।"

২০২৩ সালে তিনি ভি এ ডব্লিউ এ-এর আওতায় আবেদন করেন। নতুন নীতির ফলে এখন তিনি নিশ্চিত নন তার মামলা আদৌ টিকবে কি না।

ফেডারেল সরকারের দাবি, ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ভিএ ডব্লিউ এ আবেদনের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩৬০ শতাংশ। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের মতে, এই হঠাৎ বৃদ্ধিতে জালিয়াতির আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, আর তাই কর্মসূচির 'ইনটেগ্রিটি' রক্ষায় কড়াকড়ি জরুরি।

তবে অভিবাসন অধিকারকর্মীরা এই যুক্তি মানতে নারাজ। তাদের বক্তব্য, এই আইন মূলত ভুক্তভোগীদের সুরক্ষার জন্য জালিয়াতি ঠেকানোর নামে যদি আসল ভুক্তভোগীরাই আবেদন করতে ভয় পান, তাহলে আইনটির মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।

বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, নতুন এই নীতির ফলে অনেক নির্যাতনের শিকার মানুষ সামনে আসতেই ভয় পাবেন, কেউ কেউ হয়তো আবারও নির্যাতনকারীর কাছে ফিরে যেতে বাধ্য হবেন।

আইনজীবীরা পরামর্শ দিচ্ছেন যাদের ভি এ ডব্লিউ এ আবেদন প্রক্রিয়াধীন, অথবা যারা আবেদন করতে চান, তারা যেন অভিজ্ঞ অভিবাসন আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কারণ নতুন এই নিয়ম ভি এ ডব্লিউ এ মামলার ফলাফল আমূল পরিবর্তন হতে পারে।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট



- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.

(Operate by JH office)

Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS
Please

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

Scan & Visit us!

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই

Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.

Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453

Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw. Crow St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার কথা ভাবছেন আতঙ্কিত শিক্ষকেরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর জীবনের দিকে।

যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশ থেকে শিক্ষক নিয়োগ বাড়লেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের 'অভিবাসী হঠাও' নীতি তাঁদের জীবিকার জন্য হুমকি সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি এভাবে শিক্ষককে হারানো শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবেও প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন শিক্ষকেরা।

ওয়াশিংটন ডিসির কমিউনিকিডস প্রি-স্কুলের শিক্ষক সুজানা আল জাজিরাকে বলছিলেন, 'শিক্ষার্থীদের এই খবরটা কীভাবে জানাব ভাবছিলাম। তাদের মধ্যে অনেকের বয়স তিন থেকে চার বছর। আবার অনেকে এত ছোট বিষয়টা বোঝার ক্ষমতা নেই।'

স্প্যানিশ ভাষায় সুজানা বলতে থাকেন, 'এক সপ্তাহের মধ্যে আমি সবকিছু হারালাম। যখন আমি শিক্ষার্থীদের বিদায় জানালাম, তারা জানতে চেয়েছিল কেন। আমি শুধু বলতে পেরেছিলাম, 'আমি কেবল তোমাদের বিদায় বলতে পারি।'

সুজানা স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'কিছু শিশু আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। ওদের কথা ভেবে আমার মন কেঁদে উঠেছিল।'

যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে বিদেশে জন্ম নিয়েছেন এমন শিক্ষক কাজ করছেন, এর সঠিক কোনো হিসাব নেই। তবে ২০১৯ সালে প্রকাশিত জর্জ মেসন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের ৮১ লাখ শিক্ষকের মধ্যে ৮ লাখ ৫৭ হাজার ২০০ জন অভিবাসী। তাঁরা প্রি-স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের নানা শিক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার শুধু ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রি-কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদ পূরণের জন্য ৬ হাজার ৭১৬ জন পূর্ণকালীন শিক্ষককে অস্থায়ী এক্সচেঞ্জ ভিসায় দেশে এনেছে। এর মধ্যে অনেক শিক্ষক ফিলিপাইন থেকে এসেছিলেন, পাশাপাশি জ্যামাইকা, স্পেন ও কলম্বিয়ার মতো দেশ থেকেও অনেকে ছিলেন।

তবে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে অভিবাসীদের জন্য তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা স্কুলগুলোতে বেশ বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে, কেন না তাঁরা অভিবাসী শিক্ষকদের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল।

সুজানার কর্মস্থল কমিউনিকিডস প্রি-স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি রাউল ইচেভারিয়া অনুমান করে বলেন, কমিউনিকিডসের প্রায় ৯০ শতাংশ কর্মী অভিবাসী। এদের মধ্যে নাগরিকত্ব পাওয়া এবং বৈধ অনুমোদনের সঙ্গে কাজ করা অভিবাসী উভয়েই রয়েছেন।

অভিবাসনের বৈধ পথ বাতিলের কারণে কয়েকজন শিক্ষকের চাকরি ঝুঁকির মুখে পড়েছে বলে জানান ইচেভারিয়া।

স্কুলের আরও পাঁচজন শিক্ষকের কাজের ক্ষমতা অস্থায়ী কাজের অনুমতি (Temporary Protected Status, TPS) বাতিল হয়েছে। ইচেভারিয়া জানান, এই পাঁচজন শিক্ষক মূলত ভেনেজুয়েলা থেকে এসেছেন। কিন্তু অক্টোবর মাসে ট্রাম্প প্রশাসন কমিউনিকিডসের শিক্ষকদেরসহ ৩ লাখ ৫০ হাজারেরও বেশি ভেনেজুয়েলার নাগরিকের টিপিএস বাতিল করে।

ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেসের ওয়েবসাইট থেকে জানা গেছে, ২০২৬ সালের ২ অক্টোবর তাদের যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে কাজ করার অনুমোদন শেষ হবে।

কমিউনিকিডস প্রি-স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ইচেভারিয়া বলেন, 'এই শিক্ষকেরা জীবিকার সুযোগ হারিয়েছেন। আর আমার স্কুলে স্প্যানিশ, ফরাসি ও ম্যান্ডারিনের মতো ভাষায় দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে।'

সরকারের এ সিদ্ধান্তে স্কুলগুলো শিক্ষক সংকটে পড়ছে। এরইমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি রাজ্যই ফেডারেল সরকারের কাছে শিক্ষক ঘাটতির তথ্য জানিয়েছে। তবে এ নীতির সমর্থকেরা বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চ চাপ এবং কম বেতন শিক্ষকদের আকর্ষণ ও ধরে রাখাকে কঠিন করে তোলে। ফলে কিছু রাজ্য শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মী সংগ্রহের জন্য বিদেশিদের দিকে ঝুঁকছে।

ইচেভারিয়া জানান, এই নীতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থীদের ওপর পড়েছে। তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। হঠাৎ এক রাতের মধ্যে তারা সেই শিক্ষককে হারায়। তখন তাদের মনের অবস্থা কি হতে পারে!'

তিনি মনে করেন, যখন এই সম্পর্কগুলো ভেঙে যায়, তখন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে ছোট বয়সী শিশুদের মধ্যে।

আমেরিকান এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের ২০২৪ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, শিক্ষকেরা যদি বছরের মধ্যবর্তী সময়ে বিদ্যালয় ছাড়েন, তখন শিশুদের ভাষা দক্ষতা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর প্রভাব শিশুর আত্মসম্মান এবং মানসিক স্থিতিশীলতাকেও ছোঁয়।

কমিউনিকিডস-এ পড়া এক শিশু অভিভাবক মিশেল হাওয়েল জানান, শিক্ষককে হারানো ক্লাসরুমের পরিবেশকেও সংবেদনশীল করে তুলেছে।

তিনি বলেন, 'সেখানে শিক্ষকেরা শুধুমাত্র ছোট শিশুদের শিক্ষক নন। তারা যেন বাড়িতে যুক্ত হওয়া নতুন এক সদস্য।'

তিনি আরও বলেন, 'তারা শিশুদের জড়িয়ে ধরে, অভিভাবকের মতো আগলে রাখে। যখন সেই মানুষগুলো থাকে না, তা শুধু শিশুদের জন্যই নয়, সবার জন্যই মেনে নেওয়া কঠিন।'

স্কুল সাইকোলজিস্ট মারিয়া সি (ছদ্মনাম) বলেন, কোনো প্রিয় ব্যক্তি বা শিক্ষকের হঠাৎ অনুপস্থিতি শিশুর শরীরে কর্টিসল হরমোন বৃদ্ধি করতে পারে, যা বিপদের মুহূর্তে শিশুকে সুরক্ষা দেয়। যখন এই চাপ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তখন একই হরমোন সাহায্যের চেয়ে ক্ষতি করতে শুরু করে। এটি শিশুর স্মৃতি, মনোযোগ এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তিনি যেসব শিশুর সঙ্গে কাজ করেন, তারা এই বহিষ্কার নীতির কারণে সৃষ্ট অস্থিরতার সঙ্গে লড়াই করছে।

মারিয়া বলেন, 'কিছু শিশুর ক্ষেত্রে এটি উদ্বেগের মতো প্রকাশ পায়। অন্যদের ক্ষেত্রে হতাশা বা হঠাৎ রাগের প্রকাশ দেখা যায়। তারা সারাদিন "লড়াই বা পালানো" মোডে থাকে।'

পাঁচ থেকে বারো বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে এটা বেশি দেখা যাচ্ছে বলে জানান তিনি।

জনগণের প্রত্যাশা পাহাড়সম

৭-এর পৃষ্ঠায় পর হবে। রাষ্ট্রচিন্তক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের মতে, অতীতের ভুল ও ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং অভিজ্ঞতার আলোকে তাকে পথ চলতে হবে। সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, যে প্ল্যানের কথা তারেক রহমান বলেছেন, সেটির প্র্যাকটিস এখনই শুরু করতে হবে। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামানের মতে, অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে জনগণের প্রত্যাশা বিশাল। তারা কর্তৃত্ববাদী আচরণ পরিহার চান। তারেক রহমানকে নিয়ে রাজনীতি বিশ্লেষকদের ধারণা আরও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বৃহস্পতিবার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তার দেওয়া বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। বক্তব্যে তিনি দুহাত তুলে আল্লাহর দরবারে দোয়া করে রহমত চেয়েছেন। বলেছেন মহানবীর ন্যায়পরায়ণতার কথা। যে কোনো মূল্যে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার প্রত্যয়ের পাশাপাশি সব ধরনের উসকানির মুখে শান্ত থাকারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, হিন্দুসহ সবাই মিলে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার কথা বলেছেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বলেছেন। তরুণ প্রজন্মকে ইতিবাচক বার্তা দিয়েছেন। দেশ ও মানুষকে নিয়ে পরিকল্পনার বিষয়ে বলেছেন, 'আই হ্যাভ এ প্ল্যান'। বিশ্লেষকরা তার এ বক্তব্যকে রাষ্ট্রনায়কোচিত বলে মন্তব্য করেছেন। জনগণের নেতা হয়ে উঠে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নকেই তারা এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখছেন। এক্ষেত্রে তিনি কতটা সফল হবেন সুধী মহল থেকে সর্বত্র চলছে সেই আলোচনা।

এদিকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিস্ট সরকার বিদায়ের পর বস্তুত বাংলাদেশের রাজনীতি এক ধরনের শূন্যতা তৈরি হয়। সরকারপ্রধান হিসাবে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে শুরু হয় মতবিরোধ। সঙ্গে ছিল মব ভায়োলেন্স ও রাজনৈতিক সহিংসতা। এসব ঘটনা মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ে দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোগুলো ভেঙে পড়েছিল। পুলিশ ছিল সবচেয়ে ভঙ্গুর অবস্থায়। বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনও নানা সুবিধা আদায়ের দাবি নিয়ে মাঠে নামে। বিশৃঙ্খল এই পরিস্থিতি আলোচনা শুরু হয়, এখন তাহলে জনগণের ত্রাণকর্তা কে হবেন? কে এই পরিস্থিতি থেকে দেশকে রক্ষা করবেন? এমন পরিস্থিতির মধ্যে তারেক রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। পরিশীলিত ও ভারসাম্যমূলক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আলোচনায় স্থান করে নেন তিনি। তার দেওয়া বক্তব্য সমাজে এক ধরনের আশার সঞ্চার করেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

জানতে চাইলে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, তারেক রহমান এতদিন ভার্চুয়াল মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে যেসব মেসেজ ও বক্তব্য জাতির উদ্দেশে দিয়েছেন তা আমরা রাজনৈতিক সচেতন সবাইই ওয়াকিবহাল ছিলাম। কথা হলো, দেশে ফেরার পর তিনি নতুন কোনো কথা বলেছেন বা মেসেজ দিয়েছেন কিনা? দেশে ফেরার পর আমি তার বক্তব্যে শক্তিশালী যে ইঙ্গিত পেলাম সেটা হলো দেশকে নিয়ে, দেশের জনগণের জন্য, উনার একটা প্ল্যান আছে। আমার মনে হয় এখন মানুষের প্রধান কৌতূহল বা প্রত্যাশা হলো মানুষ জানতে চায় সেই প্ল্যানটা কী? উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ধরা যাক একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আমার প্রত্যাশা হলো-ভিন্নমতের রাজনীতির গণতান্ত্রিক স্পেস তৈরিতে তিনি কী ভাবছেন সেটা জানা। একজন বেকার হয়তো চাইবেন দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর বেকারত্ব নিরসনে তার পরিকল্পনাটা কী? দেশের ব্যবসায়ীরা ভাববেন হয়রানি, চাঁদাবাজি থেকে তাদের মুক্তি দিতে তারেক রহমানের কার্যকর প্ল্যানটা কি ইত্যাদি।

ড. মাহবুব উল্লাহ : রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. মাহবুব উল্লাহ যুগান্তরকে বলেন, প্রত্যাশা হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে যা যা করা দরকার, সেসব পদক্ষেপ তিনি নেবেন। দ্বিতীয়ত, দেশ শাসনে বা দেশ পরিচালনায় নেতৃত্বে কোনোরকম অসহিষ্ণুতার স্থান থাকবে না। তৃতীয়ত, অভিজ্ঞ মানুষের পরামর্শ শুনে কাজ করবেন। এছাড়া তিনি তার পরিকল্পনার কথা বলেছেন। যদিও এই পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা এখনো কিছু জানি না। তবে এটা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। এটা নিয়ে তিনি সভা-সেমিনারের আয়োজন করতে পারেন। অভিজ্ঞরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন। কারণ তার এই পরিকল্পনা শুধু তার নিজের নয়; এটা জনগণের সম্পত্তি। এখানে জনগণকে সম্পৃক্ত করা উচিত।

তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভঙ্গুর। এটাকে স্বমহিমায় প্রদর্শিত করতে না পারলে দেশের সামনে সমূহ বিপদ আছে। কারণ আমি মনে করি, রাষ্ট্রটা এখন ইংরেজিতে বললে 'ফ্রাগমেন্টেড অ্যান্ড ফ্র্যাক্টিচার্ড'। তার মানে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আমলাতন্ত্র ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। পুলিশ ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। তাদের মধ্যে নানারকম রাজনৈতিক ক্রিয়া এখনো ক্রিয়াশীল রয়েছে। বিচার বিভাগের অবস্থাও তথৈবচ। হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনের পর সেনাবাহিনীর মর্যাদাও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যে বিচার শুরু হয়েছে, তা অব্যাহত রাখা এবং যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যেতে হবে। বিভিআর হত্যাকাণ্ডের বিচারের ব্যবস্থাও করতে হবে। তারেক রহমানকে দলের মধ্যে যারা অবাঞ্ছিত কার্যকলাপে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার নিতে হবে। তিনি বলেন, শেষ কথা হলো, তারেক রহমানকে তার পিতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং তার মা বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শের প্রতি অটল থাকতে হবে।

আবুল কাসেম ফজলুল হক : বাংলা একাডেমির সভাপতি ও সমাজচিন্তক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, দেশে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনীতিতে একটা শূন্যতা আছে। রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা বা রাজনৈতিক বক্তব্য সেই অর্থে ছিল না। এই শূন্যতার মধ্যে তারেক রহমান এসেছেন। তিনি রাজনৈতিক নেতা হিসাবে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছেন। এটা তো আনন্দের কথা। এখন তিনি যা বলেছেন সেটা তো শুধু জনগণের মন জয় করার জন্য নয়। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে এখন তাকে কাজের মধ্য দিয়ে এগুলো প্রমাণ করতে হবে। তিনি যদি সেভাবে দেশবাসীকে নেতৃত্ব দিতে পারেন, তাহলে সেটা আমাদের সবার জন্যই খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে। এখন তার কাজ দিয়ে ধীরে ধীরে প্রমাণ হবে। তিনি আরও বলেন, রাজনীতি করতে গেলে অনেক কঠিন ও কঠোর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অতীতে যারা আমাদের বড় নেতা হয়েছেন, তারা প্রত্যেকে জেল খেটেছেন। নির্যাতন সহ্য করেছেন। আবার জনগণের মধ্যে গিয়ে জনগণের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন।

অন্তর্ভুক্তিমূল বা ইনক্লুসিভ সোসাইটি করার জন্য যা যা করা দরকার সেগুলো অবশ্যই তারেক রহমানের করা উচিত মন্তব্য করে তিনি আরও বলেন, সমাজের সহাবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। অতীতে রাজনীতিবিদরা যেসব ভুল করেছে একই ভুল যদি তিনি করেন তাহলে রাষ্ট্রের জন্য ভালো হবে না। অতীতের ভুল ও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কাজ করতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে। অতীতে যারা আমাদের বড় নেতা হয়েছেন, শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান; তারা প্রত্যেকেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এগিয়েছেন। তাদেরও অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। তারপরও এই তিনজনই আমাদের বড় নেতা।

বদিউল আলম মজুমদার : সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, আসলে এখন তো তারেক রহমানের বিকল্প নেই। তাকেই (তারেক রহমান) বিকল্প হয়ে উঠতে হবে। তাই তারেক রহমানের কাছে মানুষের প্রত্যাশাও অনেক। জনগণ চায় অতীতের অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন সবকিছুর অবসান হোক। মানুষ একটা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ চায়। শুধু ভোটের অধিকার নয়, মানুষের চাওয়া গণতান্ত্রিক উত্তরণ; যেন সামনের দিনে আর কোনো ফ্যাসিবাদের সৃষ্টি না হয়। অতীতেও মানুষ অনেকের কাছে প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু সেগুলো তারা বাস্তবে রূপান্তরিত হতে দেখেনি। তিনি আরও বলেন, এখন তারেক রহমানের কাছেও মানুষের আকাশচুম্বী প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। তাকে সেই লিডার হয়ে উঠতে হবে এবং সেই ধরনের নেতৃত্ব প্রদর্শন করতে হবে। সেটাই এখন তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। তাকে নিজের ঘর থেকেই শুরু করতে হবে। এটা করতে না পারলে কিন্তু তিনি সফল হবেন না। কারণ আগের পলাতক সরকারও তার দিনবদলের সনদের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রত্যাশা তৈরি করেছিল। কিন্তু তাদের কথা ও কাজে মিল ছিল না। তাছাড়া এখন পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। চারদিক থেকে বহু রকম চাপ আছে। ফলে এটা কঠিন। তবে তারেক রহমান সুন্দর বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আই হ্যাভ অ্যা প্ল্যান'। আমি মনে করি-এখন প্রধান কাজ হবে তার প্ল্যানটি প্র্যাকটিস করা।

ড. ইফতেখারুজ্জামান : ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে যারা সরকারি বা বিরোধী দল হিসাবে নির্বাচিত হবেন, তাদের কাছে জনগণের প্রত্যাশা বিশাল। কারণ এ দলগুলো নিজেরাই রক্তক্ষয়ী আন্দোলন করে কর্তৃত্ববাদের পতন ঘটিয়েছে। জনগণ চাইবে নির্বাচিত রাজনৈতিক দলগুলো যেন কর্তৃত্ববাদী আচরণ পরিহার করে সরকার ও জনপ্রতিনিধি যে বাস্তবেই জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য তা নিশ্চিতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর দলীয়করণ থেকে বিরত থাকে। 'সরকারের হাত-পা বেঁধে দেওয়া যাবে না', এই যুক্তিতে আবারও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পেশাগত দেউলিয়াপনার মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহারের বিচারহীনতা অব্যাহত থাকুক-জনগণ এটা আর চায় না।

তিনি আরও বলেন, 'এবার আমাদের পালা' এই চর্চায় যেভাবে ৫ আগস্টের পর থেকেই সারা দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক, আইনপ্রয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলবাজি, দখলবাজি, চাঁদাবাজি, মামলা-বাণিজ্য, ট্যাগ-বাণিজ্য, জামিন-বাণিজ্য, ক্ষমতার লড়াই ও অন্তর্দ্বন্দ্বের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে, দেশের মানুষ তার অবসান চায়। অন্যদিকে রাজনৈতিক ও নির্বাচনি পুঁজি হিসাবে অর্থ, পেশি ও ধর্মের অপব্যবহারের বিপরীতে জনস্বার্থের, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার প্রতিফলন কীভাবে ও কতটুকু হবে, তা নিয়ে জনগণের উদ্বেগের জবাব রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই দিতে হবে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসাবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সম্প্রীতি ও সহাবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি জেন্ডার, জাতি ও গোষ্ঠীগত, সংস্কৃতি ও ভাষাগতসহ বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মানুষের বৈষম্যমুক্ত সম-অধিকারের স্বপ্ন; কী ধর্মান্ধতা ও গরিষ্ঠতন্ত্রের কাছে বরাবরের মতোই জিম্মি হয়ে থাকবে, জনগণের এই জিজ্ঞাসার জবাবও নতুন সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকে শুধু কথায় নয়, কাজের মাধ্যমে দিতে হবে।

লন্ডনে ৪০ শতাংশ বাংলাদেশ-পাকিস্তানি কর্মহীন

প্রথম পৃষ্ঠার পর সর্বোচ্চ।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) দেশটির জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়ের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১৫ লাখ ২০ হাজার শিশু এবারের বড়দিন কাটিয়েছে উপার্জনবিহীন পরিবারে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এই সংখ্যা গত ১৫ বছরের চেয়ে সর্বোচ্চ বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে কর্মহীন সংখ্যা দেড় লাখের চেয়ে বেড়েছে বলে উঠে এসেছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকারি তথ্য বিশ্লেষণ করলে ব্রিটেনের কর্মসংস্থান চিত্রে এক চরম জাতিগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাদের মতে, ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে লন্ডন এখন বেকারত্ব সংকটের কেন্দ্রে অবস্থান করছে।

ব্রিটিশ সরকারের নতুন ঘোষিত 'ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স' বৃদ্ধি এবং ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের ফলে অনেক প্রতিষ্ঠান নতুন কর্মী নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছে অথবা কর্মী ছাঁটাই করছে। আগামী বছরও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা দেখছেন না বিশ্লেষকরা। ২০২৬ সালে উচ্চ সুদের হার এবং ভোক্তা আস্থার অভাবে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ১ শতাংশে নেমে আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।



সুধী

আসসালামু আলাইকুম/ আদাব

আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, নিউ ইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রে এক ইতিহাস সৃষ্টির উষালগ্নে উপনীত হয়েছে বাংলাদেশী কমিউনিটি। এস্টোরিয়া ও লং আইল্যান্ড সিটি নিয়ে গঠিত নিউ ইয়র্ক স্টেট এসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট ৩৬-এ বাংলাদেশী-আমেরিকান মেরী জোবাইদা এবার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন।

আমরা বাংলাদেশী কমিউনিটি দলমত নির্বিশেষে মেরী জোবাইদাকে নিউ ইয়র্ক স্টেট এসেম্বলীতে বাংলাদেশীদের কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রেরণ করতে চাই। মেরী জোবাইদা এর আগে ডিস্ট্রিক্ট ৩৭ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে চমকে দিয়েছিলেন সবাইকে।

তার নির্বাচনকে সফল করার মুল চাবিকাঠি হচ্ছে পর্যাপ্ত তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ড রাইজিং।

এই উদ্দেশ্যে আগামী ৪ জানুয়ারী, ২০২৬ রোববার বাদ জোহর দুপুর ১টায় এস্টোরিয়ার ৩০ স্ট্রীট ও ৩৬ এভিনিউ এ অবস্থিত হ্যালো বাংলদেশ রেস্টুরেন্টে এক ফান্ড রাইজিং কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠান সফল করার জন্য আপনি/ আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

বিনীত

আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ ভুঁইয়া, আতাউর রহমান সেলিম, মোহাম্মদ আকমল হোসেইন খান, মোরশেদ আলম, এটর্নী মঈন চৌধুরী, রানা ফেরদৌস চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী, আব্দুর রহিম হাওলাদার, ফখরুল আলম. মরম আলী, শাহাব উদ্দীন, আমীন মেহদী, শমসের আলী, মঈনুজ্জামান চৌধুরী, মাসুদুল হক ছানু, আব্দুল খালিক, সুহেল আহমদ, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, এমাদ আহমেদ চৌধুরী, কয়েছ আহমদ, নজরুল ইসলাম, সৈয়দ মামুন, জামাল উদ্দীন লিটন, চৌধুরী সালেহ, শাহেদ দেলোওয়ার চৌধুরী, আব্দুর রহমান, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, সৈয়দ ফয়সল, এমদাদ রহমান তরফদার, মইনুল হক চৌধুরী, জোশেফ চৌধুরী, শাহাব আহমদ, ইমাম এনাম আহমেদ, এনাম উদ্দীন, আবুল আলম, মীর জাকির, তুষার ভুঁইয়া, আবুল হোসেইন, ড. সবিতা দাশ, অধ্যাপক নবেন্দু দত্ত, আতিয়া আহমেদ, শরীফ লস্কর, নুর জাহান বেগম আয়েশা, আমিনা কালাম, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, শামসুল ইসলাম, সৈয়দ মিজানুর রহমান, আজহার ইসহাক খোকা, আমীর আলী, ওয়ারিস আলী , আব্দুল হান্নান, দুদু মিয়া, শাফায়েত খান, মোতাহের হোসেইন, ফজলুর রহমান, নুরুল হক, বাবুল গাজী, ফারুক আহমেদ, আবুল কালাম, মাসুক মিয়া, খালেদ আহমদ, মীর্জা আজম, ড. থমাস দুলু রায়।

যোগাযোগঃ মো. জাবেদ উদ্দীন ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩

জাহাঙ্গীর আলম, ৭১৮-৬১৯-৫৩৯৫

মু'মিন ও পাপীষ্ঠের প্রকৃতি

জাফর আহমাদ

আবু হুরাইরা রাঃ এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেনঃ মু'মিন ব্যক্তি সরল ও ভদ্র প্রকৃতির হয়ে থাকে কিন্তু পাপীষ্ঠ ব্যক্তি ধোঁকাবাজ ও নির্লজ্জ হয়। (সুনানে আবু দাউদঃ৪৭৯০, কিতাবুল আদাব, বাব বা পরিচ্ছদঃ লোকজনের সঙ্গে উত্তমরূপে বসবাস করা, বুখারী ও তিরমিযি)

একজন মু'মিন যেই কালিমা পাঠ করে ঈমান নামক সবুজ অরণ্যে প্রবেশ করেন, আল কুরআনে সেটিকে কালিমা তাইয়্যেবা বা পবিত্র কথা বলে অবিহিত করা হয়েছে। সুতরাং কোন মু'মিন সহজ সরল ও ভদ্র প্রকৃতিরই হওয়ার কথা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তুমি কি দেখছো না আল্লাহ কালিমা তাইয়্যেবার উপমা দিয়েছেন কোন জিনিষের সাহায্যে ? এর উপমা হচ্ছে যেমন একটি ভালো জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে পৌঁছে গেছে। প্রতি মহুর্তে নিজের রবের হুকুমে সে ফলদান করে। এ উপমা আল্লাহ তা'আলা এ জন্য দেন যাতে লোকেরা এর সাহায্যে শিক্ষা লাভ করতে পারে। অন্যদিকে অসৎ বাক্যের উপমা হচ্ছে, একটি মন্দ গাছ, যাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপড়ে দূরে নিক্ষেপ করা হয়,যার কোন স্থায়িত্ব নেই।"(সুরা ইবরাহিমঃ ২৪-২৫)

পৃথিবীর সর্বোত্তম কথা হলো কালিমাতুত তাইয়্যেবা তথা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই"। এটি এমন একটি বাক্য যার মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাত তাদের জীবনের ভিত রচনা করেন। যিনি কালিমা তাইয়্যেবার ভিত্তিত্বে নিজের জীবন ব্যবস্থাকে গড়ে তুলেন, তার চিন্তাধারায় পরিচ্ছন্নতা, স্বভাবে প্রশান্তি, মেজাজে ভারসাম্য, চরিত্রে পবিত্রতা, আচরণে মাধুর্যতা, ব্যবহারে নম্রতা, লেনদেনে সততা, কথাবার্তায় সত্যবাদিতা, ওয়াদা ও অংগীকারে দৃঢ়তা, সামাজিক জীবন যাপনে সদাচার, কথা-বার্তায় চিন্তার ছাপ, চেহেরায় পবিত্রতার ভাব ফুটে উঠবে। মোট কথা ব্যক্তির সামগ্রীক জীবন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক একটা পরিবর্তন সূচিত হবে। যার জীবনধারার কোথাও কোন অসঙ্গতি থাকবে না। সর্বোপুরি একজন মুমিন আল-কুরআন অনুযায়ী কথা বলবে এবং আল কুরআন অনুযায়ী কথা পরিত্যাগ করবে। আল-কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন চলার পথে কিছু জিনিষকে গ্রহণ করবে আবার কিছু জিনিষকে ত্যাগ করবে। একজন মুমিনই মুত্তাকী, একজন মুত্তাকীই মুমিন। আর এ মুমিন ও মুত্তাকীর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অমূল্য উপহার হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ- " আলিফ-লাম-মিম। (এই নাও) সেই কিতাব (আল-কুরআন) তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই, ইহা মুত্তাকী লোকদের পথ দেখাবে।"(সুরা বাকারা-১-২) আল কুরআন তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মুমিন লোকদের ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণের জন্য এবং অন্ধকারে নিশ্চিন্তে পথ চলার শক্তি ও আলো যোগাবে। কুরআন বলবে কোনটি জান্নাতের পথ, আর কোনটি জাহান্নামের পথ। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আর এ কুরআন হচ্ছে মানব জাতির জন্য পথের দিশা। মানুষের জন্য (হক বাতিলের) পার্থক্যকারী।"(সুরা-বাকারা-১৮৫)

তাই কোন মুমিন এমন কথা বলা উচিত নয়, যা একটি মারাত্মক বোমার চেয়েও ক্ষতিকর। একটি বোমা নির্দিষ্ট কিছু লোকের জান-মালের ক্ষতি করে থাকে। কিন্তু একটি খারাপ কথা সমাজ ভাঙ্গনের কার্যকরী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে থাকে। সমাজকে বিভিষিকাময় পরিস্থিতির মুখোমুখী করে। সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধের স্থান দখল করে নেয় হিংসা-হানাহানি, বিদ্বেষ আর অহংবোধ। আর এর ফলে মানুষ চরম দুঃখ-দূর্দশার সম্মুখীন হয়। অথচ একজন মুমিন কখনো অন্য একজন মু'মিনকে কষ্ট দিতে পারে না। সে কথাটি যদি আবার সঠিক না হয়, কিংবা সেটি লক্ষ লক্ষ মানুষের মনোকষ্টের কারণ হয়, তাহলে ব্যাপারটি আরো মারাত্মক। কারন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবাণী করা হবে।"(সুরা হুজরাত ঃ ১০) " মানুষ খারাপ কথা বলে বেড়াক, তা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। তবে কারো জুলুম করা হলে তার কথা স্বতন্ত্র। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।"(সুরা নিসা ঃ ১৪৮)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত হারাম।"(মুসলিম ও তিরমিযি) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না, তাকে সহযোগীতা করা পরিত্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না। কোন ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলমান ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মত অপকর্ম আর নাই।"(মুসনাদে আহমাদ) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ"মুসলিম সে, যার মুখ ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।"(সহিহ বুখারী)

এছাড়াও কুরআনের বহু আয়াত ও হাদীসে মন্দ কথা উচ্চারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে যারা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান রাখেন, মন্দ কথা থেকে বিরত থাকা তাদের ঈমানী দায়িত্ব। কারণ কালিমা তাইয়েরা পৃথিবীর সর্বোত্তম কথা। এ কালিমাটি যিনি মনে প্রানে বিশ্বাস করেন, তার চরিত্রে একদিকে ভালো কথা, ভালো চিন্তা ও আচরণ, অন্য দিকে মন্দ কথা, মন্দ চিন্তা বা আচরণ একই সাথে সমান্তরাল বিরাজ করতে পারে না। মু'মিন সবসময় হাসিমুখে থাকবেন। মনে রাখতে হবে, হাসিমুখ আল্লাহর এক বিশেষ দান। হাসিমুখে কথা বলা রাসুলসহ সাঃ সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নাহ। হাসির দ্বারা পৃথিবীকে জয় করা যায়। হাসি-খুশি লোকের মস্তিষ্ক সাধারণত ঠাণ্ডা থাকে। তারা সদায় ইতিবাচক চিন্তা লালন করেন। আল্লাহর নবী সাঃ তাঁর মিশন পরিপূর্ণতা লাভ করার পেছনে দাওয়াত ও তাবলীগের অবদান যতটুকু তার চেয়েও বেশী তাঁর চারত্রিক মাধুর্যতার অবদান। মুচকি হাসি তাঁর চরিত্র মাধুর্যকে অনন্য উচ্চতায় সমাসীন করেছিল। হাসিমাখা লোককে আল্লাহ ভালবাসেন। পৃথিবীর মানুষেরা ভালবাসে। সার্বিকভাবে তিনি মানুষের ভালবাসার পাত্রে পরিণত হন। বাংলা পাঁচের মতো মুখকে মানুষ ভালবাসে না। মানুষ সাধারণত তাকে এড়িয়ে চলে। কেউ তার দ্বারে কাছে ভীড়তে চায় না। বাংলা পাঁচ বা রাশভারী লোক কখনো বন্ধু বৎসল হয় না, সদালাপী হয় না। সে সহজভাবে কাউকে গ্রহণ করতে পারে না। মানুষ প্রাণখুলে কথা বলার জন্য এ ধরণের মানুষ পছন্দ করে না।

সার্বক্ষণিক হাসিমুখ বা হাসিখুশি ভঙ্গি মানুষের অসাধারণ একটি গুণ এবং সম্মানিত ব্যক্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। রাসুলুল্লাহ সাঃ এই গুণের অধিকারী ছিলেন। বিশেষ করে তিনি মুচকি হাসতেন। আরবীতে এটিকে 'তাবাসসুম' বলা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর চেয়ে অধিক মুচকি হাস্যকারী ব্যক্তি কাউকে দেখিনি।"(শামায়েলে তিরমিযি:১৬৮, বাবু মা জায়া ফি দাহকি রাসুলিল্লাহ সাঃ, হাদীসটি সহীহ, আহমাদ:১৭৭৫০, শারহুস সুন্নাহ:৩৩৫০) উল্লেখিত রাবী একই ধরনের আরেকটি হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাঃ সবসময় মুচকি হাসতেন। (শামায়েলে তিরমিযি:১৬৯) জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসুলুল্লাহ সাঃ তাঁ গৃহে প্রবেশ করতে কোনদিন আমাকে বাধা প্রদান করেননি এবং যখনই আমাকে দেখেছেন, মুচকি হাসি দিয়েছেন।"(বুখারীঃ ৩৮২২, কিতাবু ফাযায়িলি সাহাবী, বাবু যিকরু জারীর.. .., ইফাঃ৩৫৪৬) সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের মুখে মুছকি হাসি থাকতো।

পাপিষ্ঠ বা পাপাচারীর কিছু বৈশিষ্ট্য সুরা কলমের ১০-১৩ পর্যন্ত পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তুমি অবদমিত হয়ো না তার দ্বারা যে কথায় কথায় শফত করে, যে মর্যাদাহীন। যে গীবত করে, চোগলখোরী করে বেড়ায়, কল্যাণের কাজে বাধা দেয়, জুলুম ও বাড়াবড়িতে সীমালংঘন করে, চরম পাপিষ্ঠ ঝগড়াটে ও হিংস্র এবং সর্বোপুরি বজ্জাত।"(সুরা কলম:১০-১৩) আয়াতে (মাহিনিন) শব্দটি নগণ্য, তুচ্ছ এবং নীচু লোকদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কথায় কথায় শফথকারী ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সে কথায় কথায় কসম খায় কারণ সে নিজেই বুঝে যে লোকজন তাকে মিথ্যাবাদী মনে করে। কসম না খাওয়া পর্যন্ত লোকেরা তাকে বিশ্বাস করবে না। তাই সে নিজের বিবেকের কাছে হীন এবং সমাজের কাছেও তার কোন মর্যাদা নেই। খায়ের বা কলাণের কাজে সে বাধা দেয়। খায়ের সম্পদ ও যাবতীয় ভাল কাজকেও বলা হয়। পাপিষ্ঠরা সম্পদ দ্বারা কল্যাণের কাজকে বাধাগ্রস্থ করে মানে সে অত্যন্ত বখীল এবং কৃপণ। কাউকে কানাকড়ি দেয়ার মত উদারতা এবং মন মানসও তার নেই। সাধারণ অর্থে তারা প্রতিটি কল্যাণের কাজে বাঁধা সৃষ্টি করে। ইসলাম যেহেতু কল্যাণমূলক জীবন ব্যবস্থা তাই তারা ইসলাম থেকে মানুষকে দুরে সরিয়ে রাখতে অত্যন্ত তৎপর। এরা যানীম অর্থাৎ অন্যায় ও দুষ্কৃতি কারণে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

কামাল আহমেদ বললেন

গণমাধ্যম সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকার কিছুই করেনি

নিজস্ব প্রতিবেদক : গণমাধ্যম সংস্কারে সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ৯ মাসেও কোনো সুপারিশ বাস্তবায়িত না হওয়ায় হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এ সংক্রান্ত সংস্কার কমিশনের প্রধান ও ডেইলি স্টারের কনসাল্টিং এডিটর কামাল আহমেদ।

তিনি বলেন, 'গত ২২ মার্চ আমরা গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দিয়েছিলাম। প্রধান উপদেষ্টা তখন আমাদের বলেছিলেন, 'এর মধ্যে আশু বাস্তবায়নযোগ্য একটি আলাদা তালিকা করে দেন। তাহলে আমরা সেগুলো অচিরেই বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেব। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই তালিকা করে তার কাছে দিয়ে এসেছিলাম। তিনি সেটি বাস্তবায়নের জন্য কয়েকবার নির্দেশ দিয়েছেন বলে শুনেছি; কিন্তু কিছুই হয়নি।'

গতকাল শনিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে দেশের সম্প্রচার সাংবাদিকদের সংগঠন ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারের (বিজেসি) ষষ্ঠ সম্প্রচার সম্মেলনে এসব কথা বলেন কামাল আহমেদ।

তিনি বলেন 'আমাদের গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের যেসব প্রস্তাব, তার একটি প্রস্তাবও এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে, এমন কথা আমি বলতে পারছি না। এ জন্য আমি দুঃখিত।'

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা হিসেবে সদ্য দায়িত্ব পাওয়া সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। এ সময় কামাল আহমেদ উপদেষ্টার উদ্দেশে বলেন, 'তার (সৈয়দা রিজওয়ানা) ঘাড়ে হয়তো দোষ



চাপানো যাবে না; কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের ঘাড়ে তো দোষ চাপানো যাবে। অন্তর্বর্তী সরকার যে কিছুই করেনি, এটাই হচ্ছে সত্য।'

তিনি আরও বলেন, 'তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা মাঝখানে খুব ব্যস্ততা দেখিয়েছেন, এই সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন নিয়ে তারা কাজ করছেন। সে কাজটি কী হয়েছে, কাজটি হয়েছে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর আর বিভাগের কাছে মতামতের জন্য পাঠিয়েছে। তারা নানা মতামত দিয়েছেন। মতামত হচ্ছে, এগুলো বাস্তবায়ন করা যাবে না।' বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি), বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে (বাসস) একীভূত করে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান করার সুপারিশের কথা উল্লেখ করে কামাল আহমেদ বলেন, সেই উদ্যোগও সরকার নিতে পারেনি।

কামাল আহমেদ বলেন, উপদেষ্টাদের নিয়ে দুবার দুটি কমিটি করা হলো। একবার শিক্ষা উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল আবরারকে (সি আর আবরার) আহ্বায়ক করে। আরেকবার পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের নেতৃত্বে। ফলাফল হচ্ছেকিছু করা যাবে না।

'এখন আর সময়ও নেই' উল্লেখ করে কামাল আহমেদ বলেন, 'এটা হচ্ছে হতাশা ও ক্ষোভের কারণ। চাইলে সরকার করতে পারত, অন্তত এক কুড়ি সুপারিশ শুধু একটা নির্দেশনা জারি করেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল।'

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গণমাধ্যমের ওপর হামলা কিছু মহল তাদের কুক্ষিগত স্বার্থের জন্য করে বলে মন্তব্য করেন তথ্য উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

অনুষ্ঠানে অন্য অতিথিদের বিভিন্ন দাবি ও আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য উপদেষ্টা তার দেড় মাসের মেয়াদ থাকার কথা তুলে ধরে বলেন, এই দেড় মাসে দুটো কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। একটা কাজ হচ্ছে সম্প্রচার কমিশন অধ্যাদেশ জারি। দ্বিতীয়টি হলো প্রেস কমিশন অধ্যাদেশ জারি। তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার যেন চূড়ান্ত করা যায়, সেটারও দ্রুততার সঙ্গে চেষ্টা করা হবে।

সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও নিউ এজ সম্পাদক নুরুল কবীর বলেন 'পরিষ্কারভাবে আমরা জানি প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার, ছায়ানটকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য এক দিন আগে, দুই দিন আগে থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কারা ঘোষণা দিয়েছে, এ দেশের সব মানুষ জানে, সরকারও জানে। বাংলাদেশের যেকোনো আইনে...ফৌজদারি অপরাধ। সরকার তো তাদের গ্রেপ্তার করে নাই আগেই প্রিভেন্ট করার করার জন্য। তারা তো আগেই ঘোষণা দিয়েছে, এগুলোকে ধ্বংস করা হবে। এ কারণেই আমরা বলেছি সরকারের কোনো না কোনো অংশ এই ঘটনাটা ঘটতে দিয়েছে।...তাহলে সংগঠিত একটি শক্তি ওইখানে গিয়ে এই কাজ করেছে। ইতিমধ্যে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে পরিষ্কারভাবে রাজনৈতিক পরিচয় খুঁজে পাওয়া গেছে।'

প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও আগুন দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, যারা এই আগুন দিয়েছে, তারা যেমন গণমাধ্যমের প্রতিপক্ষ, তেমনি সরকারেরও প্রতিপক্ষ। আপনার যদি কারও মতামত পছন্দ না হয়, আপনি ভিন্নমতের একটা পত্রিকা খোলেন, আপনার পত্রিকাকে আপনি জনপ্রিয় করে তোলেন, আপনি সেটা না করে পত্রিকায় আগুন লাগিয়ে দেবেন, আর মনে করবেন আপনার সমস্যা সমাধান হয়ে গেল, এটা তো হতে পারে না।'

ভয় যারা দেখাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়ে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, 'ভয় কী আমাকে দেখায়নি? আপনারা তো এটা জানেন, আমার বাসার সামনেও ককটেল ফাটানো হয়েছে। অর্থাৎ ভয় যারা দেখাচ্ছে, তারা কিন্তু আমাদের কমন প্রতিপক্ষ। এই কমন বা অভিন্ন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যদি আমাদের লড়াই করতে হয়, লড়াই তো করতেই হবে এবং জিততে হয়, তাহলে একটা কথা বলব...একজন আরেকজনকে প্রতিপক্ষ মনে করে কোনো কাজ হবে না।'

সাংবাদিক শাহনাজ শারমিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সারা হোসেন, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও বিজেসির উপদেষ্টা খায়রুল আনোয়ার, বিজেসির চেয়ারম্যান ও মাছরাঙা টিভির প্রধান সম্পাদক রেজোয়ানুল হক, যমুনা টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও বিজেসির ট্রাস্টি ফাহিম আহমেদ, বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের প্রতিনিধি মো. আল মামুন, সাংবাদিক তালাত মামুন, ইলিয়াস হোসেন, মিল্টন আনোয়ার প্রমুখ। সম্মেলনে সাংবাদিক নেতারা বলেন, সাংবাদিক সুরক্ষা আইন নেই বলেই গণমাধ্যম হামলার শিকার হয়েছে। আগামী সরকারের কাছ থেকে সব দাবি-দাওয়া আদায় করতে গণমাধ্যমকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তারা।

সম্মেলনে সাংবাদিকতার নীতি উন্নয়ন, সাংবাদিকদের কল্যাণ ও নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন গণমাধ্যমকর্মীরা।

গণমাধ্যমকর্মীরা বলেন, সব আমলেই গণমাধ্যমকে সংবাদ প্রচারে ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে, ভয়-ডরহীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রটা অতি জরুরি হয়ে পড়েছে।

বিজেসির সম্প্রচার সম্মেলনে সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন আমন্ত্রিত অতিথিরা।

যুদ্ধ, সংকট আর উৎকণ্ঠার ২০২৫

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধির মাত্রা ছিলো উদ্বগজনক।

২০২৫ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সার্বিক বিশ্লেষণে বেশ অস্থিরভাবে কেটেছে। বিশেষ করে বেশ কয়েকটি হত্যাকাণ্ড ও হামলার ঘটনায় উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক অঙ্গণে অস্থিরতা তীব্র হয়ে ওঠেছে। রেমিট্যান্স প্রবাহ রেকর্ড বৃদ্ধি পেলেও রাজনৈতিকি অস্থিরতার প্রভাবে বিনিয়োগ সংকটে শিল্পখাত অনেকটা স্থবির হয়ে আছে। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো প্রবাসীরা বিদেশে বসে এনআইডি সুবিধা ও আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ৬ লাখের বেশি প্রবাসী ভোট প্রদানের সুযোগ পাচ্ছেন। নতুন বছরের ফেব্রুয়ারিতে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে তফসীল ও প্রস্তুতি ডিসেম্বরে শেষ হয়েছে। নির্বাচনকে ঘিরে নতুন বছরেও রাজনৈতিক উত্তাপ আর শঙ্কা দেশজুড়ে। বছরের শেষ দিকে গত কয়েক দশকের মধ্যে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কয়েকজনের প্রাণহানী ঘটেছে।

এদিকে ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও যুক্তরাজ্য ও ইউরোপজুড়ে কঠোর করা হয়েছে অভিবাসন নীতি। বিশেষ করে মুসলিম অভিবাসীদের ওপর কঠোর অভিবাসন নীতি কার্যকরে আইন পাস ও সেসব দেশের ডানপন্থীরা অভিবাসীদের নিজ দেশে ফিরিয়ে দিতে চাপ সৃষ্টি করছেন সরকারের ওপর এমনটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে ওঠে এসেছে।

ইসরায়েল-গাজা, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধছাড়াও ইরান ও ইসরায়েলের পাল্টাপাল্টি হামলায় মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে আবারো যুদ্ধের দামামার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিলো। একইভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চার দিনব্যাপী এক ভয়াবহ সামরিক উত্তেজনা বিশ্বকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল।

আমেরিকা, রাশিয়া, চীন সহ বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোর ক্ষমতার দ্বৈরথে বিশ্বজুড়ে অস্থিরতায় কেটেছে পুরো বছর।

তথ্যমতে, দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি বিশ্বজুড়ে ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধ, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতায় আসার পর একাধিক বৈঠক আর পরিকল্পনা বাস্তবে অনেকটাই ম্লান ছিলো। যদিও তিনি একাধিকবার দাবি করেছেন আটটি যুদ্ধ বন্ধ করেছেন। লাখো মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এজন্য বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় নোবেল শান্তি পুরস্কারের দাবি করেন।

গত ১০ অক্টোবর গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও ইসরায়েল তার আগ্রাসন বন্ধ করেনি। বরং হামলার কৌশল পাল্টেছে। রয়টার্সের প্রতিবেদনমতে, যুদ্ধবিরতি চুক্তি অমান্য করে ইসরায়েল নির্বিচার হামলা চালায় গাজায়। এতে যুদ্ধবিরতি চুক্তির মধ্যেও প্রাণ হারিয়েছেন আরও হাজারো ফিলিস্তিনি ।

দ্যা গার্ডিয়ান জানায়, ১৯৬৭ সালের পর ফিলিস্তিনিদের জন্য এটিই ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাণঘাতী বছর, যেখানে মোট নিহতের সংখ্যা ৭০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। গাজার ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা আর্তমানবতা আজ বিশ্ববিবেকের কাছে এক বড় প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অপরদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলেও মস্কো এবং কিয়েভের মধ্যকার সংঘাত এ বছর আরও চরম রূপ নিয়েছে। বিশেষ করে বছরের মাঝামাঝি সময়ে ইউক্রেনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা কমিয়ে দেওয়া এবং রাশিয়ার সঙ্গে ট্রাম্পের রহস্যময় কূটনৈতিক তৎপরতা পশ্চিমা মিত্রদের মধ্যে গভীর ফাটল ধরিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইউক্রেন এখন একটি দীর্ঘমেয়াদী ক্ষয়িষ্ণু যুদ্ধে আটকা পড়েছে, যার সমাধান অন্তত ২০২৫ সালে দেখা যায়নি। সর্বশেষ ২৭ ডিসেম্বর ফ্লোরিডায় ট্রাম্প-জেলেন্সকির বৈঠকে আবারো কিছুদিনের মধ্যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে মধ্যস্ততা বৈঠকের উদ্যোগ নেয়া হয়।

২০২৫ সালে আমেরকিায় থাকা অনথিভুক্তসহ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন ট্রাম্প প্রশাসন। অনথিভুক্ত অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেয়া সন্তানদের জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব প্রদান বাতিলের নির্বাহী আদেশ জারী করা হয়। তবে বিষয়টি এখন সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। ২০ টি দেশের ওপর পূর্ণাঙ্গ নিষেধাজ্ঞা সহ সেসব দেশের নাগরিকদের সকল ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস বাতিল ও আরো প্রায় ১৯ টি দেশের ওপর আংশিক বিধি নিষেধ জারী করেছে যুক্তরাষ্ট্র। অভিবাসন প্রত্যাশীদের চলমান মামলা বাতিল করে ৩য় দেশে বিতাড়নের পরিকল্পনা। টিপিএস এর আওতায় থাকা অভিবাসীদের টিপিএস বাতিল। ওয়ার্ক পার্মিটের মেয়াদ ৫ বছর থেকে কমিয়ে ১৮ মাসে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিবছর শরণার্থী সংখ্যা কমিয়ে মাত্র ১৫ হাজারে নিয়ে আসা হয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার শেতাঙ্গদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এছাড়া বাইডেন প্রশাসন আমলে গ্রিনকার্ড প্রাপ্ত ও ন্যচারালাইজড সিটিজেনশীপ প্রাপ্ত সকল অভিবাসীদের ব্যাকগ্রাউন্ড পুন যাচাইয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চলতি বছর সীমান্তে অবৈধ প্রবেশ ৯৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

এদিকে গত কয়েক মাসে ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট আইস ব্যাপক অভিবাসী গ্রেপ্তার অভিযান শুরু করেছে। আইস স্থানীয় কারাগার বা জেলে আটক অভিবাসীদের ধরে নেওয়ার বদলে এখন আদালত, রাস্তাঘাট, বাসাবাড়ি, কর্মস্থল ও জনসমাগমস্থলে সরাসরি অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তারের প্রবণতা দ্রুত বেড়েছে। সরকারি তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ওয়াশিংটন পোস্ট-এর বিশ্লেষণে উঠে এসেছে এই চিত্র।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, জুন মাসের পর থেকে আইসের তথাকথিত 'অ্যাট-লার্জ অ্যারেস্ট' অর্থাৎ কমিউনিটিতে সরাসরি অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। এই ধরনের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশের বেশি ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে কোনো অপরাধমূলক দণ্ড বা বিচারাধীন মামলা নেই। অথচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বরাবরই দাবি করা হচ্ছে, অভিযানের লক্ষ্য 'সবচেয়ে ভয়ংকর অপরাধীরা'।

সাবেক ডিএইচএস কর্মকর্তারা বলছেন, এই প্রবণতা ইঙ্গিত দেয় যে অভিযান এখন আর নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক নয়; বরং হোয়াইট হাউস ও ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির শীর্ষ পর্যায় থেকে বহিষ্কারের সংখ্যা বাড়ানোর চাপই এর মূল চালিকা শক্তি। ওবামা প্রশাসনের সময় আইস পরিচালক থাকা সারা সালদানা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে যাদের বৈধ অনুমতি নেইড়সবার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনার সঙ্গে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও, তাঁর মতে এটি সম্পদের অপচয়।

জুনে লস অ্যাঞ্জেলেসে বড় আকারের অভিযানের মধ্য দিয়ে এই নতুন কৌশল স্পষ্ট হয়। পরবর্তী পাঁচ মাসে দেশজুড়ে আইসের কমিউনিটি-ভিত্তিক গ্রেপ্তার দাঁড়ায় ৬৭ হাজার ৮০০ জনে, যা আগের পাঁচ মাসের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। জুন, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে প্রথমবারের মতো আইসের মোট মাসিক গ্রেপ্তারের অর্ধেকের বেশি ছিল এই অ্যাট-লার্জ গ্রেপ্তার।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম বছরে ১০ লাখ বহিষ্কারের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ডেপুটি চিফ অব স্টাফ স্টিফেন মিলার দৈনিক তিন হাজার গ্রেপ্তারের জন্য চাপ দিচ্ছেন। তবে বাস্তবে সেই সংখ্যা থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে আইস। একদিনে সর্বোচ্চ গ্রেপ্তার হয়েছিল ৪ জুন সেদিন ১ হাজার ৯০০ জনের বেশি আটক হয়।

তবুও সামগ্রিকভাবে জুন থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে মোট গ্রেপ্তার আগের পাঁচ মাসের তুলনায় ৬০ শতাংশ বেড়েছে। সেপ্টেম্বরে ২১ দিন আইস এক হাজার বা তার বেশি গ্রেপ্তার করেছে যা চলতি বছরে কোনো মাসে সর্বোচ্চ।

সাবেক আইস কর্মকর্তা ক্লেয়ার ট্রিকলার-ম্যাকনাল্টি বলেন, সংখ্যা বাড়ানোর জন্যই এখন 'ব্রড-ব্রাশ' বা ব্যাপক পদ্ধতিতে অভিযান চালানো হচ্ছে, যা সবচেয়ে সহজ উপায়।

ঐতিহাসিকভাবে আইস সাধারণত স্থানীয় জেল বা কারাগারে অপরাধে অভিযুক্ত বা দণ্ডপ্রাপ্ত অভিবাসীদের হেফাজতে নিত। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ফিঙ্গারপ্রিন্ট শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে আইসকে জানাত এবং ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত আটক রাখার অনুরোধ করা হতো। কিন্তু কমিউনিটিতে সরাসরি গ্রেপ্তার তুলনামূলকভাবে বেশি জনবল ও অর্থ ব্যয় সাপেক্ষ এবং জননিরাপত্তার ঝুঁকিও বেশি আইস নিজেই তাদের ওয়েবসাইটে এমন সতর্কতার কথা উল্লেখ করেছে।

ডিএইচএস মুখপাত্র ট্রিশিয়া ম্যাকলাফলিন অবশ্য দাবি করেছেন, আইসের গ্রেপ্তারকৃতদের ৭০ শতাংশের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধমূলক দণ্ড বা মামলা রয়েছে, আর কারও কারও বিরুদ্ধে নিজ দেশে অভিযোগ আছে। তবে ওয়াশিংটন পোস্ট-এর বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০ জানুয়ারি থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত আইস হেফাজতে নেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র ৩৬ শতাংশের দণ্ড ছিল এবং ৩০ শতাংশের মামলা বিচারাধীন।

জুনের পর থেকে অপরাধের কোনো রেকর্ড নেইড়এমন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। সেপ্টেম্বরের পর আইস যাদের গ্রেপ্তার করেছে, তাদের ৪০ শতাংশের বেশি অপরাধমুক্ত। অক্টোবর থেকে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত আটক ৭৯ হাজার মানুষের প্রায় অর্ধেকের বিরুদ্ধে কোনো দণ্ড বা মামলা ছিল না। যাদের দণ্ড ছিল, তাদের এক-চতুর্থাংশই ছিল ট্রাফিক সংক্রান্ত অপরাধ।

মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউটের গবেষক জুলিয়া গেলাট বলেন, আইস সত্যিই গুরুতর অপরাধীদের ধরছে, তবে পাশাপাশি অনেককেই আটক করছে যাদের অপরাধ নেই বা সামান্য অপরাধ রয়েছে।

লস অ্যাঞ্জেলেস, বোস্টন, ওয়াশিংটন ডিসি ও শিকাগোর মতো বড় শহরে দীর্ঘমেয়াদি অভিযান গ্রেপ্তার বাড়াতে ভূমিকা রেখেছে, যদিও এসব অভিযানে ব্যাপক বিক্ষোভও হয়েছে। ডিসিতে গ্রেপ্তার পাঁচ গুণ বেড়েছে। ইলিনয়ে জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত অপরাধহীন ৪২৮ জন আটক হলেও জুন থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১ হাজার ৪০৮ জনেড়শিকাগোর 'অপারেশন মিডওয়ে ব্লিটজ' অভিযানের সময়।

সাবেক আইস চিফ অব স্টাফ জেসন হাউজারের ভাষায়, ট্রাম্প প্রশাসন এখন "কাকে অপরাধী বলা যায় তার সর্বনিম্ন সীমা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।"

অপরদিকে গত নভেম্বরে ওয়াশিংটন ডিসিতে এক আফগান নাগরিক কর্তৃক ন্যাশনাল গার্ডের ওপর বন্দুক হামলায় ২ সদস্য নিহত হওয়ার পর আরো ব্যাপক হারো কঠোর অভিবাসন নীতি গ্রহণ করে ডিএইচএস। সব মিলিয়ে বিদায় ২০২৫ সাল আমেরিকায় থাকা অভিবাসীদের জন্য এক নজিরিবিহীন আশঙ্কার বছর। নতুন বছরেও সেই আশঙ্কা ও আতঙ্ক আরো বেশি বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে ট্রাম্পের ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিলে অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্টের বা ওবামা কেয়ারের ভতূর্কী বন্ধ করে দেয়ায় নতুন বছরে কোটি আমেরকিান স্বাস্থ্য বীমা হারানোর ঝুঁকিতে আছেন। এর আগে ওবামা কেয়ারের ভতূর্কী বন্ধ এ নিয়ে সিনেটে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের মতভেদে বিল পাস না হওয়ায় ইতিহাসের দীর্ঘতম শাটডাউনের মুখে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র। এতে হাজার হাজার ফেডারেল কর্মী চাকরি হারান। কর্মী সংকটে বিমানবন্দরগুলোতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। বাতিল হয় হাজার হাজার ফ্লাইট। বিভিন্ন ফেডারেল অফিসে কর্মী সংকটে সেবা ব্যাহত হয়। এমনকি ন্যাপ সুবিধা বন্ধ করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে বিল পাস হওয়ার পর আবার ন্যাপ চালু হয়।

এছাড়াও ট্রাম্পের শুল্কনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এমনটি ধারণা বিশ্লেষকদের।

গত নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনে তরুণ ডেমোক্যাটিক সোশ্যালিষ্ট মুসলিম জোহরান মামদানীর বিজয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণের উত্থান দেখা যায়। এক সময়ের প্রভাবশালী রাজনীতিক ও নিউইয়র্কের সাবেক গভর্ণর অ্যান্ড্রু কুওমোকে প্রাইমারী ও মূল নির্বাচনে হারিয়ে চমক সৃষ্টি করেন জোহরান মামদানী। এমনকি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রত্যক্ষ বিরোধীতার মাঝেও নিজের জয় ছিনিয়ে আনেন মামদানী। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একাধিকবার হুমকি দিয়েছিলেন মামদানী বিজয়ী হলে তহবিল বন্ধ সহ নিউইয়র্ককে ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে নেয়া হবে। জয়ের পরও মামদানীকে ট্রাম্প ও তার প্রশাসন ভৎসর্না করেছিলেন এবং নিউইয়র্কে আইস এর অভিযান বৃদ্ধির হুমকি দিয়েছিলেন বর্ডার জার টম হোম্যান। কিন্তু ২১ নভেম্বরে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প ও মামদানীর বৈঠকের পরপরই সব শংকা পাল্টে যায়। ট্রাম্প যেই মামদানীকে উন্মাদ, কমিউনিস্ট বলে ভৎসর্না করেছিলেন সেই প্রেসিডেন্ট উল্টো মামদানীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মেয়র মামদানীকে সহযোগিতার আশ্বাসও দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

এর আগে গত ২৮ জুলাই দায়িত্ব পালনকালে ম্যানহাটনের একটি বহুতল ভবনে বন্দুকধারীর হামলায় নিহত হন বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত এনওয়াইপিডি কর্মকর্তা দিদারুল ইসলাম। তাঁর আত্মত্যাগে নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট দিদারুলকে বীর উপাধি দিয়ে বিশেষ সম্মানে শেষ বিদায় জানায়। যা বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে।

এছাড়াও নবনির্বাচিত মেয়র মামদানীর জয়ের পেছনে বাংলাদেশি কমিউনিটির অবস্থান বেশ চোখে পড়ার মতো ছিলো। মামদানী একাধিকবার নিজেই বলেছেন বাংলাদেশি আন্টি ও কমিউনিটির সহযোগিতা তার বিজয়ে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।এবারই প্রথম মেয়র মামদানীর ট্রানজিশন টিমে ১২ জনেরও বেশি বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত স্থান পেয়েছেন। এটি নিউইয়র্কের ইতিহাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য ইতিবাচক অর্জন।

এদিকে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ এ বাংলাদেশি-আমেরকিান প্রতিশ্রুতিশীল নারী মেরী জোবাইদা আগামী নির্বাচনে অ্যাসেম্বলী মেম্বার প্রার্থী হয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বীতার বিষয়টি এদেশের রাজনীতিতে বাংলাদেশিদের উত্থানের অন্যতম অধ্যায় হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কমিউনিটি ব্যাক্তিবর্গরা। ইতিমধ্যে তার প্রচারণা বেশ জমে ওঠেছে। তিনি বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সমর্থন পেয়েছেন। তিনি নির্বাচিত হলে বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য নতুন প্রতিনিধিত্ব ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে বলে জানান তার সমর্থকেরা।

২০২৫ সাল বাংলাদেশের জন্য ছিল ঘটনাবহুল ও চ্যালেঞ্জে ভরা একটি বছর। বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাজনীতি, অর্থনীতি, আইনশৃঙ্খলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সব ক্ষেত্রেই দেশকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কখনো কখনো অস্থির পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এই বছরটি একদিকে যেমন নীতি নির্ধারণ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় বড় পরীক্ষার বছর, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকায় প্রভাব ফেলার মতো নানা ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষী হয়ে থাকবে।

বছরের শুরুতেই জাতীয় রাজনীতিতে উত্তাপ অব্যাহত ছিল। সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে আস্থা সংকট, নির্বাচন-পরবর্তী রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং রাজপথে কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনাও দেখা যায়। রাজধানী ঢাকাসহ বড় শহরগুলোতে রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘিরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সতর্ক অবস্থান চোখে পড়ে। একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামোতে সংস্কার এবং নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কও বছরজুড়ে আলোচনায় থাকে।

২০২৫ সালে বাংলাদেশের সামাজিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে যে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়, তার কেন্দ্রে ছিল কয়েকটি নৃশংস ও আলোচিত ঘটনা হাদী হত্যাকাণ্ড, দিপু দাসকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা এবং মব সৃষ্টি করে মাজার ও বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর সংঘবদ্ধ আক্রমণ। এসব ঘটনা মিলিয়ে বছরজুড়ে একটি ভয়ংকর বার্তা ছড়িয়ে পড়ে সহিংসতা, উগ্রতা ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি সমাজে ক্রমেই দৃশ্যমান হয়ে উঠছে।

হাদী হত্যার ঘটনা দেশজুড়ে তীব্র আলোড়ন তোলে। প্রকাশ্য স্থানে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডে নিষ্ঠুরতা ও বেপরোয়া আচরণ মানুষকে হতবাক করে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা ও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া দৃশ্য জনমনে গভীর ক্ষোভের জন্ম দেয়। প্রশ্ন ওঠে, দিনের আলোয় এমন নির্মম হত্যাকাণ্ড কীভাবে সম্ভব এবং অপরাধীরা কেন আইনকে এতটা তুচ্ছ করে দেখছে। হাদীর পরিবার ন্যায়বিচারের দাবিতে সোচ্চার হলে নাগরিক সমাজ, শিক্ষার্থী ও মানবাধিকারকর্মীরাও প্রতিবাদে যুক্ত হন।

এর কিছুদিনের মধ্যেই দিপু দাসকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনা জাতিকে আরও গভীরভাবে নাড়িয়ে দেয়। অভিযোগ অনুযায়ী, ব্যক্তিগত বিরোধ ও উসকানির জেরে দিপু দাসকে আটক করে নির্যাতনের পর আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। এই বর্বরতা মধ্যযুগীয় নিষ্ঠুরতার স্মৃতি ফিরিয়ে আনে। একজন মানুষকে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে মারার মতো ঘটনা শুধু একটি হত্যাকাণ্ড নয়, বরং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সামাজিক মানবিকতার চরম ব্যর্থতার প্রতীক হয়ে ওঠে।

এমন পরিস্থিতির মধ্যেই সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়েও নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়। দেশের শীর্ষ দুটি গণমাধ্যম প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ওপর হামলার ঘটনা সাংবাদিক সমাজকে গভীরভাবে শঙ্কিত করে তোলে। প্রতিবেদন ও মতপ্রকাশকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধভাবে হামলা, হুমকি ও ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। এসব ঘটনায় প্রশ্ন ওঠে, ভিন্নমত ও স্বাধীন সাংবাদিকতার জায়গা কি ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়ছে। দেশজুড়ে সাংবাদিক সংগঠন ও নাগরিক সমাজ এই হামলার নিন্দা জানিয়ে সংবাদমাধ্যমের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি তোলে।

একই বছরে মব সৃষ্টি করে মাজারসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও স্থাপনার ওপর হামলার ঘটনাও উদ্বেগজনকভাবে বাড়তে থাকে। ধর্মীয় উসকানি, গুজব ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো বিভ্রান্তিকর তথ্যের জেরে কোথাও কোথাও সংঘবদ্ধ জনতা আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। মাজার ভাঙচুর, ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে অপদস্থ করা কিংবা শারীরিক হামলার ঘটনা সমাজে ভয় ও অনিশ্চয়তা তৈরি করে। এসব ঘটনায় প্রকৃত অপরাধী চিহ্নিত না হয়ে অনেক সময় নিরীহ মানুষই সহিংসতার শিকার হন।

হাদী হত্যা, দিপু দাসকে পুড়িয়ে মারা, গণমাধ্যমে হামলা ও মব সহিংসতাড়এই সব ঘটনা মিলিয়ে ২০২৫ সাল বাংলাদেশের জন্য এক কঠিন বাস্তবতার বছর হয়ে ওঠে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা, অপরাধের বিচার এবং উগ্রতা প্রতিরোধে রাষ্ট্রের কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে জোরালো প্রশ্ন উঠে আসে। বছরজুড়ে একটি দাবিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান, স্বাধীন মতপ্রকাশের সুরক্ষা এবং মব সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ছাড়া সমাজকে নিরাপদ রাখা সম্ভব নয়।

বর্ষশেষে দাঁড়িয়ে এসব ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়, উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবিক নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও সহনশীলতাই বিশ্ব মানবতার কাম্য। তা নিশ্চিত না হলে ২০২৫ সালের এই অন্ধকার অধ্যায়গুলো আগামী বছরগুলোতেও থেকেই যাবে।

১ জানুয়ারী কবি ও কথাশিল্পী তমিজ উদ্‌দীন লোদীর জন্মদিন

শেষ পৃষ্ঠায় পর

এইদিনে জন্মগ্রহণ করেন। সত্তর দশকের শেষ দিকে গল্প দিয়ে তাঁর লেখালেখির যাত্রা শুরু হলেও আশীর দশকে তিনি কবিতার প্রতি অধিক মনোযোগী হয়ে উঠেন। তবে পরবর্তীতে কবিতার পাশাপাশি জাতীয় পত্রিকায় গল্প এবং উপন্যাসও লিখেছেন এই কবি ও কথাকোবিদ। আশীর দশকেই প্রথম শ্রেণীর প্রায় সকল পত্রিকা ছাড়াও তাঁর লেখা ছাপা হয়েছে কলকাতার সাপ্তাহিক দেশ ও চতুরঙ্গ সহ নানা কাগজে।

দীর্ঘদিন সরকারি চাকুরী শেষে স্বেচ্ছা-অবসর নিয়ে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রবাস জীবন যাপন করছেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্কের অন্যতম পুরনো সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সাহিত্য সম্পাদক-এর দায়িত্ব পালন করছেন।

কবি তমিজ উদ্‌দীন লোদীর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে- কখনো নিঃসঙ্গ নই (কবিতা), এক কণা সাহসী আগুন (কবিতা), নানা রঙের প্যারাসুট (কবিতা), চাঁদভস্ম (কবিতা), আমাদের কোন প্রাতেরো ছিল না (কবিতা), অনিবার্য পিপাসার কাছে (কবিতা), আনন্দময় নৈরাশ্য ও ইস্পাত মানুষেরা (কবিতা), দৃশ্যকল্প ও কতিপয় রমণী (কবিতা), নার্সিসাস কিংবা প্লেটোনিক (কবিতা), নির্বাচিত কবিতা, দ্রোযাধ্বনির বাঁকবদল (গল্প), নিরুদ্দিষ্টের জলাবর্ত (গল্প), হাডসন স্ট্রিটের সুন্দরী এবং (গল্প), নির্বাচিত গল্প এবং অনুবাদ গ্রন্থ- 'শতাব্দীর সেরা আমেরিকার নির্বাচিত গল্প' উল্লেখযোগ্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।



মিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনাদের এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে এম চৌধুরীর প্রশ্ন: আজ আমি আমার এক আত্মীয়দের জন্য এই লেখাটি লিখেছি। আশা করি এই বিভাগের মাধ্যমে আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবো অর্থাৎ পরামর্শ পাব। আমার জানার বিষয়ে পরামর্শ পেলে উপকৃত হব এবং কৃতজ্ঞ থাকব।

আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমার আত্মীয়দের একজন ইউএস সিটিজেনের সাথে বিয়ে হয়েছে। কিন্তু বিয়ের পর তাদের সংসার ভালোই চলছিল কিন্তু একপর্যায়ে এসে তাদের মাঝে সমস্যা দেখা দেয় এবং কঠিন রূপ ধারণ করে।

এ কারণে আমার জানার বিষয় হচ্ছে ইউএস সিটিজেনের সাথে বিয়ের সমাধানে গ্রীন কার্ড পেলে এবং সেই বিয়ে না টিকলে গ্রীন কার্ডের অবস্থা কেমন হয়?

এম চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তর: অনেক ক্ষেত্রে ডিভোর্সের পর পার্মানেন্ট গ্রীনকার্ড পেতে অনেক নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। কেউ কেউ আইন সম্মত রেসিডেন্ট হিসেবে অনেকের গ্রীনকার্ড পেয়ে থাকেন। তবে বিয়ের স্ট্যাটাস সরাসরি ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না।

আবার কেউ যদি কোনো ইউএস সিটিজেন বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্টকে বিয়ে করে গ্রিনকার্ড তবে সে ক্ষেত্রে ডিভোর্স সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে ইউএস সিআইএস দুই বছর শর্তসাপেক্ষে গ্রীন কার্ড দিয়ে থাকে। এই দুই বছরকে ইউএসসিআইএস বিয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা মূল্যায়নের সুযোগ হিসেবে কাজে লাগায়। ইমিগ্রেশন আইন দেখতে চায় ঐ ২ বছরের বিয়েটা বিশ্বাসযোগ্য অবস্থা পৌঁছেছে। এই শর্তসাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ের শেষে দম্পতি তাদের বিয়ের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণসহ অবশ্যই যৌথভাবে আবেদন করবেন। এবং ফর্ম আই-৭৫১ প্রমাণসহ পূরণ করার শর্ত প্রত্যাহারের পিটিশন দাখিল করবেন। ফর্ম আই-৭৫১ হচ্ছে যৌথ পিটিশন এবং এতে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে স্বাক্ষর করতে হবে।

শর্তসাপেক্ষ গ্রীন কার্ড পাবার পর ডিভোর্স হলে কি হবে?

কোন ইউএস সিটিজেন বা কোন, পার্মানেন্ট রেসিডেন্টকে বিয়ের শর্তসাপেক্ষে গ্রীন কার্ড পাবার পর ডিভোর্স হলেও সে ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

বিয়ের মাধ্যমে গ্রীন কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে ২ বছরের শর্তসাপেক্ষ সময়ের মধ্যে যদি ডিভোর্স হয় যায় তবে মস্তকুফের জন্য যৌথ আবেদন জরুরী। তবে এক্ষেত্রে ইউএসসিআইএস কেসটিকে অতিরিক্ত সর্তকতা নিয়ে যাচাই করে।

তারা নিশ্চিত হতে চায় এটা প্রকৃত বিয়ে কিনা? তারা একে অপরের প্রতি কমিটেড থাকার সত্ত্বে বিচ্ছিন্ন এর প্রমাণের দায়িত্ব যিনি শর্ত সাপেক্ষে গ্রীন কার্ড পেয়েছেন তার উপর।

এক্ষেত্রে পরামর্শ হচ্ছে আবেদনকারীকে আবেদনের সঙ্গে ডিভোর্স এর রায়, কেন ডিভোর্স হল তার বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি দেখাতে হবে। ইমিগ্রেশনের প্রমাণ করতে হবে যে বিষয়টা প্রকৃত বিয়ে ছিল– গ্রীন কার্ড পাওয়ার জন্য নয়। এক্ষেত্রে যত বেশি যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনা করা সম্ভব তা সংযুক্ত করতে হবে।

এর অর্থ হচ্ছে আবেদনের সঙ্গে যথাযথ যুক্তি সঙ্গত, বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

এক্ষেত্রে বিস্তারিত এবং সুস্পষ্ট ধারণা পাবার জন্য প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে আলোচনা করে অগ্রসর হওয়া উত্তম। ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমার সবাই সব সময় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যর্থ হতে পারি। আমাদের সমস্যা সঠিকভাবে উপস্থাপন করলে তবেই তার জন্য সঠিক পরামর্শ পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায়। এক্ষেত্রে যোগ্য এবং সঠিক ব্যক্তির মাধ্যমে পরামর্শ একান্ত ভাবে কাম্য।

জানুয়ারি ২০২৬ ভিসা বুলেটিন ঃ

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) জানুয়ারি ২০২৬'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে জানুয়ারি ২০২৬'র পারিবারিক ভিত্তিতে ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য যে, 'ফাইনাল এ্যাকশ ডেট' বলতে সেই তারিখকে বোঝায় যখন ইউএসসিআইএস/ ডিওএস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আর তাতে করে আপনাদের প্রায়োরিটি তারিখ হবে ঐ তারিখের পূর্বে।

জানুয়ারি ২০২৬'র সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে কোন অগ্রগতি নেই।

ফ্যামিলি স্পন্সরড প্রেফারেন্সেসঃ

প্রথম: (এফ-১): ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা: নভেম্বর ০৮, ২০১৬।

দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যা।

এ. (এফ-২এ) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তানঃ ফেব্রুয়ারি ০১, ২০২৪।

বি. (এফ ২বি) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা (২১ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী)। ডিসেম্বর ০১, ২০১৬।

তৃতীয় (এফ-৩) ঃ ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র-কন্যা।

সেপ্টেম্বর ০৮, ২০১১।

চতুর্থ (এফ-৪) ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন।

জানুয়ারি ০৮ ২০০৮।

পারিবারিকভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা সম্পর্ক জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

সবশেষে আপনাদের অবগতির জন্য উল্লেখ করা হচ্ছে যে, ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে পরামর্শ করা ভালো। প্রয়োজনে আমাদের অফিসের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা:
২২৫ ব্রডওয়ে (১৬ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল:
kazmiandreeves@gmail.com
[Law office of Kazmi & Reeves]
225 Broadway, (16th floor)

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

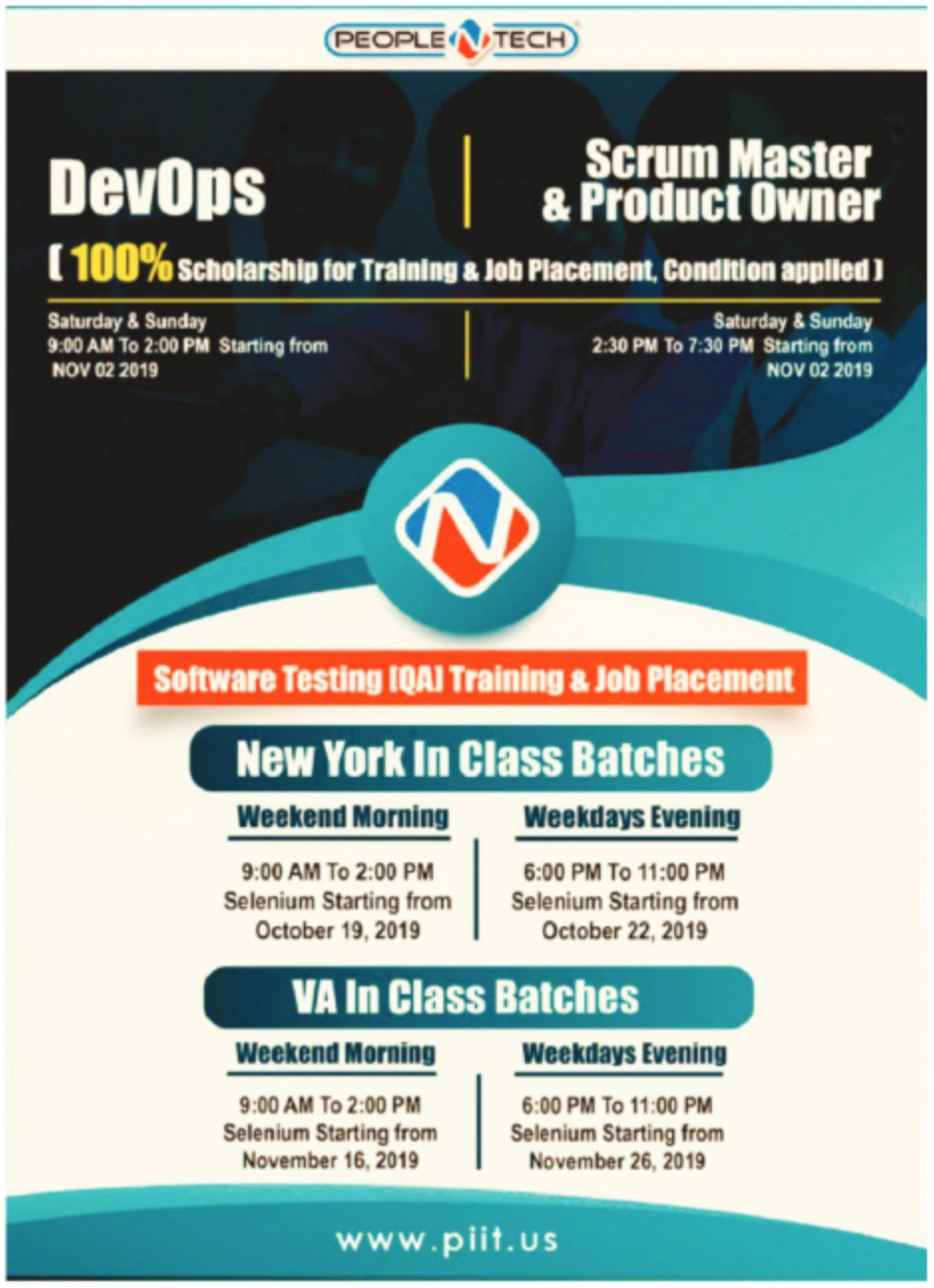
যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

সাহিত্য সাময়িকী

সেই পথ ছিল একা
মতিন বৈরাগী

যেই পথ দিয়ে তুমি চলে গেছো সেই পথ ছিল একা
সেই পথে ছিল শীতের ঝরা পাতা বিকেলের
দুটি পাখি কেঁদেছিলো, ছিল না গোধুলি
পথ জুড়ে নিঃসঙ্গতা, ছিল হাহাকার
একটি কাঠবিড়ালি খুঁটে নিলো বিষণ্ন আহার
তুমি চলে গেছো-

ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে; চলে গেছো সন্ধ্যার শীত পেরিয়ে
হাওয়ায় রেখে বেদনা-আঙুল
পথ ছিল দাঁড়িয়ে তোমার দু'চোখে জীবন আকুল
রেখে গেলে হৃদয়ের কান্নাধ্বনি মায়া
সেই পথ ঝরা পাতার শয্যায় রয়ে গেছে-

সূর্যের কাছে
দুলাল সরকার

আবার গর্জন করে উঠবে সময়----
নীরবতা ভাঙবে পাথর---- হাত পা ছুঁড়ে
আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদগিরণে উৎক্ষিপ্ত
হবে জঠর; মৃত্তিকা ফুঁড়ে সকল বৃক্ষের
ডালে ডালে,পাতায় পাতায় বায়ু প্রবাহে
উথাল-পাথাল হবে বৃক্ষ---- ইতিবাচক
মিছিলে সয়লাব হবে সমস্ত পথ----
তাকি জানো? জীবনের সৌন্দর্যের কথা ভেবে
জড়তা ভেঙে মনোজগৎ, অন্ধ ভাববাদ
হৃদয়ে গ্রথিত হবে মৃত্তিকা জীবন-----
সূর্যের কাছে নতজানু হবে মানুষ,
কারণ সে ধারণ করে বাঙালির বিজয় দিবস।

হর্ষে থাকার অভিপ্রায়ে হিংসে কেনো
শাহীন ইবনে দিলওয়ার

হর্ষে থাকার অভিপ্রায়ে হিংসে কেনো?
সমস্ত দিন ক্লেশে কাটুক ইচ্ছে যার
আনন্দলোক সাজিয়ে দেয়ার সামর্থ্য নেই?

স্বর্গসুখে কেউ নেই সাধুসঙ্গ বিরল
প্রহর অফেরতযোগ্য অক্ষমতা ধর্তব্য নয়
সবাই জ্ঞাত সহনশীল নিশ্চুপ লোকাচার

উপকরণ ছিলো কিন্তু ভেতরে অযথা নিনাদ
সঙ্গীত নেই হতদরিদ্র স্বেচ্ছায় বিষদগ্ধ
আক্ষেপে মুখ ফিরিয়ে নেয় ধৈর্যশীল

থাকতে পারলে একসময় পাথর হয়ে যেতো
ভাগ্য নিয়ে আসেনি অবয়ব পোড়খাওয়া
অমৃত হতো এখন লক্ষ্যহীন সদা ম্রিয়মান।

ওসমান হাদি
রুদ্র সাহাদাৎ

যুগে যুগে দেশে দেশে কোনো বিপ্লবীর মৃত্যু নেই-
প্রস্থান মানেই মৃত্যু নয়
চেয়ে দ্যাখো মেঠোপথ রাজপথজুড়ে
লক্ষ কোটি ওসমান হাদি- প্রিয় ভাই আমার
শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত চারদিক
অধিকার আদায়ে চিরচেনা মুখ
হৃদয়জুড়ে হয়ে গেছে আঁকা

রক্তজবার অঞ্জলি
উৎসর্গঃ ওসমান হাদী
গোলাম রববানী

দুইটি ঠোঁটের ভাঁজে ফেলে যাব কাঙ্খিত ফল
একদিন জেগে উঠবে উত্তাল সমুদ্রের বুক,
জোছনায় ভেজাবে সেদিন টলমল শিশিরের জল

হয়তো সাধুকে হাস্যোজ্জ্বল দেখাবে প্রভাত
মুখোশী ঠাকুরের শোষণ সব হবে অবসান
নীতিকথা কাঠ হবে, হবে জীবন শ্মশান।

ভীতি মরে যাবার সমান, হারায় বাঁচার অধিকার
যদি প্রাপ্তিটা আসে রক্তের প্লাবনে
বন্ধুর যমে কাল হবে সোনার দেহ
হাদির মতন হবে সত্য এবং উন্নত শির।

আমার দেশকে আমি বরণ করবো রক্তজবা গাছের তলে,
তখন কেউ বলবে, শুয়ে আছে পাশাপাশি দুই বীর

যেমন বিদ্রোহী কবি আর কালের বিপ্লবী বীর
ঢাকা থেকে গাজা, নব্বই দশক সাক্ষী
আসে বিশ্বে এমন রাজারা আচমকা
থেকে যায় বছর বছর যুগ যুগ কাল নিরবধি।

নদী নেই মানুষ আছে
আহাম্মদ উল্লাহ

প্রিয় তিতাস
সান্ত্বনা দাও।
ঢোল ভাঙ্গা শান্ত-মৃত
মানুষের চিহ্ন এঁটে গেছে বুকে তার।
সান্ত্বনা দাও
মেঘনা।
ফিনফিনে জোছনা
বেদে ও বেদেনীরা
সান্ত্বনা দাও।

চন্দন বিল, বামন্ধার বিল
সান্ত্বনা দাও
কঙ্কাল হল দেহ, যৌবনা নদীর
শত গল্প খঞ্জন বুকে নিয়ে।

আঁধার নেমে এলো বুকে
মানুষের বসন্তে
সকরুণ যবনিকা এক নদীর গল্পে গানে।
ঢোল ভাঙ্গা মৃত আজ
আশীবিষে।

আগুনের অনুবাদ
বশির আহমেদ

মানুষগুলো আবারো দাঁড়াতে হবে,
যেখান থেকে শুরু হলো হোমো ইরেক্টাস!
পোড়াবাড়ির শহরে
নিঃস্ব চোখের কথা বলে শীতার্ত সকাল।
আহারে জীবন,
দর্শন চর্চায় আমি আগুনের ধ্বংস দেখি না,
বরং আগুনকে বুঝতে না পারায় ধ্বংসের ভেতর
দিয়ে ফুটে উঠে
আগুনের অনুবাদ।
যারা হারিয়েছে তারা জানে,
যে মর্মিত হয় সে মানুষ,
এই শহর মানুষের হোক পাখির দুঃখ বুঝুক।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র মহান বিজয় দিবস উদযাপন





শেষ পৃষ্ঠায় পর

পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, বিশেষ অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ফেচুগঞ্জ উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাস্টি সদস্য ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার'র প্রধান নির্বাচন কমিশনার আজিমুর রহমান বোরহান, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের বোর্ড অব ট্রাস্টি ছদরুন নুর, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী ও আব্দুস শহীদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক ও বাংলাদেশ সোসাইটির ইনক-এর সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি মকবুল রহিম চুনুই, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকানের সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি এডভোকেট নাসির উদ্দিন, লাখাই ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম তালুকদার, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, ফেচুগঞ্জ অর্গানাজেশন এর সভাপতি মাহবুব আলম, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট্রের-এর সভাপতি সাব্বির হোসেন ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ডার মনজুর আহমেদ প্রমুখ।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দুআ করেন কমিউটি অ্যাক্টিভেস্ট জালাল চৌধুরী । গীতা পাঠ করেন সুরজিত কিশোর দাশ চৌধুরী। এরপর বাংলাদেশের ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং শহীদের স্মরণে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক মোঃ লোকমান হোসেন লুকু, সহ-সভাপতি শামীম আহমেদ, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আলম, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোঃ ফজল খান, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কাজী রবীউজ্জামান, ভাইস চেয়ারম্যান জামাল উদ্দিন, মোঃ রেজাউল করিম, রেজা আহমদুল্লাহ, বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন কমিশনার ছাত্র নেতা আব্দুল জলিল চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কবিতা আবৃত্তি করেন কবি আবু তাহের চৌধুরী ও সুরজিত কিশোর দাশ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত মুক্তিযোদ্ধার হাতে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয়। তারা হলেন- বীর মুক্তিযোদ্ধা যথাক্রমে নুরুল ইসলাম, মোঃ জাওয়াদ আলী, মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, আব্দুল বাসিত চৌধুরী, বাবরুল হোসেন বাবুল ও মোঃ মতিউর রহমান প্রমুখ।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সাইফুদ্দিন আহমেদ শামীম, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতির সাবেক সদস্য আসফাকুল হক চৌধুরী, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির কার্যকারী সদস্য শফিকুর রহমান, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের বোর্ড অব ট্রাস্টি মেম্বার মিয়া মোঃ আলতাফ হোসেন, বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট জালাল চৌধুরী, বিয়ানীবাজার সমিতির উপদেষ্টা গুহর চৌধুরী কিনু, বাংলাদেশ সোসাইটির অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্কের সাধারণ সম্পাদক শেখ ওলি আহাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক দিপনকর দে, প্রচার সম্পাদক ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সদস্য শেখ শফিকুর রহমান, সিলেট জেলা সমিতি ইউএসএ'র আহ্বায়ক কফিল চৌধুরী, সদস্য সচিব সাজন খান, শামসুল ইসলাম, মোঃ আবু জাফর, সরকার এ মজিদ, এম এ নাসির, জাহাঙ্গীর আলম, জিল্লুর রহমান, মোঃ আব্দুর রউফ, বিজয় কৃষ্ণ সাহা প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية

ALAM MEDICAL

লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।

Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician



আমাদের সেবাসমূহ :

- হেলথ চেকআপ।
- দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
- রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
- নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

দেশে প্রবাসী আয়ে রেকর্ড ঢল: ডিসেম্বরের প্রথম ২৭ দিনে এলো ৩৩ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দেশে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স প্রবাহে ঢল নেমেছে। চলতি মাসে উল্লেখযোগ্য হারে রেমিট্যান্স আসছে দেশে। ডিসেম্বরের প্রথম ২৭ দিনে ২৭৫ কোটি মার্কিন ডলার আয় পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা দেশীয় মুদ্রায় ৩৩ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১২২ টাকা হিসেবে)।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য জানিয়েছেন।

ব্যাংক সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা, রেমিট্যান্স প্রবাহ যেভাবে চলমান রয়েছে, তাতে ডিসেম্বর মাস শেষে ৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি মাসের ১ থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ২৭৫ কোটি ২০ লাখ ডলার। গত বছরের একই সময়ে এসেছিল ২৪০ কোটি ৮০ লাখ ডলার। সে হিসাবে ১৪ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবাসী আয় বেড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে ১ হাজার ৫৭৯ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। গত বছরের একই সময়ে ১ হাজার ৩৫৪ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। সে হিসাবে প্রায় ১৬ দশমিক ৬ শতাংশ প্রবাসী আয় বেড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ভাষ্য, হুন্ডি প্রতিরোধে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্যোগ, প্রণোদনা এবং ব্যাংকিং চ্যানেলের উন্নতি প্রবাসী আয় বাড়াতে বড় ভূমিকা রেখেছে। এতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভেও স্বস্তি বিদ্যমান রয়েছে।

শিকাগোতে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন ঠেকাল যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট



ছবি: রয়টার্স

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শিকাগো শহরে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের উদ্যোগে সাময়িকভাবে বাধা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী কঠোর অভিযানের অংশ হিসাবে নেওয়া এই সিদ্ধান্তকে আদালত আপাতত অবৈধ বলে মন্তব্য করেছে।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দেওয়া এক আদেশে দেশটির সর্বোচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের সেই রায় বহাল রাখে, যেখানে ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের শিকাগো শহরের রাস্তায় ন্যাশনাল গার্ড নামানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল।

আদালতের স্বাক্ষরবিহীন আদেশে বলা হয়, প্রাথমিক পর্যায়ে সরকার এমন কোনো আইনি ক্ষমতার উৎস দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, যা ইলিনয়ে সামরিক বাহিনীকে আইন প্রয়োগের অনুমতি দেয়।

তবে আদালতের তিন রক্ষণশীল বিচারপতি– স্যামুয়েল আলিটো, ক্লারেন্স থমাস ও নিল গরসাচ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন।

চলতি বছরে ট্রাম্প প্রশাসন ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত তিনটি শহর–লস অ্যাঞ্জেলেস, ওয়াশিংটন ও মেমফিসে–ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করে। তবে পোর্টল্যান্ড ও শিকাগোতে সেনা মোতায়েনের চেষ্টা আদালতের ছগিতাদেশে আটকে যায়।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রতিক্রিয়ায় হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যাবিগেইল জ্যাকসন বলেন, ফেডারেল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সুরক্ষা দিতে এবং দাঙ্গাকারীদের দ্বারা ফেডারেল ভবন ও সম্পত্তি ধ্বংস ঠেকাতেই প্রেসিডেন্ট ন্যাশনাল গার্ড সক্রিয় করেছিলেন।

তিনি আরও বলেন, আজকের রায়ে সেই মূল উদ্দেশ্য থেকে সরকার সরে আসেনি।

অন্যদিকে ইলিনয়ের ডেমোক্র্যাট গভর্নর জেবি প্রিটজকার এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে একে ইলিনয় ও আমেরিকান গণতন্ত্রের জন্য ধারাবাহিক ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে এবং কর্তৃত্ববাদী পথে এগিয়ে যাওয়া ঠেকাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর আগে দুটি নিম্ন আদালত শিকাগোতে সেনা মোতায়েন ঠেকানোর পর ট্রাম্প প্রশাসন জরুরি ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিল। ওই আবেদনে সলিসিটর জেনারেল জন সাওয়ার দাবি করেন, শিকাগোতে ফেডারেল এজেন্টরা নিরবচ্ছিন্ন জনতার সহিংসতার হুমকির মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনে আদালতের বাধা প্রেসিডেন্টের ক্ষমতায় অযথা হস্তক্ষেপ এবং এতে ফেডারেল কর্মী ও সম্পত্তি ঝুঁকির মুখে পড়ছে।

রক্ষণশীল বিচারপতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও সুপ্রিম কোর্টে এটি ট্রাম্পের জন্য একটি বিরল পরাজয় বলে মনে করা হচ্ছে।

এই সিদ্ধান্ত ক্যালিফোর্নিয়া ও ওরেগনে চলমান মামলাগুলোর ওপর কী প্রভাব ফেলবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। ওই দুই অঙ্গরাজ্যও ন্যাশনাল গার্ডের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।

এর আগে অভিবাসনবিরোধী অভিযানের জেরে সৃষ্ট বিক্ষোভ দমনে ট্রাম্প লস অ্যাঞ্জেলেসে ন্যাশনাল গার্ড পাঠান। যদিও এক জেলা বিচারক সেই মোতায়েনকে অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন, পরে আপিল আদালত তা বহাল রাখার অনুমতি দেয়।

বর্তমানে শিকাগো এলাকায় প্রায় ৩০০ ন্যাশনাল গার্ড সদস্য সক্রিয় অবস্থায় থাকলেও তারা কোনো সরাসরি অভিযানে অংশ নিচ্ছেন না।

এমপি হতে জামায়াত জোটে

২-এর পৃষ্ঠায় পর

দেওয়া নেতারা ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সংসদ সদস্য (এমপি) হওয়া, ক্ষমতার সঙ্গে চলার আশা সবারই থাকে। এনসিপি এর বাইরে হয়তো যেতে পারেনি। মূলত রাজনৈতিক আশা থেকেই জোটে যাওয়া না যাওয়ার রাজনীতি দেশে জাতীয় নির্বাচনের আগে জমে উঠেছে। এবারও তাই হয়েছে। কারণ, এমপি হওয়ার, মন্ত্রী হওয়ার ও ক্ষমতার কাছে থাকার মতো ব্যাপারগুলোতে নেতারা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে ওঠার নজির স্থাপন করতে পারেননি এ দেশে। তাই ভোটের আগে ছোট দলগুলো আশ্রয়ের খোঁজে বড় দলগুলোর সঙ্গে জোট বাঁধে। জাতীয় নির্বাচনের আগে সবসময়ই দেশের রাজনীতিতে জোটের রাজনীতি চাঙ্গা হয়ে ওঠে, এবারও রমরমা হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দাবি, এমপি হবেন, মন্ত্রী হবেন ও ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে পারবেন এমন আকাঙ্ক্ষায় ভোটের আগে জোট হয়। এবারও এর ব্যত্যয় হয়নি। এগুলো বাদ দিতে পারলে ভিন্ন রাজনৈতিক চিত্র পাওয়া যেত। এখন এটি বলা যায়, এমপি হতে জামায়াত জোটে এনসিপি-এলডিপি। বিশ্লেষকদের মতে, এনসিপির ৩০ নেতার চাওয়াকে গুরুত্ব না দিয়ে জামায়াত জোটে দলটির যোগ দেওয়া জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের পক্ষের মানুষগুলোকে হতাশ করেছে। একেবারেই ব্যক্তিস্বার্থে এলডিপি-জামায়াত জোটভুক্ত হলেও এমপি হতে এনসিপির এমন সিদ্ধান্ত ঠিক হয়নি। কারণ, একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এ দেশে এনসিপির জন্ম হয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলেন, এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম গত ২৯ সেপ্টেম্বরও জনসমক্ষে বলেছেন, এনসিপি কোনো জোটে যাবে না। নিজস্ব অবস্থানে থেকেই রাজনীতি করবে। জামায়াতের সঙ্গে আন্দোলনের বিষয়টিও তিনি নাকচ করেন। ওইদিন ঢাকায় দলের সমন্বয় সভায় এ মন্তব্য করে নাহিদ বলেন, 'জাতীয় ও গণপরিষদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছি।'

এ প্রসঙ্গে সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে রাজনীতি করার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করে কোনো দলের পথ নীতিতে রাজনীতি করতে হয়। সবার আগে দেশের ও জনগণের স্বার্থে রাজনীতি করলে অদূরদর্শী রাজনীতি করা অসম্ভব ব্যাপার।'

বিএনপি জামায়াতের সঙ্গে সখ্য গড়াকে ইস্যু করে এলডিপির শীর্ষ নেতা কর্নেল (অব.) অলি আহমদ ২০০৬ সালে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ছেড়ে চলে যান। অবশ্য, বিএনপি ছেড়েই তিনি এলডিপি গড়েন। কর্নেল অলির বিএনপি ছাড়ার পেছনে মূল বিষয় ছিল ব্যক্তিস্বার্থ। তার আসনে জামায়াতকে ছেড়ে দেওয়া ও পরে মন্ত্রী না বানানোর গোস্বা থেকে বিএনপি ছাড়েন তিনি।

সর্বশেষ জামায়াতের সঙ্গে কর্নেল অলির জোটভুক্ত হওয়ার ঘটনা দেশের প্রায় সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে অবাক করে দিয়েছে। জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির জোটভুক্ত হওয়ার ব্যাপারটিও দেশের রাজনীতিতে আলোচিত ঘটনা। এ ঘটনায় এনসিপির একাধিক নারী নেত্রী চরম বিরোধিতা করেন। এ ছাড়া এই সমঝোতার বিরোধিতা করে দলের আহ্বায়কের কাছে চিঠি দিয়েছেন ৩০ জন নেতা। তাদের বেশ কয়েকজন ইতিমধ্যে এনসিপি থেকে পদত্যাগ করেছেন। এনসিপির অন্যতম নেতা ডা. তাসনিম জারা জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির জোটের সমালোচনা করে স্বতন্ত্র নির্বাচন করার ঘোষণা দেন।

গতকাল রবিবার বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান জরুরি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে জানান, এলডিপি ও এনসিপি জামায়াতের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছে। তিনি জানান, এনসিপি দলীয় বৈঠক করে জোটে যোগ দেওয়ার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাব জানাবে। শফিকুর রহমান বলেন, 'আগে আটটি দল জামায়াতের সঙ্গে ছিল। আর দুটি দল আজ (গতকাল) যোগ দিল। আরও দল আমাদের সঙ্গে সমঝোতার আগ্রহ দেখিয়েছে। তবে এই মুহূর্তে সেটি সম্ভব হচ্ছে না।' জামায়াত আমির বলেন, 'জোটের অধিকাংশ আসন নিয়ে সমঝোতা হয়েছে। কয়েকটি এখনো বাকি আছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর এগুলো ঠিক করা যাবে।'

গণঅভ্যুত্থানের পর জামায়াতের সঙ্গে আসন সমঝোতার ভিত্তিতে সব আসনে একক প্রার্থী দেওয়ার আলোচনা শুরু করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)। এ সাত দলের পর জোটে যোগ দেয় বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি। জামায়াতসহ এই আটটি দল বিভিন্ন দাবিতে অভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে টানা অনেক দিন মাঠে ছিল। নতুন করে এনসিপি ও এলডিপি নির্বাচনী সমঝোতায় যুক্ত হওয়ায় এখন দলের সঙ্গে সংখ্যা দাঁড়াল ১০টিতে।

এনসিপির জোট বাঁধা নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক আব্দুল কাদের বলেন, 'আগস্টের ৫ তারিখ রাতে জামায়াত নেতার বাসায় মিটিং দিয়ে যেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, সেটা আজকে এসে পূর্ণতা পাইছে। এ দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় যারা নিরলস পরিশ্রম করেছেন, তাদের জানাই অভিনন্দন। তবে নাহিদ ইসলামরা মানুষের আবেগ নিয়ে এভাবে প্রতারণা না করলেও পারতেন।' গতকাল ফেসবুকে প্রতিক্রিয়ায় এ কথা বলেন কাদের।

এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন বলেছেন, কয়েকজনের পদত্যাগে দলে কোনো প্রভাব পড়বে না। গতকাল সকালে ফ্যাসিবাদী আমলের নিপীড়নমূলক মামলায় জামিন নিতে আদালতে গিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, 'জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আসন সমঝোতা বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। আলোচনা চলমান রয়েছে।'

এক স্লিপ

শেষ পৃষ্ঠায় পর

ক্ষেত্রে, কোন সংগঠনের ক্ষেত্রে নয়। এই ভুলটি আমরা লক্ষ্য করি বিভিন্ন সংগঠনের সভা-সমাবেশেও। সেখানে কর্মকর্তারা বা বক্তারা তাদের বক্তব্যের সময় 'সংগঠনের গঠনতন্ত্র' শব্দ-ই উচ্চারণ করেন বেশী। যা সঠিক নয়। বিষয়টি সংশ্লিস্টরা ভেবে দেখবেন কি?

২৮ ডিসেম্বর ২০২৫

ওসমান হাদি হত্যা মামলা

আ.লীগ সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাচ্ছেন গোয়েন্দারা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জুলাই যোদ্ধা ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাচ্ছেন গোয়েন্দারা। নিখুঁতভাবে কাটআউট পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয় পুরো হত্যা মিশন। খুনিরা ভেবেছিল কেউ কিছুই বুঝতে পারবে না। তবে মাঠপর্যায়ে গোয়েন্দাদের অনুসন্ধান ও তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একে একে বেরিয়ে আসছে হাদি হত্যার মাস্টারমাইন্ডদের নাম। হত্যা মিশনে সরাসরি অংশ নেয় কারা, অর্থের জোগান দিয়েছে কারা; কে, কখন, কিভাবে শুটারদের সহায়তা করেছে-সব তথ্যই উঠে আসছে তদন্তে। তবে ওসমান হাদির মূল শুটার ফয়সাল করিম মাসুদ ও তার সহযোগী আলমগীর এখনো অধরা। সূত্র বলছে, ফয়সাল ও আলমগীর বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছে।

তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ওসমান হাদি হত্যার মূল ছক কষা হয় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে বসে। পলাতক আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ঘটে এ হত্যা। মানব পাচারকারী ফিলিপের মাধ্যমে খুনিদের নিরাপদে সীমান্তের ওপারে নিয়ে যায় ভারতে অবস্থানকারী যুবলীগ নেতা তাইজুল ইসলাম চৌধুরী ওরফে বাপ্পি। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, বাপ্পির ভগিনীপতি আমিনুল ইসলামের মাধ্যমে ১২ ডিসেম্বর দুপুরে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট সীমান্তের মানব পাচারকারী ফিলিপের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাপ্পি। আমিনুলের মাধ্যমে ফিলিপের কাছে টাকাও পাঠানো হয়। ওই দিন গভীর রাতে ফয়সাল ও আলমগীরকে সীমান্ত পার করার বিষয়টি বাপ্পিকে নিশ্চিত করে ফিলিপ। পুরো বিষয়টি স্বল্প সময়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

গোয়েন্দাদের অনুসন্ধান বলছে, বাপ্পি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর। ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদকও ছিলেন তিনি। ঢাকা-১৬ আসনের সাবেক এমপি পলাতক আওয়ামী লীগ নেতা ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহর রাজনীতি করেন বাপ্পি। এই সিন্ডিকেটের সঙ্গে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর কবির নানকেরও যোগসূত্র রয়েছে।

তবে এ বিষয়ে মুখ খুলতে চাচ্ছেন না ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের দায়িত্বশীলরা। যুবলীগ নেতা তাইজুল ইসলাম চৌধুরী ওরফে বাপ্পির সম্পৃক্ততার বিষয়ে জানতে চাইলে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা) মো. শফিকুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, তদন্তাধীন বিষয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা আমিনুলকে গ্রেফতার করেছি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছি।

ডিবির তদন্তসংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেছেন, হাদি হত্যায় গ্রেফতার ১১ জনের মধ্যে ৬ জন দায় স্বীকার করে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছে। বর্তমানে দুজন ডিবির কাছে রিমান্ডে আছে। তারা হলো মো. কবির ও আমিনুল। অন্যদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ফয়সালের ব্যাংক হিসাবে ৬৫ লাখ টাকার এফডিআর রয়েছে উল্লেখ করে ওই কর্মকর্তা বলেন, ব্যাংকে বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে। এছাড়া উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের ব্যালিস্টিক পরীক্ষার জন্য সিআইডিতে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

এর আগে, ওসমান হাদির খুনিদের পালাতে সহায়তার অভিযোগে সীমান্ত থেকে গ্রেফতার দুই আসামি সিবিয়ন দিউ ও সঞ্জয় চিসিমকে দুই দফায় রিমান্ড শেষে শুক্রবার কারাগারে পাঠানো হয়।

এক সপ্তাহে ৭১ হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত

শেষ পৃষ্ঠায় পর সৃষ্টি হচ্ছে।

নিউইয়র্ক স্টেট হেলথ কমিশনার ডা. জেমস ম্যাকডোনাল্ড বলেন, রাজ্যজুড়ে হাসপাতালের সক্ষমতা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, শীতের মৌসুমে একসঙ্গে একাধিক শ্বাসতন্ত্রজনিত ভাইরাস সক্রিয় থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। তবে সময়মতো টিকা নেওয়া, অসুস্থ হলে ঘরে থাকা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব।

স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, চলতি বছর এখন পর্যন্ত নিউইয়র্কে মোট ১ লাখ ৮৯ হাজার ৩১২টি ফ্লু পজিটিভ কেস রিপোর্ট হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্কুল খোলা থাকা, ছুটির মৌসুমে পারিবারিক ও সামাজিক জমায়েত এবং শীতের ঠান্ডা আবহাওয়াউসব মিলিয়ে সংক্রমণ দ্রুত ছড়াচ্ছে।

ছুটির মৌসুম শুরুর আগেই রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগ ফ্লু, আরএসভি ও কোভিড একসঙ্গে বাড়ার আশঙ্কা করে সম্ভাব্য 'ট্রিপলডেমিক'-এর সতর্কতা দিয়েছিল। সেই আশঙ্কাই এখন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে বলে মনে করছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

ডিসেম্বরের শুরুতে নিউইয়র্কে ফ্লুকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'প্রেভ্যালেন্ট' ঘোষণা করা হয়। এর ফলে হাসপাতাল ও নার্সিং হোমসহ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে টিকা না নেওয়া কর্মীদের রোগীদের সংস্পর্শে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জোর দিয়ে বলছেন, ফ্লু প্রতিরোধে বার্ষিক ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়াই সবচেয়ে কার্যকর উপায় এবং এখনো টিকা নেওয়ার সময় শেষ হয়নি। পাশাপাশি নিয়মিত সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড হাত ধোয়া, চোখ-নাক-মুখে অযথা হাত না দেওয়া, অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা, অসুস্থ হলে কর্মস্থল বা স্কুলে না যাওয়া এবং কাশি-হাঁচির সময় মুখ ঢেকে রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগ সতর্ক করেছে, উচ্চঝুঁকির ব্যক্তি বিশেষ করে বয়স্ক, শিশু, গর্ভবতী নারী ও দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে ফ্লু মারাত্মক রূপ নিতে পারে। উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া এবং প্রয়োজনে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এবং জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী ডাক্তার

INAMULHAQUE M SABOOR,MD

USCIS Designated Civil Surgeon
Board Certified Internal Medicine



সেবাসমূহ

- জেনারেল চেক আপ
- ডায়াবেটিস
- হাইপারটেনশন
- হাই কোলেষ্টরল, এজমা
- ইকেজি
- বয়স্ক ভেক্সিনেশান
- হজ্ব ভেক্সিনেশান
- ব্লাড টেষ্ট
- TLC EYE EXAM

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

Saboor Waizun Medical PC

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
Sat, Tues and Thursday: 12:00PM- 7:00PM

JAMAICA
87-12 167TH ST
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ
আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদান বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?



নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল

১০ হাজার ডলারের রিভেট

লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।



তোফায়েল চৌধুরী

স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন

এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে

GREE MECHANICAL YONKERS

আমাদের কল করুন
914-222-9477 or 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

শুভ উদ্বোধন

সানম্যান-এর নতুন লোকেশন

29-13 36 Ave, Long Island city, NY-11106

sunman express
global money transfer

সানম্যান এক্সপ্রেস -এর এস্টোরিয়া ব্রাঞ্চের স্থান পরিবর্তন ও নতুন লোকেশনের শুভ উদ্বোধন করতে যাচ্ছি আমরা।

উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি আন্তরিকভাবে কামনা করছি!



8th NOVEMBER| FRIDAY 2:00 PM

718-729-0600

বিনীত নিবেদকঃ
মাসুদ রানা তপন
প্রেসিডেন্ট ও সিইও, সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস



TiME TV PLUS
TV BOX ১৫০+ চ্যানেল

নন-স্টপ বিনোদনকে হ্যালো বলুন





অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো

Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পৃষ্ঠ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- রেন্টাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন



Naresh Gehi, Esq.

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :

SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher

MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:

Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

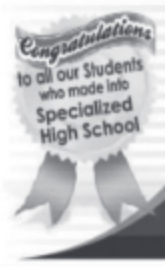
SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on

K-6 & Common Core Regents Classes



Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Quality Education Is Our Priority!

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার

এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকা তে কোন নতুন ব্যবসা নতুনভাবে বিনিয়োগ মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা তারচেয়ে ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

ইচ্ছামতে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে যাতায়াত করতে পারেন।

দেশে কোন জোশপনীয় মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৮ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রাসাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit **2021** For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, *EA*
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

অর্ধশত আসনে বিদ্রোহী প্রার্থী নিয়ে চিন্তিত বিএনপি

৩-এর পৃষ্ঠায় পর

বিএনপি। এর মধ্যে কয়েকটি আসনে নিজ দলের প্রার্থীকে সরিয়ে জোটের প্রার্থীকে সমর্থন জানানো হয়েছে। আবার কোনো কোনো আসনে বয়স্ক, ঋণখেলাপিসহ আরও কিছু কারণে প্রার্থী বদল করা হয়েছে। ওইসব আসনে যোগ্যরা মূল্যায়িত হওয়ায় নেতাকর্মীদের মধ্যে স্বস্তি এলেও প্রায় অর্ধশত আসনে ক্ষোভ রয়েই গেছে। এসব আসনের বেশির ভাগ জায়গায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন নেতারা। আজ মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে তারা মনোনয়ন দাখিল করবেন।

যেসব আসনে রদবদল

গত কয়েক দিনের ধারাবাহিকতায় গতকাল রোববারও দেশের পাঁচটি আসনে মনোনয়ন রদবদল করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট ১৭টি আসনের মনোনয়ন পরিবর্তন করেছে দলটি। এর মধ্যে ঢাকা-১৭ আসনে সমমনা শরিক দল বিজেপি চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থকে দেওয়া হলেও এটি পরিবর্তন করা হয়েছে। এখানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নিজে নির্বাচন করবেন। পার্থকে ভোলা-১ আসনে চূড়ান্ত করা হয়েছে। সেখানে জেলা বিএনপির সভাপতি গোলাম নবী আলমগীরকে মনোনয়ন দিয়েছিল বিএনপি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনে সাবেক এমপি মুশফিকুর রহমানকে দল থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। বয়স ও অসুস্থতার কারণে তাঁর স্থানে বিএনপি নেতা কবির আহমদ ভূইয়ার মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে দলটি।

চট্টগ্রাম-৬ আসনে দল থেকে মনোনয়ন পেয়েছিলেন গিয়াস কাদের চৌধুরী। নানা বিতর্কের কারণে গতকাল সেখানে মনোনয়ন পরিবর্তন করে চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা গোলাম আকবর খোন্দকারকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয় বিএনপি।

এর আগে নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপি থেকে চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছেন আবুল কালাম। তিনি তিনবারের সংসদ সদস্য ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি। এর আগে এই আসনে মনোনয়ন পেয়েছিলেন ব্যবসায়ী মাসুদুজ্জামান মাসুদ।

স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে পারেন যারা

চট্টগ্রাম-১২ আসনে এস আলম গ্রুপের গাড়িকাণ্ডে দল থেকে বহিষ্কৃত ও বিতর্কিত নেতা এনামুল হককে মনোনয়ন দেওয়া নিয়ে নেতাকর্মীদের চাপে রয়েছে বিএনপি। এই আসনে কেন্দ্রীয় বিএনপির সাবেক সদস্য ও আওয়ামী লীগ আমলে গুমের শিকার সৈয়দ সাদাত আহমেদ আজ মনোনয়ন জমা দেবেন বলে জানা গেছে।

এলাকার বিএনপি নেতা আকরামুল ইসলাম সমকালকে বলেন, দল থেকে পরিচ্ছন্ন, শিক্ষিত, মার্জিতদের মূল্যায়ন করার আশ্বাস দেওয়া হলেও এই আসনে তার বিপরীত হয়েছে। এতে ফলাফল বিপর্যয় ঘটতে পারে।

নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনে বিএনপির প্রয়াত নেতা ফজলুর রহমান পটলের ছোট মেয়ে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট ফারজানা শারমিন পুতুলকে মনোনয়ন দিয়েছে দল। সেখানে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-দপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু স্বতন্ত্র নির্বাচন করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। এই নেতা বলেন, 'আমি আশা করছি, শেষ মুহূর্তে হলেও দল আমাকে মনোনয়ন দেবে। আর যদি মনোনয়ন না-ও দেয়, তাহলে এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবোই। সে লক্ষ্যে ভোটারদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছি। ব্যাপক সাড়াও পাচ্ছি।'

নোয়াখালী-৫ আসনে দল মনোনীত প্রার্থী ফকরুল ইসলামকে মনোনয়ন দেওয়ায় গতকাল বিএনপিকে উকিল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বরাবর মিরাজ উদ্দিন নামে এক ব্যক্তির পক্ষে এ নোটিশ পাঠিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ড. মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন বাবু। এই আসনে প্রার্থী বদল না হলে কেন্দ্রীয় নেতা বজলুর করিম চৌধুরী আবেদ স্বতন্ত্র নির্বাচন করবেন।

ঢাকা-১২ আসনে শুরুতে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল বিএনপি নেতা সাইফুল আলম নিরবকে। তাঁকে পরিবর্তন করে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাইফুল হককে আসনটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই আসনেও নিরব স্বতন্ত্র নির্বাচন করবেন।

এদিকে দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় সাবেক এমপি নুরুল কবির শাহীন দল থেকে পদত্যাগ করে স্বতন্ত্র নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি ময়মনসিংহ-৮ আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। এই আসনে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে লুৎফুল্লাহেল মাজেদকে।

পটুয়াখালী-৩ আসনে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুন নির্বাচন করার ঘোষণা আগেই দিয়েছেন। অন্যদিকে সদ্য যোগদানকারী রাশেদ খানের ঝিনাইদহ-২ আসনেও স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি ২০১৮ সালের নির্বাচনে এই আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করেছিলেন।

এর বাইরে কুষ্টিয়া-৪, জামালপুর-২, দিনাজপুর-২ আসনসহ অন্তত পঞ্চাশটির মতো আসনে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতারা।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তপশিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ আজ সোমবার। রিটার্নিং কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে রোববার পর্যন্ত। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের তারিখ ৫ থেকে ৯ জানুয়ারি। আপিল নিষ্পত্তির তারিখ ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২০ জানুয়ারি। প্রতীক বরাদ্দ ২১ জানুয়ারি এবং ভোটগ্রহণ ১২ ফেব্রুয়ারি।

অভ্যুত্থানের নারী মুখগুলো কেন এনসিপি নিয়ে ক্ষুব্ধ

৩-এর পৃষ্ঠায় পর

থেকে চ্যুত হয়েছেন। এ অবস্থায় তৃণমূল পর্যন্ত বিশেষ করে মনোনয়ন নেওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে এই জোট ঘোষণার মাধ্যমে প্রবঞ্চনা করা হয়েছে। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি প্রাথমিকভাবে নির্বাচন সময়ে পার্টির সব কার্যক্রম থেকে নিষ্ক্রিয় করছি। অবস্থা পুনর্বিবেচনাক্রমে যে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঘোষণা করছি।'

ঘোরতর আপত্তি সামান্থার

জামায়াতের সঙ্গে জোটের বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি থাকলেও দল থেকে পদত্যাগ করেননি সামান্থা শারমিন। জামায়াতের সঙ্গে রাজনৈতিক অবস্থান, দর্শনসহ কোনো সহযোগিতা বা সমঝোতায় যাওয়া এনসিপিকে কঠিন মূল্য চুকাতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

এনসিপির সঙ্গে জোটের বিষয়ে জামায়াতের সংবাদ সম্মেলন-পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় সামান্থা বলেন, 'জামায়াতে ইসলামীর প্রেস কনফারেন্স থেকে জানতে পারলাম এনসিপি আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছে। গণতান্ত্রিক সংস্কার জোটের আত্মপ্রকাশের দিন জোটের মুখপাত্র ও এনসিপির আহ্বায়কের বক্তব্য অনুযায়ী তা হওয়ার কথা নয়।'

সামান্থা বলেন, 'তৃতীয় শক্তি তৈরির উদ্যোগকে ব্যাহত করে এমন অবস্থান জাতীয় নাগরিক পার্টির মূলধারাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আমি এনসিপির এতদিনের সব বক্তব্যকে ধারণ করি। জাতীয় নাগরিক পার্টির কিছু মানুষ কিছু আসনের বিনিময়ে ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ বিকেল ৫.৩০-এ দলের মূল আকাঙ্ক্ষা থেকে বিচ্যুত হলো।' তিনি বলেন, 'যেহেতু আমি এনসিপির আনুষ্ঠানিক সব বয়ান সাবস্ক্রাইব করি, তাই আমি পদত্যাগ করার কোনো যৌক্তিকতা দেখছি না।'

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস এম আলী রেজা সমকালকে বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান থেকে শুরু করে এনসিপির গঠন প্রক্রিয়ায় নারী নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাদের এভাবে ছেড়ে চলে যাওয়া নবীন দলটির জন্য বড় হোঁচট।

দুই নেত্রী সঙ্গে থাকবেন- আশা নাহিদ ইসলামের

জামায়াতে ইসলামীসহ আট দলের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতার বিষয়টি জানাতে গতকাল রাতে বাংলামটরে এনসিপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। এ সময় এনসিপি থেকে নারীদের পদত্যাগ নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, কেউ দলে থাকবে কিনা বা নির্বাচন করবে কিনা, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।

জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা নিয়ে দুই নারীনেত্রীর পদত্যাগ ও কয়েকজন নেতার আপত্তি দলে ভাঙন আনছে কিনা, সেই প্রশ্ন করেন একজন সাংবাদিক। জবাবে নাহিদ ইসলাম বলেন, তারা দলের নির্বাহী পরিষদে আলোচনা করে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে জোটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, 'যারা বিরোধিতা করছে, তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলব। তাদের আরও বোঝানোর চেষ্টা করব। আশা করি, তারা এনসিপির এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে থাকবেন।'

এনসিপি থেকে পদত্যাগ করে যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন, সেই সব আসনে এনসিপি প্রার্থী দেবে কিনা- এমন প্রশ্নে নাহিদ ইসলাম বলেন, 'কে স্বতন্ত্র করছে, সেই অনুযায়ী এনসিপি প্রার্থী ঠিক করবে না। এনসিপির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সঙ্গে যারা ঐকমত্য, যারা মাঠে কাজ করেছেন, প্রার্থী হিসেবে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তারাই প্রার্থী হবেন।'

PROFESSIONAL JOB TRAINING

Are you ready to build a high-demand career in international trade?

We can train you to become a qualified candidate for a white-collar job

Job description

- Customs Entry Writer
- Import Compliance Manager
- Accounting Jobs

Program Details

- Duration: 1-Year Online Course
- Total: 48 Classes (2 Hours Each)
- Format: Live Online Training

Eligibility Requirements:

- Minimum 4-year bachelor's degree (or currently completing one) from a U.S. college/university or overseas must be needed.
- Applicants must qualify before enrolling in this professional training program.
- Training fee for a one-year program: $7500.00

Please contact:
Swati: 281-701-7457, FIRST97DAYS LLC
25325 Borough Park Dr. Suite 238, The Woodlands TX 77380

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(ফোস অফিস ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier

Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা যত্নের সঙ্গে ঔষধ দিয়ে থাকি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নিউইয়র্ক স্টেটের 'গ্রিন লাইট আইন' বহাল

শেষ পৃষ্ঠায় পর লাইসেন্স দেওয়ার এই আইন বাতিলের জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের করা মামলা খারিজ করে দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার অ্যালবানিতে দেওয়া রায়ে যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক অ্যান এম. নারদাচ্চি বলেন, ফেডারেল সরকারের দাবি প্রমাণে ট্রাম্প প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে।

আদালতের মতে, এই আইন ফেডারেল আইনের ওপর হস্তক্ষেপ করছে এমন অভিযোগ বা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে অবৈধ বৈষম্যের প্রমাণ হাজির করতে পারেনি প্রশাসন।

তবে রায়ে বিচারক নারদাচ্চি বলেন, ফেডারেল আদালতের আদেশ বা বৈধ ওয়ারেন্টের মাধ্যমে নিউইয়র্কের ড্রাইভার তথ্য এখনো ফেডারেল অভিবাসন কর্তৃপক্ষের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিচার বিভাগ এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করে। মামলায় আসামি করা হয় নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল এবং অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসকে।

মামলা ঘোষণার সময় যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল প্যাম বন্ডি অভিযোগ করেন, ডেমোক্র্যাট নেতৃত্বাধীন নিউইয়র্ক প্রশাসন "আমেরিকান নাগরিকদের চেয়ে অবৈধ অভিবাসীদের অগ্রাধিকার দিচ্ছে।"

রায়ের পর এক বিবৃতিতে অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস বলেন, "শুরু থেকেই আমি বলেছি আমাদের আইন সব নিউইয়র্কবাসীর অধিকার রক্ষা করে এবং আমাদের কমিউনিটিকে নিরাপদ রাখে। আমি সব সময় নিউইয়র্কবাসী ও আইনের শাসনের পক্ষে থাকব।"

২৩ পৃষ্ঠার রায়ে বিচারক নারদাচ্চি স্পষ্ট করেন, আদালতের কাজ কোনো নীতির ভালো-মন্দ বিচার করা নয়। বরং প্রশ্ন ছিল এই আইন কি যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সুপ্রিমেসি ক্লজ লঙ্ঘন করছে কি না। তিনি লেখেন, প্রশাসন এমন কোনো সাংবিধানিক লঙ্ঘনের প্রমাণ দিতে পারেনি। এই 'গ্রিন লাইট আইন' মূলত সড়ক নিরাপত্তা বাড়ানোর লক্ষ্যেই প্রণয়ন করা হয়। লাইসেন্স না থাকা অনেক চালক পরীক্ষা ছাড়াই গাড়ি চালাতেন এই ঝুঁকি কমাতেই আইনটি কার্যকর করা হয়। পাশাপাশি, এই লাইসেন্সধারীদের গাড়ির বীমা পাওয়া সহজ হওয়ায় বীমাহীন দুর্ঘটনার সংখ্যাও কমে।

আইন অনুযায়ী, যাদের বৈধ সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর নেই, তারা বিকল্প পরিচয়পত্র হিসেবে বৈধ পাসপোর্ট বা নিজ দেশের ড্রাইভিং লাইসেন্স জমা দিতে পারেন। তবে সবাইকে পারমিট নিতে হয় এবং রোড টেস্ট পাস করেই স্ট্যান্ডার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয়। এই আইন বাণিজ্যিক ড্রাইভিং লাইসেন্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ট্রাম্প প্রশাসন মামলায় দাবি করেছিল, এই আইন ফেডারেল অভিবাসন আইনের ওপর "সরাসরি আঘাত" এবং এতে ফেডারেল কর্তৃপক্ষের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে, আইনে এমন একটি ধারা রয়েছে যার আওতায় কোনো ফেডারেল অভিবাসন সংস্থা কারও তথ্য চাইলে, তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানাতে হবে। এর আগে ২০২০ সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে, নিউইয়র্ককে চাপ দিতে রাজ্যের বাসিন্দাদের ট্রাস্টেড ট্রাভেলার প্রোগ্রাম থেকে বাদ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তৎকালীন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমো সীমিতভাবে ড্রাইভিং রেকর্ডে ফেডারেল প্রবেশাধিকার দিতে রাজি হলেও, অভিবাসীদের বিশেষ লাইসেন্সের আবেদন তালিকা দিতে অস্বীকৃতি জানান। শেষ পর্যন্ত আইনি লড়াইয়ের পর নিউইয়র্কবাসীদের সেই সুবিধা ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

নিউইয়র্কে মেট্রোকার্ড যুগের অবসান

শেষ পৃষ্ঠায় পর করেই ভাড়া পরিশোধ করতে পারবেন।

পরিবহন কর্তৃপক্ষের দাবি, বর্তমানে সাবওয়ে ও বাসযাত্রার ৯০ শতাংশেরও বেশি ভাড়া ইতিমধ্যেই এই ট্যাপ-অ্যান্ড-গো ব্যবস্থায় পরিশোধ করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে চালু হওয়া OMNY ব্যবস্থা লন্ডন, সিঙ্গাপুরসহ বিশ্বের বহু বড় শহরের আদলে তৈরি।

যাতায়াতের অভ্যাস বদলে দিয়েছিল মেট্রোকার্ড : আজ অচল মনে হলেও একসময় মেট্রোকার্ড ছিল যুগান্তকারী। ব্রুকলিনের নিউ ইয়র্ক ট্রানজিট মিউজিয়ামের কিউরেটর জোডি শ্যাপিরো জানান, টোকেন থেকে কার্ডে রূপান্তর নিউ ইয়র্কবাসীর যাতায়াতের চিন্তাধারাই বদলে দিয়েছিল।

১৯৫৩ সালে চালু হওয়া পিতলের টোকেন তারও আগে, ১৯০৪ সালে সাবওয়ে শুরু হলে কাগজের টিকিটের দাম ছিল মাত্র পাঁচ সেন্ট। টোকেন ব্যবস্থার কার্যকারিতা থাকলেও মেট্রোকার্ড প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত খুলে দেয়।

শুরুর দিকে কার্ড সোয়াইপ করা নিয়ে যাত্রীদের বিভ্রান্তি কাটাতে ব্যাপক প্রচার চালাতে হয় পরিবহন কর্তৃপক্ষকে। সঠিক কোণ ও গতিতে কার্ড সোয়াইপ করা একসময় যেন "আসল নিউ ইয়র্কার" হওয়ার পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়।

সংগ্রাহকদের কাছে স্মৃতির ধন : বিশেষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত মেট্রোকার্ড দ্রুতই সংগ্রাহকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ২০০০ সালের ওয়ার্ল্ড সিরিজে নিউ ইয়র্ক মেটস ও ইয়াঙ্কিজের 'সাবওয়ে সিরিজ' থেকে শুরু করে ডেভিড বোউই, উ-ট্যাং ক্ল্যান, নটোরিয়াস বি.আই.জি., এলএল কুল জে-র মতো শিল্পীরা জায়গা পেয়েছেন এই প্লাস্টিক কার্ডে।

ব্রঙ্কসের সংগ্রাহক লেভ রাডিন বলেন, "এই কার্ডগুলো শুধু ল্যান্ডমার্ক নয়, নিউ ইয়র্কের মানুষ আর সংস্কৃতিকেই তুলে ধরে।"

মেট্রোকার্ডের তুলনায় OMNY (ওমনি) ব্যবস্থায় যাত্রীদের মানিয়ে নিতে খুব বেশি অসুবিধা হয়নি। যাঁরা ব্যাংক কার্ড বা স্মার্টফোন ব্যবহার করতে চান না, তাঁরা রিচার্জযোগ্য OMNY কার্ড কিনতে পারবেন। এছাড়া, পুরনো মেট্রোকার্ডে থাকা ব্যালান্স ২০২৬ সাল পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে।

পরিবহন সংস্থার হিসেব অনুযায়ী, এই পরিবর্তনে বছরে অন্তত ২০ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হবে। নতুন ব্যবস্থায় সাত দিনের মধ্যে ১২ বার যাত্রা করলে ভাড়া সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যায়ড়২০২৬ সালের জানুয়ারিতে ভাড়া বেড়ে ৩ ডলার হলে সাপ্তাহিক সর্বোচ্চ খরচ হবে ৩৫ ডলার।

তবে সব পরিবর্তনের মতোই উদ্বেগও আছে। কিছু সমালোচক তথ্য সংগ্রহ ও নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

বয়স্ক যাত্রীদের উদ্বেগ

টাইমস স্কোয়ারের কাছে এখনও হাতে গোনা কিছু যাত্রী মেট্রোকার্ড ব্যবহার করছেন। ৭০ বছর বয়সি ম্যানহাটনের বাসিন্দা রোনাল্ড মাইনর বলেন, "আমাদের মতো বয়স্কদের জন্য এটা কঠিন। মেশিন সরিয়ে দিলে মনে হয় আমরাও যেন বাদ পড়ে যাচ্ছি।"

অন্যদিকে, জন সাকেত্তি নামে এক যাত্রী জানান, কার্ড সোয়াইপ করার সময় ব্যালান্স দেখতে পাওয়াটা তাঁর পছন্দ। তবে তিনি আশাবাদী, "অভ্যেস হয়ে গেলে ঠিকই মানিয়ে নেওয়া যাবে।"

MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services
Tax
Accounting
Immigration
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant
167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

আবশ্যক

দোভাষী আবশ্যকঃ ম্যাডিকেল অফিসে দোভাষী আবশ্যক। ৩৫ ডলার ঘন্টা দুই ঘন্টা মিনিমাম। বাংলা- ইংরেজী।
Ebt Associates. Text করুন ৯১৭ ৫৭৫ ৬১২৫

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই: ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-CS), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগ:
abdurrahman.bd144@gmail.com (পাত্র নিজে)

পাত্র চাইঃ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএসএ সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যাদের স্টুডেন্ট ভিসা আছে তাদের কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কল করুন-৩৪৭-৪০০-৮৮০১.

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯ অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুম ভাড়াঃ
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭ সাবওয়ের সন্নিকটে এলমহার্স্ট এভিনিউতে ফার্নিচারসহ দোতলায় ১টি রুম কর্মজীবী পুরুষের নিকট ১লা এপ্রিল হতে ভাড়া হবে। কিচেন, বাথ শেয়ারে। ফোনঃ ৩৪৭-৬২৬-৯০১৮.

রুম ভাড়াঃ
জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ে এবং সিটি ব্যাংকের নিকটে আলাদা একটি বড় রুম ভাড়া হবে অধূমপায়ী ব্যাচেলর এর নিকট এখনই। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৩০২-৩২২০

রুম ভাড়া :
হিলসাইড ২৪১ স্ট্রিট ও ৮৭ এভিনিউ বেলরোজে সেমিবেসমেন্টে ১টি বেডরুম একজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। বাসার নিকট কিউ-৪৩ বাস। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯- ৭৫৩৩, ৩৪৭-৬৬৪-৩৭৭৬.

রুম ভাড়াঃ
১লা এপ্রিল থেকে জ্যামাইকায় ১৭৩ স্ট্রীটে একজন অধূমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারের নিকট একটি রুম ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার। ভাড়া ৬৫০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৩০৬- ৮৬৬৩.

রুম ভাড়াঃ
১লা মে থেকে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ৮৮-২১ ১৭০তম স্ট্রিট ১ম তলা, জ্যামাই-কার রুম ভাড়া। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৩-৮২৭৫, ৩৪৭-৫৯৩-৬৬১২

রুম ভাড়াঃ
৩৪-১০, ৮৪ স্ট্রীট, ৭ ট্রেন, কিউ-৩২/৩৩ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় একটি
বড় রুম, দুই জন কর্মজীবী মুসলিম বা স্বামী-স্ত্রীর নিকট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৩৮-৭৬৬৬.

রুম ভাড়াঃ
ইস্টএলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে এক তলায় ছেলেদের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ব্রঙ্কসের ৬ ট্রেন এর জেরেগা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টার এর পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭- ৭৪৮-৮৭৪৫। সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা।

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:
প্রাইম লোকেশনে ১লা মার্চ থেকে সম্পুর্ন নিরাপদ ও ভালো পরিবেশে ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য। ১জন স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবী বাঙালি নারীর জন্য এক রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ:
105-10 217th Lane Queens village NY-11429 Subway E/F to Bus Q110 Q2 LIRR
Mobile. 646-934-3056

বাড়ি ভাড়াঃ
উডহ্যাভেনে দুই বেডরুমের একটি বড় বাসা সাবওয়ের কাছে ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯০৭-৪০০৮, ৯২৯-৩৯৩-১৪৬৪.

বাসা ভাড়াঃ
১৬৪-৪ th Street, Hicksvill, NY 11108, সুন্দর মনোরম পরিবেশে (ব্রান্ডনিউ) হার্ট অফ হিক্সবিল মিডিল স্কুল এবং হাই স্কুল সাথে, হিক্সভিল সাবওয়ের কাছে। তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬৪৬-৯৮৩-৫৭৪৯.

বাসা ভাড়াঃ
৮১-১৫, ১৩৮ স্ট্রীট, ব্রায়ারউড (কিউ গার্ডেন সাবওয়ের সন্নিকটে) দোতলা (৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, ১ বেলকনি)র জন্য ভাড়াটিয়া আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৮৬-৬৪০৮, ৬৪৬-৬৬৪-৬৮৮৯.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা,হিলসাইড এভিনিউ এবং ২০৮ স্ট্রীট এর সন্নিকটে ২য় তলা ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। বাসার নিকটে মসজিদ, স্কুল, বাস ইত্যাদি।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৯-৮৫৯৬.

বাসা ভাড়াঃ
ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ সংলগ্ন ২৫ এভিনিউ এবং ৯৮ স্ট্রীটে ২ বেডরুমের বাসা, ১ বেড রুমের বেসমেন্ট ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। নিউলি রিনোভেটেড।
ফোনঃ ৭১৬- ৬৩৮-৩০৪২.

বাসা ভাড়াঃ
২ বেডরুমের বাসা ভাড়া। জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজ সন্নিকটে ২ বেডরুমের ১টি ২য় তলা বাসা ১লা এপ্রিল থেকে ফ্যামিলির নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ই ট্রেন এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।
ফোনঃ ৩৪৭-৪৮৪-৫২৮৩.

বাসা ভাড়াঃ
ওজনপার্ক লিবার্টি এভিনিউ এ ট্রেন বাইতুন নূর মসজিদের সংলগ্ন দ্বিতীয় তলা ৫টি রুম- দুটি বাথ, বড় কিচেন, ২টি চুলা, ২টি ফ্রিজ আছে। দুই পরিবার শেয়ার করতে পারবে।
৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪/৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬

ডাক্তার পাত্রীর পাত্র চাই

নিউ ইয়র্কে কর্মরত ডাক্তার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্রীর বয়সঃ ৩৩ বছর, উচ্চতা: ৫'.২"
ডাক্তার পাত্র অগ্রগণ্য
যোগাযোগ
+১ (৩৪৭) ৭৪৪-২৩১০

সফলতার ২৮ বছরে
banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য সরাসরি অথবা ঘটক যোগাযোগ করুন।
Email: hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850 866 9012

HOUSE FOR SALE

Humboldt Pkwy
Buffalo, NY-14208
Asking Price # $300,000
Single Family Home
4 Bedroom & 2.5 Bathroom
Lot Size # 5280 Sq ft
Finished Basement

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(646) 236-7391

HOUSE FOR RENT

New Hyde Park, NY-11040
3 Bedroom & 2 Bathroom
Rent Price # $3,900

Jamaica Estates, NY-11432
3 Bed, 2 Bath & 2 Balcony
Rent Price # $3,500

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(718) 502-5583

ইয়েলো ট্যাক্সি ভাড়া হবে

২০২২ মডেলের ফোর্ড ট্রান্সিট কানেক্ট ইয়েলো ট্যাক্সি **(Ford transit connect (accs) 2022 model)** ফুলটাইমের জন্য ভাড়া দেয়া হবে।
Contact: 7186667277

House For Rent: October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket.
Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

গ্যাস স্টেশনে লোক আবশ্যক

আলাবামা স্টেটে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত গ্যাস স্টেশনে আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ সুবিধাসহ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনে একজন বিশ্বস্ত ক্যাশিয়ার আবশ্যক। গ্যাস স্টেশনের ৫ মিনিট দূরত্বে থাকার সুবিধা রয়েছে। বেতন আলোচনা স্বাপেক্ষে।
কল করুন: 561 827 3966

House For Rent

3 bedroom / 2 bathroom available for rent in 2nd floor of private house in Jamaica.
Please call or text (347) 234-8295 for more information.

Semi basement Bedroom Rent

1 Bedroom Rent for Semi basement. 8 feets celling. Brand New construction. Fully renovated. WiFi Utility included. Has laundry and dryer. 8 minutes drive from JFK Airport. Great location for TLC drivers.
Contact number (917)935-1790
Location: 145-49 110th Ave
Jamaica, NY 11435

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. **টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ** টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহী যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩ গণ

বেসমেন্ট ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

বেসমেন্ট ভাড়া

ব্রোঙ্গিস লুইস কুইন্সভিলেজে জুলাই-আগস্ট থেকে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে ছোট পরিবারের জন্য বা ছাত্রদের জন্য।
ব্রোঙ্গিস লুইস কুইন্সভিলেজে বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ ব্লক দূরে। ভাড়া: ১৪০০ ডলার, আরও বিস্তারিত জানার জন্য কল করুন: ৯২৯৩১৩৪৫৩৬

নিউইয়র্কে ৬৮ মিলিয়ন ডলার আত্মসাত দুই পাকিস্তানী বংশোদ্ভূতের

শেষ পৃষ্ঠায় পর কিকব্যাকের মাধ্যমে এই অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।

ফেডারেল আদালতের নথি অনুযায়ী, অভিযুক্ত জাকিয়া খান ও তার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক সহযোগী আহসান ইজাজ ব্রুকলিনের কনি আইল্যান্ড এলাকায় দুটি সামাজিক প্রাপ্তবয়স্ক ডে কেয়ার সেন্টারের মালিক ও পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। প্রতিষ্ঠান দুটি হলো হ্যাপি ফ্যামিলি সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টার ইনক. এবং ফ্যামিলি সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টার ইনক.। পাশাপাশি তারা একটি হোম কেয়ার-সংক্রান্ত আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান রেসপনসিবল কেয়ার স্টাফিং ইনক. পরিচালনা করতেন।আদালতের নথিতে বলা হয়েছে, এই জালিয়াতির সূচনা হয় ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে এবং তা চলে ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত। প্রায় সাত বছর ধরে একই কৌশলে মেডিকেইড থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ তোলা হয়েছে।

তদন্তকারীদের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রথম ধাপে তথাকথিত 'মার্কেটারদের' মাধ্যমে মেডিকেইডভুক্ত প্রবীণ ও অসুস্থ ব্যক্তিদের সংগ্রহ করা হতো। কনি আইল্যান্ড, বাথ বিচসহ আশপাশের এলাকায় গিয়ে এসব মার্কেটার নগদ অর্থ, উপহার কিংবা বিনা খরচে যাতায়াতের প্রলোভন দেখিয়ে ডে কেয়ার সেন্টারে নাম লেখাতে উৎসাহিত করতেন। এরপর সেই নাম ব্যবহার করে মেডিকেইডে নিয়মিত বিল জমা দেওয়া হতো।

অভিযোগ অনুযায়ী, বহু ক্ষেত্রেই যে সেবার জন্য বিল করা হয়েছে, বাস্তবে সেই সেবা দেওয়া হয়নি। কোথাও সেবাই ছিল না, আবার কোথাও ঘুষ ও কিকব্যাকের বিনিময়ে কেবল কাগজে উপস্থিতি দেখানো হয়েছে।এই জালিয়াতির ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের মেডিকেইড কর্মসূচি কনজিউমার ডিরেক্টেড পারসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (সিডিপিএপি)। এই কর্মসূচির আওতায় মেডিকেইডভুক্ত ব্যক্তি নিজের পরিচর্যাকারী নিজেই বেছে নিতে পারেন, যা অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যও হয়ে থাকেন। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মসূচিটি ইতিবাচক হলেও দুর্বল তদারকির কারণে এর মধ্যেই বড় ধরনের ফাঁক তৈরি হয়।

ফেডারেল অভিযোগে বলা হয়, সিডিপিএপি কর্মসূচির আওতায় থাকা তথাকথিত ফিসকাল ইন্টারমিডিয়ারি কাঠামোকেই কাজে লাগিয়েছে রেসপনসিবল কেয়ার স্টাফিং ইনক.। কাগজে সেবা দেখিয়ে বিল তোলা হতো, আর আড়ালে চলত নিয়মিত কিকব্যাক ও ঘুষের লেনদেন। তদন্তে আরও উঠে এসেছে, জালিয়াতির অর্থ আড়াল করতে একাধিক ব্যবসায়িক সত্তা ও ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে জাকিয়া খানের মালিকানাধীন টানউই সার্ভিসেস ইনকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জালিয়াতির অর্থ গ্রহণ ও নগদে রূপান্তর করা হতো।

ফেডারেল তদন্তকারীরা জানান, বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব, শেল কোম্পানি ও ব্যবসায়িক লেনদেনের মাধ্যমে নগদ অর্থ তৈরি করা হতো, যা দিয়ে নিয়মিত কিকব্যাক ও ঘুষ দেওয়া হয়েছে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের মেডিকেইড প্রশাসন এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা দপ্তরের (এইচএইচএস) ইনস্পেক্টর জেনারেল অফিসের নিয়মিত অডিট ও আর্থিক বিশ্লেষণে প্রথম এই অনিয়ম ধরা পড়ে। বিলিং তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, একই ধরনের ডে কেয়ার সেবার জন্য অস্বাভাবিকভাবে বিপুল অঙ্কের বিল জমা দেওয়া হচ্ছে।একাধিক ঘটনায় একই সুবিধাভোগীর নাম বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে যেসব দিনে সেবা দেওয়ার কথা দেখানো হয়েছে, সেই দিনগুলোতে সংশ্লিষ্ট মেডিকেইড সুবিধাভোগীরা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করছিলেন।

এসব তথ্য একত্রে বিশ্লেষণ করেই তদন্তকারীদের সন্দেহ ঘনীভূত হয়। এরপর বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ ফেডারেল অপরাধ তদন্তে রূপ নেয়। গত ৯ অক্টোবর ভোরে নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন স্থানে একযোগে অভিযান চালায় যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস (এইচএসআই), স্বাস্থ্য ও মানবসেবা দপ্তরের ইনস্পেক্টর জেনারেল অফিস (এইচএইচএস-ওআইজি) এবং নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের (এনওয়াইপিডি) যৌথ দল। অভিযুক্তদের বাসা ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি চালিয়ে জাকিয়া খান ও আহসান ইজাজকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের ব্রুকলিনের ফেডারেল আদালতে হাজির করা হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। বহু বছরের গোপন জালিয়াতির অভিযোগ আদালতে ওঠার পর বিষয়টি দ্রুতই নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার গণমাধ্যমে আলোচিত হয়। এই ঘটনায় নিউইয়র্কের বাংলাদেশিসহ অন্যান্য অভিবাসী কমিউনিটিতে বিস্ময় ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। যেসব ডে কেয়ার সেন্টারকে অনেক পরিবার প্রবীণ সদস্যদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে করেছিল, সেগুলোর নাম ফেডারেল অভিযোগে উঠে আসায় অনেকে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। অনেক প্রবীণ ও তাদের স্বজনদের মধ্যে শঙ্কা তৈরি হয়েছে তাদের নাম ও ব্যক্তিগত তথ্য কোনোভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে কি না।

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052
OPEN 24 HOURS



ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেস্ট রেট কম ● ইনভেস্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাস্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain



এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine

ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign

ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

» Primary Care » Annual Exam » Physical Checkup » TLC Test » Diabetes » Immigration » Cholesterol » EKG » » Spiro » PAP Smear » Pregnancy Test » Allergies » TB Test » Vaccinations » Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

CALL 917 930 1170

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

গান শিখুন

বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ

সবিতা দাস

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি



বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগ: (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, (৭১৮) ৮১০-৬৮৫৮

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET



Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

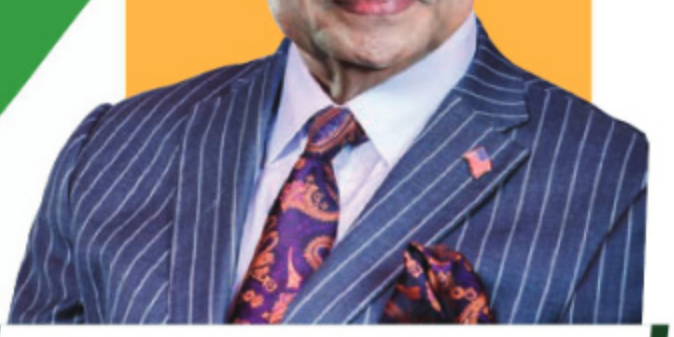
NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health.









FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

জাঁকজমক পূর্ণভাবে নোয়াখালী সোসাইটির অভিষেক







শেষ পৃষ্ঠায় পর

অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ড ও উপদেষ্টা পরিষদ অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশন মোঃ সোহেল হেলালের নেতৃত্বে ৫ সদস্য নির্বাচন কমিশন ১৭ সদস্যের নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ শেষে সনদ প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যর মধ্য বক্তব্য রাখেন নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ, ইনকচ এর সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, সাধারন সম্পাদক মো: ইউছুপ জসিম, নব নির্বাচিত কমিটির সভাপতি জাহিদ মিন্টু , সাধারন সম্পাদক এএমএম মাইন উদ্দিন পিন্টু, অভিষেক উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, এটর্নী মঈন চৌধুরী প্রমুখ।





১৯৯৩ সালে নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত নোয়াখালী সোসাইটি গত ৩২ বছর ধরে ঐক্যবদ্ধ থেকে কমিউনিটির সব সংগঠনের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্াপন করে চলেছেন। পাশাপাশি নবনির্বাচিত কমিটি তাদের মেয়াদে পাঁচ থেকে সাত মিলিয়ন ডলারের নতুন প্রজেক্ট বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন।

কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিতদের অভিষিক্ত করার পর কমিউনিটির বিশিষ্টজনরা নবনির্বাচিত কমিটিকে ফুলের শুভে"ছা জানান। বিপুল সংখ্যক অতিথি অনুষ্ঠানে উপস্ি"ত ছিলেন। ডিনার ও সংগীত পরিবেশন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

‘রোড টু আমেরিকা ইমিগ্রেশন হার্ডশিপ’ এর মোড়ক উন্মোচন







শেষ পৃষ্ঠায় পর

বহুমুখী প্রতিভার। এটর্নী মঈন চৌধুরীর প্রথম বই ‘রোড টু আমেরিকা ইমিগ্রেশন হার্ডশিপ’ এর মোড়ক উন্মোচন হলো গত ২৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে।

ইউএস কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্য গ্রেস মেং সহ বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে আয়োজন করা হয় এক অনুষ্ঠনের । নব উন্মোচিত তার বই ‘দ্যা রোড টু আমেরিকা’ ইমিগ্রেশন হার্ডশিপ, একটি সময়োচিত উপহার। ইমিগ্রেশন বরাবরই একটি চ্যালেঞ্জিং ও কঠিন প্রক্রিয়া। যার মধ্য দিয়ে মানুষের একটি জীবন প্রবাহিত হয় দু'টি ভিন্ন ধারায়। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ মঈন চৌধুরীর প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের সকল মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যনীয়।

মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটির ‘প্রবাস বন্ধু’ হিসেবে পরিচিত মঈন চৌধুরীর প্রশংসা করে বক্তারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসীদের জন্য ‘দ্যা রোড টু আমেরিকা’ ইমিগ্রেশন হার্ডশিপ,বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে যা অনেক অভিবাসীর কাজে লাগবে। উল্লেখ্য, এটর্নী মঈন চৌধুরী কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির লীডার এবং আমেরিকান বার এসোসিয়েশনের ডিরেক্টর।

এই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে ইউএস কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং সহ আরো যারা বিশেষ অতিথি ছিলেন তারা হলেন নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স কাউন্টির জাস্টিস ক্যাসান্দ্রা এ জনসন, নিউইয়র্ক সিটি সুপ্রীম কোর্টের জাস্টিস কারম্যান ভেলেজকুইজ ও জজ স্যানেদ্রা মুনজ, কুইন্স ক্রিমিনাল কোর্টের ভারপ্রাপ্ত জাস্টিস এডউইন নাভিলো, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রিন ও স্টিভেন রাগা, নিউইয়র্ক সিটি এসোসিয়েশন অব রিয়েলটর্স-এর বোর্ড অব ডাইরেক্টর রব চৌধুরী, সাবেক ষ্টেট এ্যাসেম্বলীম্যান মাইকেল ড্যানডেকার, এটর্নী মাইকেল তাউব ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৩৬ এর আগামী নির্বাচনে অ্যাসম্বলী মেম্বার পদপ্রার্থী মেরি জোবাইদা, মদিনা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি এডভোকেট নাসির উদ্দিন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাসানুজ্জামান হাসান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট কাজী আজম, এডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ, এডভোকেট মাহবুবুর রহমান বকুল, মোহাম্মদ চিশতি সিপিএ, সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, শাহ আহমেদ, অভিনেতা তরিকুল ইসলাম মিঠু, মঈন চৌধুরীর পুত্র রোনাল চৌধুরী ও ভাতিজা সামিয়া চৌধুরী ও ইশাত চৌধুরী প্রমুখ। উপস্থাপনায় ছিলেন সোনিয়া সিরাজ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে এটর্নি মঈন চৌধুরী বলেন, দীর্ঘদিন অভিবাসন আইন নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকেই এই বই লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বইটি নতুন ও পুরোনো অভিবাসীদের জন্য দিকনির্দেশনা ও সচেতনতা তৈরিতে সহায়ক হবে। অনুষ্ঠানের বক্তারা এটর্নী মঈন চৌধুরী বইটির বিষয়বস্তুর ভূয়সী প্রশংসা এবং যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের বাস্তব জীবনের সংগ্রাম ও আইনি জটিলতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল বলে মন্তব্য করেন। এছাড়াও বক্তারা কমিউনিটি সেবার মঈন চৌধুরীর অবদানের কথাও স্মরণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে এটর্নী মঈন চৌধুরী অতিথিদের নিয়ে তার ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত ‘রোড টু আমেরিকা ইমিগ্রেশন হার্ডশিপ’ এর মোড়ক উন্মোচন করেন এবং সবশেষে কেক কাটেন। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নব উন্মোচিত তার বই ‘দ্যা রোড টু আমেরিকা’ ইমিগ্রেশন হার্ডশিপ, একটি সময়োচিত উপহার।

ইমিগ্রেশন বরাবরই একটি চ্যালেঞ্জিং ও কঠিন প্রক্রিয়া। যার মধ্য দিয়ে মানুষের একটি জীবন প্রবাহিত হয় দু'টি ভিন্ন ধারায়। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ মঈন চৌধুরীর প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের সকল মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যনীয়। বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানে তার দু'সন্তান ছাড়াও সদস্যগণ অংশ নেন।







The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা

www.banglapatrikausa.com

বর্ষ ৩০ : সংখ্যা ১৪ : সোমবার, ডিসেম্বর ২৯, ২০২৫
পৌষ ১৪, ১৪৩২, রজব ০৮, ১৪৪৭

Vol. 30 : Issue 14 : December 29, 2025 USA
Free in NY, Other State $1

নিউইয়র্ক স্টেটের 'গ্রিন লাইট আইন' বহাল

ট্রাম্প প্রশাসনের মামলা খারিজ করলেন আদালত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক স্টেটে অভিবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তিতে বহুল আলোচিত 'গ্রিন লাইট আইন' বহাল রেখেছেন এক ফেডারেল আদালতের বিচারক। যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ অভিবাসন অবস্থান প্রমাণ ছাড়াই ড্রাইভিং ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে ফ্লু সংক্রমণ বাড়ছে উদ্বেগজনক হারে

এক সপ্তাহে ৭১ হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক স্টেটে ফ্লু সংক্রমণ উদ্বেগজনক মাত্রায় পৌঁছেছে। রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর শেষ হওয়া এক সপ্তাহে ফ্লু আক্রান্ত কেস শনাক্ত হয়েছে ৭১ হাজার ১২৩টি। এটি ২০০৪ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জাকে রিপোর্টযোগ্য রোগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার পর এক সপ্তাহে সর্বোচ্চ সংখ্যা।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানান, আগের সপ্তাহের তুলনায় নতুন ফ্লু কেস বেড়েছে প্রায় ৩৮ শতাংশ। একইসঙ্গে ফ্লুজনিত জটিলতায় হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৬৩ শতাংশ। এক সপ্তাহেই হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ২ হাজার ২৫১ থেকে লাফিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৬৬৬ জনে। এতে হাসপাতালগুলোর শয্যা ও জরুরি সেবার ওপর বাড়তি চাপ ১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আব্রাহাম লিংকন ও মার্টিন লুথার কিং-এর দেশে এক মাস পর্ব-৫





সিরাজুল ইসলাম কাদির: কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া ভদ্রলোককে সবার পক্ষ থেকে আমি উপহার তুলে দিলাম। বাংলাদেশ থেকে আনা আড়ংয়ের পসরায় পল্লী নারীদের হাতে তৈরি কিছু শিল্পকর্ম। তিনি এত আনন্দ প্রকাশ করলেন যে, আমি কিছুটা বিস্মিত হলাম। গাড়ি পর্যন্ত তিনি এগিয়ে দিলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে আন্তরিকতা নিয়ে করমর্দন করলেন। আমি ভেবেছিলাম, পথে আজকের মেজবান বা তাঁর আতিথেয়তা নিয়ে কেউ কথা বলবেন। কিন্তু সবাই ৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে মেট্রোকার্ড যুগের অবসান

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট : নিউ ইয়র্ক সিটির সাবওয়েতে তিন দশকের মেট্রো কার্ড অধ্যায়ের অবসান ঘটতে চলেছে। ১৯৯৪ সালে সাবওয়ে টোকেনের জায়গা নিয়ে যাত্রা শুরু করা মেট্রোকার্ড এবার স্থায়ীভাবে বিদায় নিচ্ছে। খবর এপি নিউজের।

২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর হবে মেট্রোকার্ড কেনা বা রিচার্জ করার শেষ দিন। এরপর পুরোপুরি চালু হবে ওমনি একটি আধুনিক কন্ট্যাক্টলেস ভাড়া ব্যবস্থা, যেখানে যাত্রীরা ক্রেডিট কার্ড, মোবাইল ফোন বা স্মার্ট ডিভাইস 'ট্যাপ' ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

এটর্নী মঈন চৌধুরী'র

'রোড টু আমেরিকা ইমিগ্রেশন হার্ডশিপ' এর মোড়ক উন্মোচন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব এটর্নী মঈন চৌধুরী। আইন ব্যবসায়ের পাশাপাশি ডেমোক্র্যাট দলীয় রাজনীতি ও সমাজ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত থেকে ইতোমধ্যেই স্বাক্ষর রেখেছেন ৩১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

জাঁকজমক পূর্ণভাবে নোয়াখালী সোসাইটির অভিষেক

নিউইয়র্ক: ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রম নিউইয়র্ক এর বুকে আরো বেগবান করতে অনুষ্ঠিত হল 'দ্য গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ, ইনক' এর নব নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ব্রুকলিনের কনি আইল্যান্ডের জলসা পার্টি হলে বৃহস্পতিবার ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এই জমজমাট ৩১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র মহান বিজয় দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক: জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র উদ্যোগে বাংলাদেশের ৫৫তম মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের ১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

১ জানুয়ারী কবি ও কথাশিল্পী তমিজ উদ্‌দীন লোদীর জন্মদিন



বিশেষ প্রতিনিধি: আশীর দশকের অন্যতম প্রধান কবি তমিজ উদ্‌দীন লোদীর জন্মদিন আগামী ১ জানুয়ারী ২০২৬। তিনি সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার ম্যাথিউরা গ্রামে ১৯৫৯ সালের ১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ২৬

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ: গেলো সপ্তাহে অফিসে কাজ করার সময় বিভিন্ন সংগঠনের পাঠানো খবর সম্পাদনা করছিলাম। এমন সময় একটি সংগঠনের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'সংগঠনের সংবিধান' মোতাবেক এটা হয়েছে, ওটা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এসময় সংশ্লিস্টদের জ্ঞান আর বিদ্যার বহর দেশে আশ্চর্য না হয়ে পরলাম না। কোন 'সংগঠনের সংবিধান' নয় এটি হবে 'সংগঠনের গঠনতন্ত্র'। মূলতঃ সংবিধান শব্দটি ব্যবহৃত হয় রাষ্ট্রের ১৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

এডাল্ট ডে-কেয়ারের নামে

নিউইয়র্কে ৬৮ মিলিয়ন ডলার আত্মসাত দুই পাকিস্তানী বংশোদ্ভূতের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে মেডিকেইডভিত্তিক এডাল্ট ডে-কয়ার ও সামাজিক প্রাপ্তবয়স্ক ডে কেয়ার সেবার নামে প্রায় ৬৮ মিলিয়ন ডলার আত্মসাতের অভিযোগে জাকিয়া খান ও আহসান ইজাজ নামের দুই পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত আমেরিকানের বিরুদ্ধে ফেডারেল আদালতে মামলা হয়েছে। ফেডারেল তদন্তকারীদের অভিযোগ, ২০১৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রায় সাত বছর ধরে সংঘবদ্ধভাবে ভুয়া বিল, কাগুজে সেবা ও ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
AL-AQSA RESTAURANT & PARTY HALL পার্কচেস্টারে
Trusted Al - Aqsa HALAL
বাঙালি মালিকানায় সবচেয়ে বড় রেস্টুরেন্ট এবং PARTY HALL পার্টি হল



ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত "গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস" আপনাকে নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GLOBAL AIR SERVICE
হজ পালনকারীরা সর্বত্তোম সেবা গ্রহণ করুন ওমরাহ ও মূল হজ্বে



Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
"গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস" এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বত্র টাকা পাঠান নিশ্চিন্তে।
WALL STREE FINANCE LLC
76-01, 101 Ave, Ozone Park, NY. 11416



GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি কিস • পে-রোল



929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

Editor: Abu Taher Published by Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169, Fax: 718 482 9935, Email: banglapatrikausa@gmail.com